6.5. S. XII. Ben.
~~P. 10 SL~~ 24
EB83.401

Nava vidhi Valâsa & Gangabhakti Tarangini

1. Bhavānī-charaṇa Vandyopādhyāya.
[Nava bibi vilasa.]

2. Durgā-prasāda Mukhopādhyāya.
[Gaṅgābhakti taraṅginī.]

73735

Poetic Extracts.

Bengalee.

Sectarian

73735/2

শ্রীশ্রীদুর্গা ॥

শরণং ॥

# গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী পুস্তকং ॥

যাহাতে

শ্রীভগীরথের গঙ্গা আরাধনা এবং গঙ্গার আগমন

সগর সন্তানের উদ্ধার ॥

ঁ দুর্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ॥

মহাশয়ের রচিত ॥

সুরধুনি মুনি কন্যা তারয়েৎ পুণ্যবন্তং। সতরতি নিজ পুণ্যৈ স্তত্র কিন্তে মহত্বং। যদিচ গতি বিহীনং তারয়েৎ পাপিনং মাং। তদপি তম্মহত্বং তম্মহত্বং মহত্বং।

শ্রীযুত পীতাম্বর সেন দিগরের বাঙ্গালা

ছাপাখানাতে মুদ্রাঙ্কিত হইল ॥

PYS
শ্রীপীতাম্বরসেন
সাং সেয়ালদহা

কলিকাতা সিমুল্যার ঁ পার্ব্বতী চরণ সরকারের

বাটীতে তত্ত্বকরিলে পাইতে পারিবেন ॥

সন ১২৩৬ শাল ॥

॥ নির্ঘণ্ট ॥ পত্রাঙ্ক

ভূমিকা . . . . . . . . ১
গুরু বন্দনা . . . . . . . ৩
গণেশ বন্দনা . . . . . . . ৪
গঙ্গা বন্দনা . . . . . . . ৫
দেশ মালার বন্দনারম্ভ . . . . ৭
গ্রন্থের সূচনা . . . . . . . ১০
স্বপ্ন উপাক্ষ্যন . . . . . . . ১১
গঙ্গা পূজার ফল কথনং . . . . ১২
ভগীরথের জন্ম কথনং . . . . ১৩
বশিষ্ঠ সূর্য্য বংশের পরিচয় ভগীরথকে কহেন . ১৮
সগরের সুত ব্রহ্ম শাঁপে ভস্ম হয় . . . ৩১
দুর্গা নাম ফল কথনং . . . . . ৩৭
জয় রাজার উপাক্ষণ . . . . . ৩৭
গঙ্গার জন্ম কথনং . . . . . . ৪৬
জাত কন্যা এবং ধন দান হিমালয় করেন . ৫১ নাং ৭৪
নারদের স্তবে শিবের ধ্যান ভঙ্গ এবং বিবাহ বৃত্তান্ত কহেন . . . . . . . . ৭৬
ব্রহ্মা ভূধরের নিকট গঙ্গার বিবাহ বৃত্তান্ত কহেন . ৭৯
স্বর্গে বিধি গঙ্গা লয়্যা যান . . . . ৮২
শিব সহিত গঙ্গার বিবাহ . . . . ৮৮
মেনকার শাঁপে গঙ্গা জল হন . . . ৯৩

॥ নিঘণ্ট ॥


| | পত্রাঙ্ক |
|---|---|
| বশিষ্ঠ গঙ্গার আরাধনার উপদেশ দেন | ৯৬ |
| ভগীরথ মায়ের নিকট বিদায় হন | ৯৭ |
| ভগীরথ কাননে প্রবেশ | ৯৮ |
| শিবের তপস্যা | ৯৯ |
| গঙ্গার তপস্যা | ১০০ |
| গঙ্গা ভগীরথকে বর দেন | ১০৪ |
| ব্রহ্মার তপস্যা | ১০৬ |
| ব্রহ্মা ভগীরথকে বর দেন | ১০৮ |
| শিব শিরে জল ধারা পড়ে | ১১২ |
| ঐরাবতের কথা | ১১৩ |
| একাম্র পিঠের কথা | ১১৬ |
| জহ্নু মুনির পান করেন | ১২০ |
| দিবদাস উপাক্ষণ | ১২৬ |
| শত মুখি হইলেন | ১৩৮ |
| সগর সন্তানের উদ্ধার | ১৩৯ |
| ভগীরথ রাজ্য ভোগ করেন | ১৪৪ |
| বলি উপাক্ষণ | ১৪৬ |
| বামনের জন্ম কথনং | ১৪৭ |
| বলি ভিক্ষা উপাক্ষণ | ১৫৭ |
| ভগীরথের স্বর্গ যাত্রা | ১৭২ |
| অথাষ্ট মঙ্গলা | ১৭৩ |

শ্রীশ্রীদুর্গা ॥

শরণং ॥

॥—৹—॥ ভূমিকা ॥—৹—॥

শ্রীনাথ গণেশ গঙ্গা সর্ব্বদেব গণ । বন্দনা করিয়া বলি শুন সর্ব্বজন ॥ ঘোষাল বংশেতে জন্ম কৃষ্ণচন্দ্র ধীর । অনুজ গোকুল চন্দ্র পুত্র ভবানির ॥ বুদ্ধি কীর্ত্তি নিরুপমা দেওয়ান জিয় দান । কাঙ্গালির পিতা যার নামের বাখান ॥ তার জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠ তার সুতা হরি প্রিয়া । গঙ্গা যারে দেখা দিলা শপনে বসিয়া ॥ প্রথম গ্রন্থের সেই স্বপ্ন উপাক্ষণ । শুনিলে আপদ খণ্ডে মধুর বচন ॥ গিরী কন্যা গঙ্গা আর সৃষ্টি বিবরণ । ভগীরথ যে রূপে জন্মিলা সে কথন ॥ বসিষ্ঠ কহেন সূর্য্য বংশ পরিচয় । সগরের সুত ব্রহ্ম শাঁপে ভস্ম হয় ॥ সগরের ক্ষেদ পরে গঙ্গা আরাধিলা । গঙ্গা জন্ম ভগিরথে বসিষ্ঠ কহিলা ॥ শিবের তপস্যা দুর্গা নাম ফল কন । কহিলেন জয় রাজার উপাক্ষণ ॥ মেনকার তপস্যায় তুষ্ট হয়্যা সতী । জন্মিল রাণীর গর্ব্ভে গঙ্গা রূপবতী ॥ জাত কর্ম্মধন দান করে হিমালয় । অন্ধ খোঁড়া গঙ্গার দয়ায় মুক্ত হয় ॥ সূতিকালয়েতে ব্রহ্মা করিলেন স্তব । ষষ্ঠী পূজা করে রাজা নিত্য মহৎসব ॥ সাত মাসে অন্নদিলা গঙ্গার বদনে । অন্ন জল পাত্রাদি দিবা ভক্ত জনে ॥ নিত্য খেলা গঙ্গার শিবের তপভঙ্গ । নারদ করিলা স্তব অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ ॥ সঙ্গে বিধি গঙ্গা নিয়াগিয়া মনরঙ্গে । ঘটাকরে বিবাহদির্বেন শিবসঙ্গে ॥ শিব ধরেছেন রূপ ভুবনমোহন । দেখিয়া মোহিত পতি লি

েদ নারিগণ ।। সভা স্ত্রী আচার হইল ঔষধ বিধান। গঙ্গা নাম দক্ষিণা বিধাতা দিলা দান ।। এইখানে দিবা ভক্ত বস্ত্র অলঙ্কার। বিবাহ বিহীত দিলে মুক্তি হয় তার।। মেনকার শাঁপে গঙ্গা হইলেন জল। ভগিরথ তপস্যা শুনহ পুণ্যবল ।।শিবের তপস্যা পরে গঙ্গা আরাধিলা। বর দিলা গঙ্গা শেষে বিধি জল দিলা ।। শিব শিরে পড়ে ধারা পরে হিমালয়। করি দিলা পথ গঙ্গা জল পঞ্চালয় ।। একাম্র পিঠের কথা ভগিরথে কন। জহ্নু মুনি পান পরে করিলা গমন।। প্রেয়াগ করিলা ধন্য কাশিতে আইলে। দিবদাস উপাক্ষণ কহিয়া চলিলে।। নানা দেশ ছাড়াইয়া করিল গমন। পথ মধ্যে শঙ্খাশুরের উপাক্ষণ ।। শতমুখি হইলেন দক্ষিণেতে গিয়া। সগর সন্তান ত্রান করিলেন আসিয়া।। ভগিরথ স্তব করে রাজা হয় পরে। বিবাহ করিলে পুত্র শ্রোতজন্মে ঘরে।। গঙ্গা পূজা স্নান দান করিলা প্রচার। বশিষ্ঠ কহেন বামন অবতার।। বৃত্ত ভিক্ষা বলিভিক্ষা দুই উপাক্ষণ। নানা ধন দিবা ইথে শুনে যেইজন।। ত্রিপুরাসুরের বধ পুত্রে রাজ্য দিয়া। ভগিরথ গঙ্গাতীরে বন্ধু বর্গ লৈয়া ।। স্বশরীরে বিষ্ণু লোকে করিলা গমন। কেহ যায় শিব লোকে বাসনা যেমন।। পুণ্যবন্ত নাহি ভগিরথের সমান। যাহা হৈতে হবে পাতকীর পরিত্রান।। গঙ্গার কীর্ত্তন সাঙ্গ হরি বল সবে। গঙ্গা গঙ্গা বল যদি পার হবে ভবে ।। শ্রীদুর্গা প্রসাদ যার নিবাস উলায়। করিলা জীবন দান তারিণীর পায় ।। ❁ ।। ❁ ।।

শ্রীশ্রী দুর্গা ॥

শরণং ॥

মুল্লতান রাগিণী ॥

॥ ☀ ॥ শ্রীশ্রী গুরুদেব ভরসা ॥ ☀ ॥

।ধুয়া। নমো নমো নমো গুরু কে চিনে তোমারে। নিবার আমার মন এপাপ সংশারে ॥

পয়ার ॥ গুরুদেব দয়া কর দিনহীন জনে। মম মতি ভকতি প্রণতি ও চরণে॥ গুরু তুমি জগন্নাথ জগতের গুরু। তব দয়া তুল্যনহে কোটিকল্পতরু ॥ সরোবর শরীরে সরোজ শিশু জ্ঞান। ফুটে যদি তোমার চরণ করে ধ্যান ॥ এবড় আশ্চর্য্য পাদ পদ্মে পদ্ম ফুটে। ভাবিলে ভাবক জনার কত ভাব উঠে ॥ কত গুণ ও চরণে কহনে না যায়। পাপ পঙ্ক পদোদক পরশে সুখায় ॥ সেই বাক্ সিদ্ধ বীর ধীর ধন্য শুচি। উচ্ছিষ্ট খাইতে প্রভু যার আছে রুচি ॥ গুণের অতীত গুণ বর্ণিতে কে পারে। বুদ্ধি সাধ্য নহে সে বর্ণনে বর্ণ হারে ॥ ঠেকিয়াছি ঘোর দায় করি নিবেদন। হইয়াছে এ শরীরে অপূর্ব্ব গ্রহণ ॥ জ্ঞান চন্দ্র অজ্ঞান রাহুতে গিলিয়াছে। স্থিতি নয় নয় দণ্ড সদা কাল আছে॥ একা নহে রাহু সঙ্গে সেনা ছয় জনা। ছাড়ে পাছে দণ্ডে দণ্ডে দেয় কুমন্ত্রণা ॥ মন যে আমার সে মনের মত নয়। রাহু অনুগত সে রাহুর

মত কয় ।। কুপথে কুকর্ম্মে মন করিছে বেহার । আমি ব
লি ভাল ভাব মন ভাবে আর ।। যুক্তি করি মুক্তি পথ করি
ছে বারণ । ভাবিতে না দেয় প্রভু তোমার চরণ ।। দয়াকর
দয়াময় শ্রীনাথ আমারে । মুক্ত কর এইদায় এপাপ সংসা
রে ।। দাসের দুর্গতি হর দূর কর খেদ । ইঙ্গিতে অসিতে প্র
ভু রাহু কর ছেদ ।। রাহু গেলে জ্ঞানোদয় হইবে যখন । অ
নায়াসে পলাইবে রিপু ছয় জন ।। জন্মে জন্মে তোমার দা
সের আমি দাস । এই ভিক্ষা চাহি পূর্ণ কর অভিলাষ ।।
দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ বলিছে পদ তলে । মন যেন রহে গুরু চ
রণ কমলে ।। ১ ।। ✻ ।।

গণেশ বন্দনা ।। রাগ ইমন তাল তেওট ।।

ধুয়া । প্রভু দয়াকর গণপতি অকিঞ্চন আমি অতি হেয়
হে হেরম্ব আর তোমা বিনা নাহি গতি ।।

ত্রিপদী ।। নমো ব্রহ্ম গণেশ্বায় প্রণাম তোমার পায় বে
দে বলে তুমি বিধি হরি । ত্রিগুণা তনয় জ্যেষ্ঠ তুমি সকলের
শ্রেষ্ঠ নাম নীলে ভবসিন্ধু তরি ।। যাত্রাকালে নীলে নাম সি
দ্ধ হয় সর্ব্ব কাম সর্ব্ব আগে তোমার পূজন । সুখ মোক্ষ
জ্ঞানোদয় তোমাকে ভজিলে হয় সার বুঝে যে জন সুজন ।।
বিষয় মদনে মত্ত জানিবে কি তব তত্ত্ব মন মত্ত কুঞ্জর আমা
র । ক্ষেমাঙ্কুশ ক্ষেপ করি ফিরাও মানস করি দাসে দয়া ক
র একবার ।। বাসনা আমার মনে নিবেদন ও চরণে গঙ্গা গু
ণ কীর্ত্তণ করিব । কবি নহি কি করিব কি বলিতে কি বলি

ব ভাবি মনে কি রূপে রচিব ॥ চাহি আমি দিব্যজ্ঞান কৃপা করি কর দান তব দয়া বিনা কিসে পারি। দয়া কর গুণধাম পূর্ণ কর মনস্কাম দিননাথ দিন হীত কারী ॥ গুণাতীত গুণ তব বিশেষ জানেন ভব আমি কি কহিতে গুণ পারি ॥ ব্রহ্মা যদি গুণ কয় তথাপি না সংখ্যা হয় অচৈতন্য চিত্তে চেতকারী ॥ ছাড়ি তব ও চরণ মিছা তীর্থ পর্য্যটন ও চরণ ছাড়া তীর্থ নয়। ঘুচাহ সংসার মায়া দেহ পাদ পদ্ম ছায়া শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দ্বিজ কয় ॥ ২ ॥

মুল্লতানী রাগিণী ॥

ভারো গঙ্গে এভব তরঙ্গে ॥ ধুয়া ॥

মেনকা নন্দিনী মহেশ মোহিনী মাতা সুরধুনী সতী। মঙ্গল কারিণী মুক্তি বিধায়িনী মা পদে করি প্রণতি ॥ কি বলিব রূপ কোটি সুধাঙ্গশ লাবন্য সমান নহে। কিরীট উজ্জল করে ঝল মল কিরণে তিমির দহে ॥ কি শোভা ত্রিবেণী কাল ভুজঙ্গিনী শাবক সঙ্গে কি দোলে। কেশ কাদম্বিনী জিনি সৌদামিনী সিতি মতি তার কোলে ॥ ললাট দর্পণে সিন্দুর চন্দনে মেনকা দিয়াছে বিন্দু। উজ্জলের শেষ দিখকরে দেখ লজ্জিত তপন ইন্দু ॥ দিবাকর করে দিবা আলোকরে নিশী আলোকরে শশী। বিন্দুর ছটায় সদা দীপ্তময় নাশে মনো গত মসী ॥ বিধি বিচক্ষণ দেখিয়া তখন রাখিলে পরিধি ছন্দে। দুই মহাশয় অদ্যাপি উদয় হয় আকাশ মণ্ডলে ॥ ও ভুরু তুলিতে বিধাতা লিখিতে পারে ম

নে নাহি হয়। নাসিকার তুল নহে তিলফুল বচন পিযুষময় ॥ নিন্দি ইন্দিবর নয়ন সুন্দর আর করি অনুমান। ও কিচ কোরিণী সুধা পিপাশিনী পানকরে কি বয়ান ॥ গৃধিনী গ ঞ্জিত শক্তি বিলম্বিত অধর প্রবাল জিনি। হিরক উজ্জল জিনি দন্ত ফল হাসিতে ফুটে নলিনী ॥ ত্রিদেব জননী তুমি সুরধনী বিধাতা জানিয়া সার। পুজিলা আপনি দিয়া নানা মণি গলে দোলে চমৎকার ॥ হস্তে অভরণ রত্ন কঙ্কন কি বলিব তার সীমা। বেদে চিরজীব বলে সদাশিব তব তা ভুক্ষ মহিমা ॥ জিনি পদ্মকরে পদ্ম শোভাকরে সুধাঙ্গস্তু বা ম করে। যে ভজে তোমারে রক্ষাকর তারে দক্ষিণ অভয় ক রে ॥ ফুল্ল নিরমল শ্বেত শতদল যেন নিশীতে মুদিত। হে ন লয় মন তেমনি ও স্তন পয়োধরে কি শোভিত ॥ তুমি যেই জল তেমতি নির্ম্মল বরণ নাভি গভীর। মন্দ ২ বায় লহরি খেলায় ত্রিবলী ছলে কি নীর ॥ মধ্যদেশ হেরি ল জ্জায় কেশরী প্রবেশ করিল বনে। নানা মণি জাল বেষ্টিত কঙ্কাল বিচিত্র বাস পরনে ॥ জিনি রম্ভাতরু শোভে দুই উরু শিব মোহিনী রূপসী। পিতামহ জিনি তাহার জননী অথচ বালা ষোড়শী ॥ ত্রিতাপ হরিণী শিব সোহাগিনী চি হ্নিত চরণ তাঁর। কভু পড়ে পায় এবেশে জটায় ধরিলা জা নিয়া সার ॥ নিলে নাম মার সংসারে নিস্তার পায় বেদে এই বলে। অপমৃত্যু যায় নারায়ণ হয় অস্থি পড়ে যদি জলে ॥ শ্রাদ্ধ একবার হয় তীরে যার শত গয়ালাভ তার। কাশী

বৃন্দাবন তীর্থ দরশন সকলি নামে তোমার ॥ করি অধিষ্ঠান শুন গুণ গান কৃপাকর দীন দাসে । দুর্গা প্রসাদের বাসনা মনের পূর্ণ কর অভিলাসে ॥ ৩ ॥ ॥ ❁ ॥

॥ অথ দেশ মালার বন্দনারম্ভ ॥

বন্দিলাম প্রথমত ভাস্কর চরণে । রোগ শোক বিঘ্ন নাশ যাহার ভজনে ॥ বিধি বিষ্ণু মহেশের চরণে প্রণাম । দয়া ময় তিন জন সার মাত্র নাম ॥ সরস্বতী বন্দিলাম মহিমা অপার । বোবা জনে কথাকয় দয়াহৈলে যার ॥ প্রাণপতি কমলার চরণ কমলে । যার কৃপা বিনা লোক কটুকথা বলে ॥ দশ মহাবিদ্যা দশ রূপে অবতার । সে পারে কহিতে গুণ পঞ্চমুখ যার ॥ মৎস্য আদি তিন রাম নৃসিংহ বামন । একে একে বন্দিলাম প্রভু দশজন ॥ বরুণ পবন আর বন্দ দেবরাজ । বসু জন্ম নাগ বন্দি কিন্নর সমাজ ॥ গন্ধর্ব্ব কুবের বন্দ বন্দ হুতাশন । বন্দিলাম দিকপাল যত শশীগণ ॥ নব গ্রহ অনুগ্রহ বিনা দুঃখপায় । ভগবান শিলা কাটে গণ্ডকী তে তায় ॥ গ্রহ পীড়া জন্যে দেখ রাম বনবাসী । গণেশের মুণ্ড নাই মহেশ সন্ন্যাসী ॥ বন্দিলাম সমাদরে এই নয় জন । তার পর বন্দিলাম মনসা চরণ ॥ শীতলা চরণ বন্দ ষষ্ঠী পঞ্চানন । বন্দিলাম যমরাজ মহিস বাহন ॥ অন্নপূর্ণা আ শুতোষ আনন্দ কাননে । দয়াময়ী দয়াময় প্রণাম চরণে ॥ বিন্ধ্যাচল বিলাসিনী অষ্টভুজা যিনি । প্রণাম তাঁহারে তিনি য শোদা নন্দিনী ॥ বন্দিলাম বৃন্দাবনে যোগ ভোগ মায়া ।

কংসে বিড়ম্বিয়া যিনি কৃষ্ণে কৈলা দয়া ॥ বন্দিলাম প্রয়াগ হিঙ্গুলা হরিদ্বার । এই তিন তীর্থ সার অতি চমৎকার ॥ গোবিন্দ চরণ বন্দ বন্দ বৃন্দাবন । বন্দিলাম নেপালেতে শিবের চরণ৭। বন্দিলাম মহাপীঠ কিরিটকোনায় । চাটিগ্রাম চন্দ্রনাথ প্রণাম তাঁহায় ॥ কিবা তীর্থ চন্দ্রাচল সাক্ষী দেখ ফলে । অদ্যাপি নিবর্ত্ত নাহি জলে অগ্নিজলে ॥ বন্দিলাম মহাকালী কালীঘাটে ধাম । ক্ষীর গ্রামে যুগাদ্যার পদ বন্দিলাম ॥ বৈদ্যনাথ বন্দিলাম তিনি দয়াময় । কাম লিঙ্গ কামনা করিলে সিদ্ধহয় ॥ বিহরসি বিরজা পালিনী নিলাচলে । জগন্নাথ ভৈরব রক্ষক সেই স্থলে ॥ প্রসাদ হইলে অন্ন বাজারে বিকায় ॥ বর্ন্ত ভেদনাহি অন্ন সর্ব্বলোকে খায় । জগন্নাথ বিমলার চরণে প্রণাম । পুরবাসি দেবতার পদ বন্দিলাম ॥ ভুবনে ভুবনেশ্বর দেব ত্রিলোচন । বন্দিলাম বামভূমি একাম্র কানন ॥ নবদ্বীপে বন্দিলাম সচীর কুমার । সারদা সর্ব্বদা যথা স্থান চমৎকার ॥ দ্বিতীয় কৈলাশ সৃষ্টি করিলা অবনী । ভূকৈলাসে বন্দিলাম পতিতপাবনী ॥ কুলীন সমাজ উলা বিপ্র বিচক্ষণ । নিজগ্রামে বন্দিলাম চণ্ডিকা চরণ ॥ সাড়ে তিনকোটি তীর্থ চরণে প্রণাম । দেবতা তেত্রিশ কোটি ক্রমে বন্দিলাম ॥ আদি কবি বন্দিলাম বাল্মীক চরণ । রাম না জন্মিতে রচিলেন রামায়ণ ॥ সুবংশ জাতক মীন গন্ধার তনয় । বন্দিলাম মহাকবি ব্যাস মহাশয় ॥ বেদে বলে ব্রাহ্মণ ভূদেব নারায়ণ । বন্দিলাম শিরে ধরি দ্বিজের চরণ ॥

পিতা মাতা সম গুরু নাহি বেদে বলে। অসংখ্য প্রনাম সেই চরণ কমলে॥ বন্দনা করিতে এড়াইল যে যে নাম। এ কে কালে সবাকারে করিলাম প্রণাম॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী॥ ৪

ধুয়া। ওরে আমার মন বল দিবা নিশী গঙ্গা নাম বদনে।

পয়ার। প্রণামকরি মা গঙ্গা চরণে তোমার। কৃপাকর কাতর কিঙ্করে একবার॥ গুণাতীত গুণ তব বলে শক্তি কার। কহিতে পারেন কিছু পঞ্চমুখ যার॥ অশেষ পাপের পাপী যদি গঙ্গা বলে। মুক্ত হয়ে সর্ব্বপাপে বিষ্ণুলোকে চলে॥ সুখদা মোক্ষদা নাম জানে কোন জন। কোন ভাবে কারে কিশে কর মা তারণ॥ মুক্ত হয় কোনরূপে মৈলে তব জলে। জ্ঞানের অপেক্ষা করে বালকেতে বলে॥ সগর সন্তান উদ্ধারিলা শাক্ষী তার। স্তবনহে তোমায় যে মহিমা অপার॥ তব নীরে যে করে তর্পণ স্নান দান। নিজে মুক্ত হয় করে ত্রিকুলের ত্রাণ॥ মরিলে করেন ত্যাগ গর্ব্ভে জন্মে যার। সে সব কর মা কোলে হেন দয়া কার॥ নিরাকার সাকার মা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল। অনন্ত রূপিনী শিবা সকলের মূল॥ অভেদ জ্ঞানদা গঙ্গা পাশও মর্দ্দিনী। কিঞ্চিৎ কটাক্ষে হের পতিত পাবনী॥ কৃপা করি কণ্ঠে মা করিয়া অধিষ্ঠান। প্রকাশ করিয়া শুন নিজ গুণ গান॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ তব দাস তার দাস। বাঞ্ছা ফল দায়িনী পুরাও অভিলাস॥ ৫॥

হাম্বির রাগিনী । ধুয়া । সুরধনী তব মায়া জানে কোন জন । কোনভাবে কারে কবে কর মা তারণ ।।

ত্রিপদী ।। নবদ্বীপ নিবসতি নরেন্দ্র ভূপতি পতি গোষ্ঠি পতি পতি যারে বলে । তার অধিকারে ধাম দেবী পুত্র আ আরাম মুখটি বিখ্যাত মহীতলে ।। খড়দহ কুলের সার বশি ষ্ঠ তুলনা যার জায়া অরুন্ধতী ঠাকুরাণী । কি দিব উপমা তাঁর শিব শিবা অবতার ব্যবহারে হেন অনুমানি ।। তাঁহা র তনয় দিন শ্রীদুর্গা প্রসাদ ক্ষীণ দারা যার হরিপ্রিয়া সতী । প্রত্যাদেশ হয় তারে ভাষাগান রচিবারে স্বপনে কহিলা ভগবতী ।। কোটি চন্দ্র আভা যেন জাহ্নবীর রূপ হেন ব্রা হ্মণ বালিকা বেশ ধরি । নানা অভরণ গায় রতন নূপুর পা য় বিচিত্র বসন খানি পরি ।। কহেন করুণাময়ী শুন হরিপ্রি য়া কয়ী ভাষায় আমার গান নাই । তোমার পতিরে কবে প্রকাশ হইবে ভবে বাঞ্ছা যা করিবে দিব তাই ।। আমার স ঙ্গিনী ছিলে সেবা দোষে জন্মনিলে আর জন্ম হবে না তো মার । দেব দ্বিজ নিজপতি তাতে তোর নিষ্ঠামতি দেখি দ য়া হয়েছে আমার ।। তোমারে যে শ্রদ্ধা করে সুখ মোক্ষ দিই তারে নিন্দিলে আমার নিন্দা হয় । এ কথা পণ্ডিত বি নে বুঝিবে কি বুদ্ধি হীনে শক্তি নিন্দা করা মত নয় । স্ব পন দেখি সতী প্রভাতে উঠিয়া অতি ভক্তি ভাবে পতিরে কহিল । নিবাস উলায় যার শ্রীদুর্গা প্রসাদ তার কথা শুনি ভাবিতে লাগিল ।। ❁ ।। ৬ ।। ❋

ইমন রাগিণী ॥

ধুয়া ॥ কিরূপে অভয় পদ পাই। কেজানে ইহার মর্ম্ম কাহারে শুধাই ॥

পয়ার ॥ কবি নহি ভাবি মনে স্বপ্ন কিছু নয়। হেনকালে নয়াঙ্কিতে স্বপ্ন সত্য হয় ॥ লোমাঞ্চ শরীরে গ্রন্থ না পাই ভাবিয়া। কৃপা করি বাণী যেন দিলেন বলিয়া ॥ নানা শাস্ত্র পুরাণ দেখিয়া তন্ত্রসার। সংগ্রহ করিয়া কিছু কহি সমাচার ॥ ব্যাস বাল্মীক উক্ত যা কব তাহা কত। কিছু কহি শুন সবে পুরাণ সম্মত ॥ গঙ্গার চরিত্র কথা অমৃত সমান। শুনিলে আপদ খণ্ডে পায় পরিত্রাণ ॥ প্রথমত বলি শুন পূজার প্রচার। যাহার যেমন শক্তি পূজা দিবে মার ॥ ঘটেতে গঙ্গার জল সংপূর্ণ করিবে। সিন্দুর চন্দন পুষ্পমালা ঘটে দিবে ॥ ধ্যান করি আবাহন করিবে গঙ্গার। পাদ্য অর্ঘ্য আচমন মন্ত্র স্থাপনার। বিধানত গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ আর। বস্ত্র অলঙ্কার দিবে নানা উপহার ॥ আট দিন এই গান সংকল্প করিয়া। ভক্তি ভাবে শুনিবেক বন্ধুবগ নিয়া ॥ মনে যে কামনা সিদ্ধি হইবে নিশ্চয়। নানা রত্ন ধন ধান্য পুত্র লাভ হয় ॥ সুখদা এঁহার নাম ইনি দয়াময়ী। শুনে যদি প্রসঙ্গ সমরে সে বিজয়ী ॥ একমনে পাঁচালি শুনিবে যেইনরে। রোগ শোক বিঘ্ন পীড়া তার শীঘ্র হরে ॥ দুয়া হয় শুয়া পতি প্রাণ তুল্য দেখে। মিছা নয় এই কথা পুরাণেতে লেখে ॥ ইহকালে হয় শুক পরকালে মুক্তি। সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা

এই শিব উক্তি ॥ গঙ্গার প্রসঙ্গ মিছা ভাবিলে নরক । শ্রী
দুর্গা প্রসাদ বলে শুন সর্ব্বলোক ॥ ৭ ॥

আওড়িয়া কহিবেক ॥

ত্রিপদী ॥ ব্যাস মুখে সুত শুনি বশিষ্টকে কন তিনি ভ
গিরথে বশিষ্ট কহিলা । সেই কথা অনুসারে আমি বলি গ
ভাকারে মহামুনি পুরাণে লিখিলা ॥ শুক্রবারে জন্ম যার
যেইবারে ইচ্ছা যার শুভক্ষণে আরম্ভিলা গান । সাঙ্গ হইলে
গান পরে উলু দিয়া বারি ঘরে লবে এই শুনহ বিধান ॥ গা
য়কের রাখি মান করিবে দক্ষিণা দান চামরের লবে সমীর
ণ । নিরাপদ হবে তার জন্ম না হইবে আর করাইবে ব্রাহ্মণ
ভোজন ॥ মধুসম ছয়রস পুথির উল্লাশ দশ বদরি কমল
উপাখ্যান । পদে যেন সুধাবৃষ্টি কবিতা নূতন সৃষ্টি বলি শু
ন সৃষ্টির কারণ ॥ নিরাঞ্জন নিরাকার এক ব্রহ্ম নাহি আর
উপাসনা হেতু অবতার । ভেদ জ্ঞানে নাহি মুক্তি মিছা নয়
শিব উক্তি কেজানে কেমন মায়া যার ॥ প্রকৃতি পুরুষকায়
চনক দলের প্রায় মল শক্তি ইচ্ছায় সৃজন । আপনার তিন
গুণে প্রসবিলা তিন জনে বিধি বিষ্ণু দেব ত্রিলোচন ॥ রজো
গুণে সৃষ্টি বিধি করিলা অনেক নিধি ক্ষিতি জল তেজ বায়ু
কাশ । ভুবনাদি চতুর্দ্দশ শৈল সিন্ধু নানা রস দেবী দেব করি
লা প্রকাশ ॥ দিবা নিশি গ্রহ গন পশু পক্ষ কীট বন মহৌ
ষধি নানা উপহার । তরু অহি জল চর দ্বীপ দিক পাল নর
মাস পক্ষ তারা তিথি বার ॥ পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম নরক স্ব

ক্তির মর্ম্ম করিয়া ভাবেন ব্রহ্মা আর। পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি কার জন্যে কেন মরি পূজা বিনা ভোগ হবে কার॥ চিন্তিয়া করিলা অংশ চন্দ্র সূর্য্য দুই বংশ মানষে জন্মিল পুত্র দশ। শ্রীদুর্গা প্রসাদে কয় গঙ্গা গুণ সুধাময় সংক্ষেপে কহিব অন্য রস॥ ※ ॥ ৮ ॥ ※ ॥

বাগেশ্বরী কানড়া রাগিণী॥ ধুয়া॥

হে সুখদে মোক্ষদা দায়িনী। শৈলসুতা হর শিব বিহারিণী

পয়ার। স্কন্দ বৃহৎ ধর্ম্ম বাল্মীক রামায়ণে। হিমালয় কন্যা গঙ্গা লিখিলা পুরাণে॥ নানা তন্ত্র প্রমাণ দেখিয়া পুনর্ব্বার। কবিতা লিখিয়া মনে হৈল কিছু আর॥ দ্রবময়ী গঙ্গা বুঝি আর এক জন। বিষ্ণু পাদোদ্ভবা গঙ্গা সে আর কেমন॥ তিন জন গঙ্গা ইহা মনে নাহি লয়। কেমনে করিব দূর এমত সংশয়॥ অশেষ সন্ধানেতে পাইলাম উপদেশ। শঙ্কর আচার্য্য স্তবে জানিয়া বিশেষ॥ স্বামীর টীকায় মীমাংসায় দেহ মন। শুনহ সকলে অতিসূক্ষ্ম বিবরণ॥ দক্ষের দুহিতা দেবী নাম ছিল সতী। শিব নিন্দা করিয়াছিলেন প্রজাপতি॥ শিব নিন্দা শুনি সতী শরীর ত্যজিলা। মেনকার গর্ভে দ্বিধা হয়ে জন্ম নিলা॥ আগেতে জন্মিলা গঙ্গা পরে উমা তার। গঙ্গা হৈলা শলিল শাপেতে মেনকার॥ ব্রহ্মা জানি ব্রহ্ম জল রাখে কমণ্ডলে। মুক্তির কারণ সেই জল বেদে বলে॥ তার পর শুন বিষ্ণু দ্রব যাতে হইল। কহিব সংক্ষেপে তাহা বেদে যে কহিল॥ সাক্ষাত পরম ব্রহ্ম

প্রভু সনাতন। শুনহ বিশেষ কথা করি নিবেদন॥ শুনিতে
শিবের গান দেবগণ সঙ্গে। গিয়াছিলা শম্ভুর নিকটে মনে
রঙ্গে॥ শক্তি গুণ শিব গান পিনাকেতে করি। থাকিতে স
কল দেব দ্রবহন হরি॥ হরের তুলনা হরি তুল্য নাহি আর
। গুণবোদ্ধা গুণীর চরণে নমস্কার॥ ব্রহ্মা জানি ব্রহ্ম জল ক
মণ্ডুল নিলা। জলের সভাব জল জলে মিসাইলা॥ দুই ব্র
হ্ম এক দেহ হইল মিলন। অতএব স্মরে লোক গঙ্গা নারায়
ণ॥ যদি বল পুরুষ প্রকৃতি হৈল কেন। শক্তি গুণ গানে দ্র
ব শুনহ কারণ॥ যাদৃশী ভাবনা সিদ্ধি সাক্ষী এই খানে। হ
রি হইল শক্তি দেখ শক্তি গুণ গানে॥ গঙ্গা নাম হইল মি
লিয়া গঙ্গাজলে। অভেদ পরম ব্রহ্ম বেদে দেখ বলে॥ ব্রহ্মা
দিয়াছিল পাদ্য বামনের পায়। বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা সেটা
জন্মনয়। তিনে এক একে তিন ভেদ নাহি তায়॥ জলে
জল হয়ে বিশ্ব জলেতে মিলায়। দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া
মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী॥ ৭॥

আওড়িয়া কহিবে। ত্রিপদী। অতঃপর বলি শুন সূর্য্য
বংশ উপাখ্যান ভগিরথ যে রূপে জন্মিলা। দিলীপের দুই
রাণী অরাজক হবে জানি পুত্র হেতু দেবী আরাধিলা॥ দৈব
বাণী হৈল পরে দুজনে সম্ভোগকরে ভগীরথ জন্মিলা ভূতলে
। মাংসপিণ্ড কদাকার রাজ্য রক্ষা হৈল তার সুন্দরে কি কা
য লোকে বলে। পঞ্চ বৎসরের কালে লেখে পড়ে পাঠ শা
লে শান্ত শিষ্ট অতিবড় ধীর। দৈবযোগে একদিন অষ্টাবক্র

ভাগ্যা খিন আগমন হইল মুনির ।। ভগীরথ গিয়া তাঁয় প্রণাম করিল পায় ক্রোধে মুনি ভাবে বিপরীত । জৎসিত আমার কায় দেখি ব্যঙ্গকর তায় রাজপুত্র হয়ে একি রীত ।। ব্যঙ্গ যদি কর তবে আর অঙ্গ ভঙ্গ হবে নতুবা সুন্দর হবে অতি । শাঁপদিয়া মুনিযায় শাঁপে রাজা বরপায় প্রসন্না হইলা ভগবতী ।। অনঙ্গের রূপ হেন দিনে ২ বাড়ে যেন ভগীরথ শিশুতে প্রবীন । দেব দ্বিজ ভক্ত অতি বিদ্যায় নিতান্ত মতি অদৈন্য কল্লেন দুঃখি দীন ।। মায়ের চরণে মন শুদ্ধ শীল বিচক্ষণ জিজ্ঞাসা কল্লিল কিছু মারে । বিশেষ কহিব তার শুন সেই সমাচার যে কথা কহিয়াছিল তারে ।। শ্রী দুর্গা প্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়াকর সুর শৈবলিনী । কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নূতন গান নাম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ।। ১০ ।।

ভীম পালাশী রাগিণী ।। ধুয়া ।।

মোক্ষদায়িনী গো মা তার ভবার্ণবে ময়ি পতিত অধমে ।।

পয়ার । সগর বংশেতে জন্ম ভগীরথ নাম । ক্ষণে জন্মা মহাযোগী মহা গুণধাম ।। অষ্টম বষের পরে জিজ্ঞাশিল মারে । চিনিলাম সকলি মা নাচিনি পিতারে ।। কোথায় আছেন পিতা কি নাম তাঁহার । কহ সত্য আমারে বিশেষ সমাচার ।। সত্যবতী বলে সে কথায় কার্য্যনাই । কোলে বৈস মরি বাছা লইয়া বালাই ।। সে বড় দারুণ কথা কব কি তোমারে । সুধাইলে আর বাছা নাপাবে আমারে ।। এই কথা বলি

ভগীরথে কোলে করে। স্নেহ শোকে দুইতে চক্ষের জল ঝ
রে॥ পুন সত্যবতী ভগীরথে কিছু কহে। যে কথা জিজ্ঞাস
বাছা এখন সে নহে॥ বড় হও আগে বাছা রাজ্য ভোগকর
। শেষে কব সবিশেষ শুন গুণাকর॥ আর কারে শুধাইতে
রাণী মানাকরে। ভাবে রাণী শুনে যদি নারহিবে ঘরে॥ পু
ত্র হেতু পুনঃ কর্ম্ম করিলাম যত। দেবতার বিড়ম্বন কব আ
মি কত॥ যে হউক সকল দেবে কোটি নমস্কার। মহামুদ্রা
নাথাকিলে কি হইত আর॥ আজ্ঞাদিলা স্বপ্ন মা নাযাবে স
তী ধর্ম্ম। অবশ্য হইবে পুত্র কহি শুন মর্ম্ম॥ দুই রাণী রা
শির তৃতীয় হবে যবে। হইবে উত্তম পুত্র নিতান্ত জানিবে॥
কৃপাময়ী কৃপাদৃষ্টি দুঃখ অবশেষ। লজ্জাকরে সুতেকেতে ক
বকি বিশেষ॥ এইরূপে দুই রাণী যতকথা কন। শুনি ভগী
রথ মনে মৌনী হয়ে রন॥ কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়ে ভগিরথ ক
ন। ভাল কথা নাহি কও কিশের কারণ॥ বড়ইচ্ছা শুনি মা
গো পিতৃ পরিচয়। কি রূপে করিলা রাজ্য কোন মহাশয়॥
রক্ষা করি রাজ নীতি আমার কামনা। পিতৃ ধর্ম্ম আগে রা
খি নিতান্ত বাসনা॥ ইহাতে যদ্যপি মাগো নাকহ বিশেষ
। নারবো তোমার ঘরে ত্যজিব স্বদেশ॥ এইরূপে মায়েপো
য়ে কথা কাটাকাটি শেষে রাণী ভাবিত দেখিয়া আঁটা আঁ
টি॥ রাণী ভাবে যদ্যপি নাকহি সমাচার। কি জানি কো
থায় যাবে কি হবে আমার॥ দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দা
কিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী॥ ১১॥

ধুয়া। ভাবিয়া দেখরে মন গঙ্গা নাম সার। যেনাম লইলে হবে ত্রিকুল উদ্ধার॥

পয়ার। নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত আছ যার। পাছে পাছে যাইবে তাহার অহঙ্কার॥ গুরু দত্ত জ্ঞান চক্ষু মেলো এক বার। শেষকালে গঙ্গা বিনা গতি নাহি আর॥ মরিলে অশুচি হবে ত্যজ্য হবে মার। সম্বন্ধ জীবনাবধি অনিত্য সংশার॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে মন হে নমস্কার। মজ শুধা হৃৎপদ্মে মিনতি আমার॥ ১২॥

ইমন রাগিণী॥ ধুয়া॥

মা তোমার মহিমা কেজানে। সদাশিবের অগম্য অন্য জন কোন খানে॥

পয়ার। দিন দেখি দয়াময়ি দিয়াছিলেন দাস। দুর্দ্দশা আমার ভাগ্যে একি সর্ব্বনাশ॥ অস্থি হীন মাংস পিণ্ড কিঞ্চিৎ আহার। চলিবার শক্তি নাই নিজ অঙ্গ ভার॥ অতি শিশু শিশু বুদ্ধি মনে ছিল আগে। প্রাচীন লোকের মত কথা দৃঢ় লাগে॥ যা কর গো জগন্মাতা চিহ্নিত তোমার। ইনিগেলে এক্কলের নাহিক নিস্তার॥ আশুতোষ তারা মা গো নাম ধর শিবা। ইথে যদি প্রতার মা নামে খোঁটা দিবা॥ সৃষ্টি হেতু ত্রিদেবে মা প্রসব করিলা। অনন্ত রূপিণী তুমি নাহি অন্তনিলা॥ কখনবা সাকার কখন নিরাকার। তব তত্ত্ব বক্ষ্ম মাগো বুঝা অতিভার॥ কিস্তব করিব মাতা কিবা আমি জানি। দর্শনের অগোচর যোগে ভুলে জ্ঞানী॥

ভরসা কেবল মাত্র নাম ও চরণ। ইহাতে বিচ্ছেদ যেন নাহি হয় মন॥ তব ভক্তি জ্ঞান তত্ত্ব মম এ গরিমা। অবশ্য ইহাতে কৃপা করিবে মা ভীমা॥ তুষ্ট তারা একান্ত ভাবেতে ডাকেরাণী। ভয়নাহি শ্রবণে শুনান দৈববাণী॥ ভগীরথ সামান্য নহে বরপুত্র মোর। ইহাতে ভাবনা রাণী এতকেন তোর॥ দৈববাণী শুনি রাণী পরম হর্ষিতা। কি আর ভাবনা তবে কালি কৃপান্বিতা॥ এতভাবি ভগীরথে রাণী পরে কয়। পুরোহিত কুলের বশিষ্ঠ মহাশয়॥ স্ত্রীলোক আপনি বাছা কি মোরে সুধাও। পাইবা সকল তত্ত্ব তাঁর কাছে যাও॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ দিন জ্ঞান কিছু নাই। দয়া কর দাসে মা গো এই বর চাই ॥ ❁ ॥ ১৩ ॥ ❁ ॥

মুল্লতান রাগিণী। তাল বড় চৌতাল॥

ধুয়া। কর করুণা এ মাগো হর শিরো বিহারিণী॥

লঘু ত্রিপদী। ভগীরথ জানি জননীর বাণী আনন্দে হয় মগন। বাহিরে আসিয়া বৈশে বারদিয়া পাত্রে কহে বিবরণ॥ কোথা পুরোহিত আনাও ত্বরিত পরামর্শ কিছু আছে। আগে বলানয় কি জানি কি হয় কব শুন সব পিছে॥ শুনি রা একথা যায় মুনি যথা যতেকরাজার গণ। উত্তরিল গিয়া মুনিকে বন্দিয়া কহে যত বিবরণ॥ বশিষ্ঠ মুনির শুনিয়া শরীর পুলকিত প্রেমভরে। বলে বল বল রাজার কুশল প্রাণ যে কেমন করে॥ যত রাজ গণ করে নিবেদন তুমি দয়া কর যারে। মরিয়া না মরে যদি মন করে শমন ডরায় তারে।

মঙ্গল রাজার প্রভু একবার করিতে হবে গমন। বাঞ্ছা আছে তাঁর চরণে তোমার করিবেন নিবেদন॥ মুনি কন চল আর কেন বল যে কথা হইবে জানি। এতেক বলিয়া সকলে মিলিয়া উত্তরিল রাজধানি॥ মুনিকে দেখিয়া ভগিরথ গিয়া প্রণাম করিল পায়। ছিন্ন তরু হেন ভূমে পড়ে যেন তেমতি রাজা লোটায়॥ মোহেতে মুনির চক্ষে বহে নীর কোলে করিলা রাজনে। রাজা পুনর্ব্বার করি নমস্কার বসাইলা সিংহাসনে॥ পাদ্য অর্ঘ দিয়া চরণ পুজিয়া কুশল জিজ্ঞাসে পরে। তুষ্ট তপোধন আনন্দে মগন আশির্ব্বাদ বহু করে॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ পরম আহ্লাদ বলে গঙ্গা পদতলে। আমার একায় যদি কাকে খায় ভাসে যেন তব জলে॥ ১৪॥

ধুয়া। প্রভু পুরাও আমার মনের বাসনা॥

ভগীরথ বলে শুনহ মুনি। বাসনা বংশের কীর্ত্তন শুনি॥ জানিয়াছি গুরু তুমি বিধাতা। আমারে একথা কহিলেন মাতা॥ তোমা বিনা আর কেবা আছে বল। বলিতে ঝুরিছে চক্ষুর জল॥ কি রূপে তাঁহারা পালিতা ক্ষিতি। বল না বংশের কি রূপ রীতি॥ মনের বাসনা পূরণ কর। সুদিন দাসের দুর্গতি হর॥ শুনিয়া মুনি ভগিরথ বানি। সন্তোষে কহেন শুন যা জানি॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ সুদিন অতি। দয়া কর দাসে মা ভগবতী॥ ১৫॥

ভীমপলাশী রাগিণী॥ ধুয়া॥

তারিণী চরণে মজ মন। দিন যে গেলো কাল ঘোনালো॥

পয়ার। মুনি কন ভগিরথ শুন পরিচয়। সূর্য্যবংশে জন্মে ছিলা যে যে মহাশয় ॥ রোহিত নামেতে রাজা পুণ্যশীল অতি। তারপুত্র হরিত নিতান্ত ধর্ম্মেমতি ॥ তারপুত্র সুদেব সে দেবের আকৃতি। বিজয় তাহার সূত দেবের প্রকৃতি ॥ তা রপুত্র উরুক উরুক পুত্রবৃক। বৃকপুত্র মহারাজা নামেতে বা হুক ॥ বাহুকের তনয় সগর ধরাপতি। দুই ভার্য্যা সগরের কেশিনী সুমতি ॥ সুমতি প্রসবে ষাটি হাজার কুমার। ধনে পুত্রে সুখি রাজা আনন্দে অপার ॥ সুপ্রিয়সী কেশিনী রাজা র অতিশয়। অসমঞ্জা নামে পুত্র কেশিনীতে হয় ॥ অসম ঞ্জা সূত অংশুমান মহাজ্ঞানি। তারপুত্র দিলীপ সেদানেতে বাখানি॥ ভগীরথ বাছাতুমি পুত্র দিলীপের। কেবলিতে পা রে গুণতোমার বংশের ॥ সগর রাজার গুণ বলেশক্তি কার। সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সমাচার ॥ এক ছত্রাধিপ রাজা পৃ থিবী মণ্ডলে। আজ্ঞাকারী ত্রিভুবনে আছিলা সকলে। নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত সুশীল শীষ্ট সান্ত। গুণে ধনে নিরুপম দাতা আদ্যোপান্ত ॥ সদ্বিচার সদালাপ মুনিগণ লয়া। দারিদ্র জ নার বাঞ্ছা পূর্ণ ধন দিয়া ॥ পুত্রের সমান প্রজা করিত পাল ন। বিচারে সাক্ষাত ধর্ম্ম আছিল রাজন ॥ বুদ্ধি কীর্ত্তি জল ধি জিনিয়া অতিশয়। কার সাধ্য কথার উপরে কথাকয় ॥ সুরাসুর গন্ধর্ব্ব নাগ যক্ষ কিন্নর। জানে সবে তুল্য আর নাহিক রাজার ॥ সর্ব্বদা সভয় মনে কখন কি হয়। কি জা নি কাহার পদ কোন ছন্দে লয় ॥ যে জন সরণাগম কথাশু

নে তার। প্রাণ পনে রক্ষাকরা প্রতিজ্ঞা রাজার॥ হংসে দেয় দুগ্ধ যেন জল মিশাইয়া। ভোজন করয়ে দুগ্ধ জল ত্যায়া গিয়া॥ সেইরূপে গুণের গ্রাহক রাজা গুণী। গুণী জন সদা তুষ্ট মিষ্ট কথা শুনি॥ রূপের উপমা দিব নাদেখি তেমন। পুন বুঝি জন্মিলা আপনি মদন॥ অনঙ্গ অঙ্গের রূপ ক হিতে কে পারে। তুলনা নাদেখি তুল্য কি দিব সংসারে॥ রূপ সম গুণ রাজা জিতেন্দ্রিয় অতি। সমরে অটল রাজা ইষ্টদেবে মতি॥ কালে সন্ধ্যা পূজা হোম কালাতীতে নয়। সাধ্যকি ব্যত্যয় হবে প্রাণ যদি যায়॥ কতো দিনান্তরে রাজা আরম্ভিলা যাগ। করিবেন অশ্বমেধ বড় অনুরাগ॥ ভগীর থ বলে প্রভু প্রণাম তোমারে। কি রূপে করিল যাগ কহনা আমারে॥ দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী॥ ১৬॥

আওড়িয়া কহিবে। ত্রিপদী। আরম্ভ করিলা যাগ অ শ্বমেধ অনুরাগ মহাপুণ্য পৃথিবী মণ্ডলে। অনুজ্ঞা গুরুর নি য়া পাত্র মিত্র ডাকাইয়া বলে রাজা শুনহ সকলে॥ সবাকা রে রাজা কন কর দ্রব্য আয়োজন ত্রুটি হইলে পাবে অপমা ন। আজ্ঞা শুনি নৃপতির ভয়ে প্রাণ নহে স্থির বলে কালী র ক্ষাকর মান॥ চিন্তিত হইয়া সবে স্বকার্য্যতে যায় তবে দ্রব্য আদি প্রস্তুত করিতে। জায় করে প্রথমত নৃপতির আজ্ঞা য ত সংবাদ করিলা পৃথিবীতে॥ তদন্তে সভার স্থান করে অ তি সুনির্ম্মাণ কি কব তাহার পরিপাটি। মণ্ডা থাকে যে সো

নার দূরকরে স্বর্ণকার যেমন পোড়ায়ে করে খাঁটি ।। সেই মত অবনীর উচা নীচা কাটে ধীর সূত্র পাতি করয়ে সমান। বিংশতি যোজন স্থান দীর্ঘ প্রস্থ পরিমাণ চন্দ্রাতপ সুন্দর বিতান ।। ফুঁদিলে উঠে সিন্দুর দর্পণের দর্প চুর স্থান যেন কৈলাশ সমান। প্রাচীর চৌদিকে দিয়া যেন শৈল দাঁড়াইয়া লঙ্ঘিতে নাপারে কোন জন ।। দীর্ঘিকা সমান কূপ সরোবর অপরূপ আজ্ঞামত কাটি স্থানে ২। জল অতি সুনির্ম্মল কি কব জলের ফল পিযূষের তৃষ্ণাহরে পানে ।। অমূল্য প্রস্তর দিলে পাড় ঘাট বান্ধাইলে দিল মণি শোভে যে যেখানে। হইল অতি মনোহর কি কহিব শোভা তার নানারত্নে করিল নির্ম্মাণে ।। জলে স্থলে শোভে ফুল কি দিব তাহার তুল কিছু কহি শুন বাছা ধীর। মোহিত করয়ে ঘ্রাণে গৃহী জনে সুখী মনে উদাসীনে লাগে যেন তীর ।। ফুটে ফুল নানাজাতি কুমুদ টগর যাতী মল্লিকা মালতি জবা জাতি। অশোক কিংশুক বক গন্ধরাজ ভূচম্পক প্রফুল্ল পুষ্পক নানাযাতি ।। বিল্লফুল সেফালিকা দ্রোণাদি চন্দ্রমল্লিকা কৃষ্ণকেলি বন্ধুক বকুল। রঙ্গন বাসোক ঝাঁটী যাতি যুতি পারিপাটী বিকসিত পলাশ পারুল ।। স্থানে স্থলপদ্ম শোভা সূর্য্যমণি সূর্য্য আভা কেতকী ধাতকী কুন্দ দ্রোণা। কামিনী বসন্ত গন্ধ বহে বায়ু মন্দ মন্দ ভোলে যোগী কি করে মন্ত্রণা ।। অপরাজিতা রক্তবক ফুটে নীল চম্পক কর্ণিকার কুমুদ পুন্নাগ। রঞ্জন রক্তোৎপল করবীর শতদল চন্দ্রমল্লিকার চন্দ্ররাগ ।। শ্যমল নাগে-

শ্বর পদ্মফুটে নিরূপম নিশীগন্ধা গন্ধাতি মধুর। মধু লোভে উড়ে অলি গোলাপ কাঞ্চন কলি ফুটে ছুটে গন্ধ বহুদূর॥ কামের কামান তূন লবঙ্গ লতা করুণ সেউতি গোলাপ ক ব কত। লতা মালা কব কত পিক পিক বধূ যত গান সুখে করে অবিরত॥ কদম্বকেলি কদম্ব হবে মন কি বিলম্ব স্থির নহে শিরীষ পবনে। অতশির কিবা বর্ণ্ণ লজ্জিত নির্ম্মল স্ব র্ণ দৃষ্টিতে দুর্গারে পড়ে মনে॥ ফল যত কব কত নাম তার কত মত নানা তরু শোভে শারি শারি। পনসাম্র নারীকে ল গুবাক শ্রীফল বেল সকল কহিতে নাহি পারি॥ রম্ভা গোলাপজাম দাড়িম্ব বেদানা নাম সুধার সমান আর রস। সফরিয়া আম্র কত পাকা হরিতকী যত কত বৃক্ষ নাহি হয় শেষ॥ নাগ রঙ্গ কলম্বক কমলা কমল ভোগ করুণা সে ক রুণাতে তুল্য। বাতাবী সারদা পাতি কাগজিয়া নানা জাতি মিহরির নাহি কিছু মূল্য॥ কামরাঙ্গা কুন্দরুখী পম্পালো না আমলখী নেয়াড়ি কপিত্থ বনগাব। কুরমুচা বঁউচি তা ল যে তালে তুষ্ট গোপাল অনন্ত ব্রতের সনুভাব॥ অম্বল বেতস গোঁড়া ডেফল বহু আমড়া এ সকল কেবল অম্বল । পানি সামলা পাকাকুল জামির রসের মূল সন্নিপাতে কে বল দখল॥ জলজ অপূর্ব্ব ফল বিগলিত যে সকল তার বী জ অতি সুমধুর। নালি ফল হয় জলে লোকে কত লয় তুলে পানিফল কি কব প্রচুর॥ শ্রী দুর্গা প্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ

তলে দয়াকর সুর শৈবলিনী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা
নূতন গান নাম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী ॥ ১৭ ॥

পয়ার। পুনাণ প্রয়োগ মত বেদি করে যত। নানা রঙ্গে
বিচিত্র সেশোভা কব কত ॥ হোমমণ্ড স্থানে২ বিবিধ প্রকা
র। মুক্তা মনি চুনি দিয়া স্তম্ভ গাঁথাযার ॥ গৃহের উপরি ভা
গে চন্দ্রাতপ দিলা। চন্দ্রাতপ দেখি অন্ধকার পলাইলা ॥
কি বর্ণিব বস্ত্র তাহে শোভে স্বর্ণলতা। জ্ঞান হয় চপলার
নাহি চপলতা ॥ পঞ্চদশ দ্বাদশ ষোড়শবিধ কুণ্ড। ত্রিকোন
চতুষ্কোণ অশ্ব গজ তুণ্ড ॥ মুক্তা প্রবাল মণি পল্লব রসাল
। মণ্ডপ শোভিত কৈল গাঁথি মালাজাল ॥ যজ্ঞকাষ্ঠ সমিধ
সে যেমত বিধান। যে যে কুণ্ডে যে যে হোম তেমতি প্রমাণ
॥ মণ্ডপের চারি দিকে চারি সরোবর। পুর্ব্ব সরোবরে রক্ত প
দ্ম মনোহর ॥ পশ্চিমের সরোবরে শ্বেত শতদল। উত্তরের
সরোবরে শোভে নীলোৎপল ॥ দক্ষিণের সরোবরে কুমুদ প্র
ফুল্ল। গন্ধে করে আমোদিত কিসে দিব তুল্য ॥ উড়িছে প
তাকা শ্বেত রক্ত নীল পীত। কোনখানে বাদ্য ভাণ্ড কোন
খানে গীত ॥ এইরূপে যজ্ঞস্থান করিল রাজন। উপযুক্ত দি
ল লোক যেকাযে যেমন ॥ দেশে দেশে নিমন্ত্রণ পত্রিকা চ
লিল। বাকি নাহি পৃথিবীতে যতদেশ ছিল ॥ কাশি কাঞ্চি
কাবেরী কাস্মীর করনাট। কেকয় কাম্বোজ কান্যকুব্জে গেল
ভাট ॥ নেপাল উৎকল বঙ্গ পল্লাদি পাঞ্চাল। দ্রাবিড় দ্রা
বিড় রাড়গৌড় ভূপাল ॥ সারঙ্গ সুরঙ্গ রঙ্গ তৈলঙ্গ ভুলিঙ্গ

নগর মথুরা মৎস্য হস্তিনা কলিঙ্গ ।। সুরাষ্ট্র তল্লাট চেদি
অবন্তী নগর । নানা দেশ নিমন্ত্রণ করিল সগর ।। দ্বিজ দুর্গা
প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী । রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি
তরঙ্গিনী ।। * ।। ১৪ ।। * ।।

ধুয়া ।। পরজ রাগিণী ।। আরে যায় বিফলে দিন বহিয়া ।।

পয়ার ।। রাজা মুনি ঋষি গণ যেখানে যেছিলা । শুনিয়া
রাজার যাগ সকলে আইলা ।। আগত স্বাগত পাদ্য খাদ্য
দ্রব্য বাসা । যাহার যেমন মান তেমন সম্ভাসা ।। প
রেতে সংকল্প করি যজ্ঞ আরম্ভিলা । লক্ষ লক্ষ বিপ্রগণ বরণ
করিলা ।। আচার্য্য সদস্য হোতা ব্রহ্ম কর্ম্ম আদি । আমি
তাহে মধ্যবর্ত্তি কেহ নহে বাদি ।। মুনিগণ বিধিমত করে
মহাযাগ । দেব দেবে যেমন বেদের আছে ভাগ ।। করি শু
ণ্ডাকৃতি দণ্ডে ঘৃতের আহুতি । অগ্নির বিশ্রাম নাহি নাহি
অব্যাহতি ।। ব্রাহ্মণ দরিদ্র দুঃখি ক্ষুধিত যেজন । চব্য চো
ষ্য লেহ্য পেয় করায় ভোজন ।। ভোজনান্তে নানা রত্ন রাজা
করে দান । যাহার যেমত বাঞ্ছা তেমত বিধান ।। অশ্ব গজ
গ্রাম ভূমি হিরণ্যাদি ধন । প্রবাল মুক্তা হিরা চুনি অগণন
।। নানা জাতি বস্ত্র অন্ন বিচিত্র বিমান । অপূর্ব্ব ব্যজন দণ্ড সু
বর্ণে নির্ম্মাণ ।। হেম ছত্র হেম দণ্ড হেমময় ঘর । হেম দণ্ড
চামর সে অতি মনোহর ।। নূতন প্রসূতা গাভি অতি দুগ্ধব
তী । কামধেনু সুরভি সাক্ষাৎ ভগবতী ।। এইমত নানা রত্ন
করি আয়োজন । রাজা করে দক্ষিণান্তে যজ্ঞ সমাপন ।। অ

শ্বমেধ যজ্ঞ শত যে পারে করিতে। তাহার বৃত্তান্ত কথা লাগিলা কহিতে॥ অনায়াসে ইন্দ্র হয় জানিয়া রাজন। করে শত অশ্বমেধ শুন সে যেমন॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী॥ ১৯॥

বেহাগ রাগিনী॥

পয়ার। একে একে শতবার রাজা জজ্ঞ করে। সাঙ্গ হইল নিরানই বিঘ্ন হইল পরে॥ সে কথা শুনিয়া বাছা আর কার্য্য নাই। চক্ষুতে আইসে জল সে বড় বালাই॥ নিজে তুমি বালক রাজার বংশধর। সূর্য্যবংশে আর নাই গুন গুণাকর। আশির্ব্বাদ করি বাছা চিরজীবি হও। রাজ্যের পালন কর স্থির ভাবে রও॥ শুনিয়া সে প্রসঙ্গ হে বিপদ ঘাটবে। কার্য্য নাহি শুনিলে সেকথা কিবা হবে॥ গুরু মুখে গূঢ় কথা ভগীরথ শুনি। ভাবে মনে এতগূঢ় কেন কন মুনি॥ শুনিব কেমন কথা না শুনিলে নয়। এতশুনি পদ ধরি রাজা কিছু কয়॥ শুন শুন শ্রীনাথ আমার নিবেদন। না কহিলে তব দাস ত্যজিবে জীবন॥ দয়া করি এতকথা শুনালে যেমন। পরে কহ মহারাজা করিল কেমন॥ বশিষ্ঠ ভাবেন ভগীরথ না ছাড়িল। আর কেন সবিশেষ কহিতে হইল॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী॥ * ॥ ২০ ॥ * ॥

আউড়িয়া কহিবেক॥

লঘু ত্রিপদী। শুনহ রাজন যাগ বিবরণ যেমন হইল পরে

। এক উনশত যাগ বিধিমত সমাপন রাজা করে ।। রাজাধি রাজনে মহাহৃষ্ট মনে শেষে বাকি এক যাগ । করি আরম্ভন তুরঙ্গ অৰ্চন যাগে মহা অনুরাগ ।। অশ্ব মনোহর পরম সুন্দ র শ্যামল বরণ কায় । কিবা সে বরণ যেন নবঘন রূপে ছা য়া দেখা যায় ।। চপলা চঞ্চল মেঘে কি অচল হেন করি অ নুমান । বুঝি তীক্ষ্ন অসি কিবা খণ্ড শশী শোভা করে দুই কান ।। কাঞ্চন বরণ চারি খুর যেন রশানেতে মাজিয়াছে । স্ফটিকের আভা জঙ্ঘা চারি শোভা তেজে আলো করিয়াছে ।। চামর লম্বিত ধরণী চুম্বিত শোভা কি তেমন আছে । ম হানদী যেন বেগেতে গমন নীসাচল করিয়াছে ।। উচ্চৈশ্রবা সুত সর্বগুণ যুত দোষ হীন শুলক্ষণ । বেগে যদি ধায় কে ধ রিতে পায় পারে কি নারে পবন ।। গতি তুল্য দিতে নাহি লয় চিতে মন পারে কি না পারে । হেন মনে লয় পারে না নিশ্চয় মারুতে কি হতে পারে ।। নানা অভরণ সাজায় রা জন যেখানে যেমন সাজে । খরতর ধার লাগাম হিরার না মানে সেঅশ্বরাজে ।। কিবা মুখ ছন্দ মণি চুনি বন্দ মরকত শোভে ভালো । কবকি বিশেষ রূপ অবশেষ দশদিক করে আলো ।। মুনি চূড়া পরে শিরে শোভা করে কলগা তাহার নাম । নীলগিরি কাটে মণি কোঁড়া উঠে সেবুঝি করে বিরা ম ।। শোনায় জড়িত মণি বিরাজিত গাঁথিয়া তাহাতে হার । ঘোড়ার গলায় কিবা শোভাপায় তুল্য কিশে দিব তার ।। মুক্তা প্রবাল গাঁথি মালাজাল অশ্বেরঅঙ্গ ঢাকিছে । শ্যাম

ল বরণ যেন তারাগণ মেঘের কোলে খেলিছে ॥ মুক্তা ছড়া ছড়া তাহে কেশ যোড়া বিনা পবনেতে হেলে। যেন সৌদামিনী যুক্ত কাদম্বিনি থাকিয়া থাকিয়া খেলে ॥ পায়েতে নুপুর বাজে সুমধুর জয়ঘণ্টা গলায়। চন্দন সিন্দুর কপালে চিহ্নর জয় পত্র দিলা তায় ॥ পুত্র যত যুত লক্ষ লক্ষ দূত দিয়া বিদায় করিলা। চলিলা উল্লাশে পৃথিবী তরাশে দেখে কাঁপিয়া উঠিলা ॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদে মনের আহ্লাদে বলে গঙ্গা পদতলে। আমার একায় যদি কাকেখায় ভাসে যেন তব জলে ॥ ২১ ॥

বেহাগ রাগিণী। ধুয়া ॥

চলে রাজগণ সঙ্গে সেনাগণ জয় পত্র লৈয়া তুরঙ্গম ॥

পয়ার। প্রথমত পূর্ব্বদিক অশ্বের গমন। যতদেশ ছিল তাহা করিল ভ্রমণ ॥ সেদিক করিয়া জয় উত্তরে চলিল। হিমালয় পর্ব্বত পর্যন্ত গিয়াছিল ॥ তারপর পশ্চিম দিকেতে উপনিত। চলিল দক্ষিণ দেশ করিকে শাসিত ॥ চারিদিকে সগর রাজার গণযত। পাইলা সন্তোষ যত তাহা কব কত ॥ যে সকল রাজাছিল রাজার বিগণ। দেখিয়া চিন্তিত অতি সকলের মন ॥ পরস্পর রাজাগণ কেহ কারে কয়। কেন মিছা ভাব আর কে করিবা জয় ॥ জানোতো রাজারে সবে প্রতাপে যেমন। ইহাতে হইলে বাদী হারাবে জীবন ॥ রাজাগণ সকলেতে জয় পত্র দিলা। সগর নন্দন যত দক্ষিণে বসিলা ॥ হরিষে বসিলা সবে সমুদ্রের ধারে। ভাবে সেনা হ

ইল জয় ভয় আর কারে ।। দিকদেশ পর্য্যটন শ্রম অতিশয় ।রাজার নন্দন গণ সেনাগণে কয় ।। শ্রমজন্যে পথে দুঃখ পাইলা সবাই । আজিচল সকলেতে সুখে নিদ্রাযাই ।। এইকথা কহি সবে করিল শয়ন । নিদ্রা হইল সকলের শুন বিবরণ ।। দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী । রচিলা পুস্তক গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিণী ।। ※ ।। ২২ ।। ঙ ।।

পয়ার । ইন্দ্র বলে আর কেন রাজ্য পাছে যায় । শত যজ্ঞ সাঙ্গহৈল কি হবে উপায় ।। যজ্ঞে বিঘ্ন নাকরিলে রাজা ইন্দ্র হয় । মন্ত্রণা করিলা মনে চুরিকরি হয় ।। স্বপদ রাখিতে ইন্দ্র করিলা চাতুরী । আপনি আসিয়া শেষে অশ্ব করে চুরি ।চুরিকরি নিয়া ঘোড়া রাখে পাতালেতে । যেখানে কপিল মুনি আছিলা যোগেতে ।। সেই খানে বান্ধি ঘোড়া ইন্দ্র প লাইল । প্রভাতেতে সেনাগণ জাগিয়া উঠিল ।। স্বস্থানে নাহিক ঘোড়া দেখিয়া নয়নে । স্বপন দেখিয়া যেন ভাবে মনে মনে ।। ঘোড়া কোথা গেল দেখ কে করিল চুরি । পলাইল নতুবা কে করিল চাতুরি ।। ঘোড়া গেলে যজ্ঞ নষ্টহইবে রাজার । রাজার কোপেতে কারো প্রাণ বাঁচা ভার ।। খেদ করি সকলেতে ঘোড়া নাদেখিয়া । নানা স্থানে বুলে সবে অশ্ব তলাসিয়া ।। মহা বলবান রাজপুত্র ষাটি হাজার । যুদ্ধে অতি সুনিপুন তুল্যনাহি আর ।। ভাল হৈল ঘোড়া গেল বসিয়া সকলে । কোপে বলে স্বর্গ মর্ত্ত্য যাবে রসাতলে ।। ঘোড়া অন্বেষণ জন্যে চারিদিকে চলে । জল স্থল পর্ব্বত দেখিছে ভুম

গুলে ॥ দিগাদিক পৃথিবীর যত দেশ ছিল । একে একে সেনাগণ সকলি দেখিল ॥ ঘোড়া নাপাইয়া সবে হইল ভাবিত । ভারে মনে কি করিব একি বিপরীত ॥ পুনর্ব্বার সকলেতে আইল স্বস্থানে । ঘোড়া চুরি গিয়াছিল পুর্ব্বেতে যে স্থানে ॥ দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী । রচিলা পুস্তক গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ২৩ ॥ ❁ ॥ ❁ ॥

পয়ার । বিস্ময় ভাবিয়া সবে দেখিছে তরঙ্গ । হেন কালে তথা এক দেখিল সুড়ঙ্গ ॥ দেখে খুর চিহ্ন সবে কি করে বিচার । পাইলাম সন্ধান কোথায় যাবে আর ॥ মহাতুষ্ট রাজগণ কহে তার পরে । এক জন যাহ দেখি সুড়ঙ্গ ভিতরে ॥ আজ্ঞামাত্র জনেক সুড়ঙ্গ পথে যায় । মহা অন্ধকারে কিছু দেখিতে নাপায় ॥ হাত পাঁচ সাত পথ গর্ত্তে গিয়াছিল । দিক হারা ক্ষিপ্ত যেন হাঁপিয়া উঠিল ॥ সকলে জিজ্ঞাসা করে কহ সমাচার । মূচ্ছাপন্ন জড় যেন বাক্য নাহি তার ॥ কিঞ্চিৎ বিলম্বে দূত কহে তদন্তরে । আমার বংশেতে যেন চাকরি নাকরে ॥ মরিয়া ছিলাম ভাই গিয়া অন্ধকারে । যমালয় সমান যাইতে কেবা পারে ॥ শুনি বলে ষষ্ঠি হাজার রাজ বীর । বলে কোথা যাবে আর থাকিতে শরীর ॥ গিয়াছে এ পথে ঘোড়া শাক্ষী আছে তার । না কাটিলে এই পথ ঘোড়া মেলা ভার ॥ এত বলি বিশ্বকর্ম্মা করিল স্মরণ । শুনি বিশ্বকর্ম্মা তথা আইল তখন ॥ বলে ষাটি হাজার কোদালী শীঘ্র দেও । আড় দীর্ঘে এক ক্রোষ মাপ এই লও ॥ শুনি-

বিশ্বকর্ম্মা বলে করিনিবেদন। কোন তুচ্ছ কার্য্য জন্যে করিলা স্মরণ। এত বলি কোদালী আনিয়া শীঘ্র দিলা। লইয়া কোদালী পৃথ্বী কাটিতে লাগিলা॥ প্রিয় ব্রত বণ সপ্ত রথচক্র চিহ্ন। সেই চিহ্ন কাটিয়া করিলা ছিন্ন ভিন্ন॥ লবণ ইক্ষু সুরা সর্পি দধি দুগ্ধ ছয়। জলান্তক সমুদ্র নিয়া সপ্ত নাম হয়॥ সপ্তদ্বীপ সপ্ত উপদ্বীপ পৃথিবীর। কর্ম্ম ভূমি এই দ্বীপ শুন হ সুধীর॥ কাটিয়া সগর বংশ পাতালে পসিলা। যে খানে কপিল মুনি ধ্যানেতে আছিলা॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী॥ ২৪॥

ধুয়া। গঙ্গনাম রসাল সর্ব্বদা কর গান। মিছা কাযে
যায় দিন আয়ু অবসান॥ পরজ॥

পয়ার। দেখে সবে ঘোড়া বান্ধা মুনির নিকটে। সিহরিয়া বলে ভাই চোর সাধু বটে॥ চোরের চরিত্র চিন্তা বুঝিল শংসয়। ঘোড়া চোর বেটাতো সামান্য লোক নয়॥ বলে দেখ বসিয়া কি ভাব পরিপাটী। চিনিবা বলিয়া গায় মাখিয়াছে মাটি॥ কেহ বলে চোরের সাহস দেখ ভাই। এত ধুম ধামে কিছু ভুরু ভঙ্গি নাই॥ দেখনা রুদ্রাক্ষ মালা এই এক ছলা। নখে বুঝি সিন্দ কাটে শাক্ষীরাখে মালা॥ জটগুলা মটা দেখ মরি কি নয়ন। দৃষ্টিনাই মন্ত্র সিদ্ধ চোর যেন নন॥ কেহ বলে ঘোড়া চোরের ভাবনা ভাবক। পুরুষানু ক্রমে মহা বিদ্যা উপাশক॥ কিবা সে বিদ্যার মর্ম্ম বুঝনারে ভাই। কায়েতে খায়েছে জন্তু তবু উঠে নাই॥ সাত পাঁচ ভাই

মিলি ডাকে উচ্চস্বরে। প্রকৃতিতো চোর নয় উত্তর দিবে কারে॥ মহাবিদ্যা উপাসনা করে সে কপিল। রাখি পাদপদ্মে মন আঁটে আছে খিল॥ যোগে ভাবে মাকে কিছু নাহি বাহ্য জ্ঞান। অন্তরে করিছে পদাম্বুজ মধুপান॥ মায়ের চরণ ভাবে যোগেতে বসিয়া। লক্ষ লক্ষ যুগ গেল আনন্দে বহিয়া॥ ভক্ষণ কেবল বায়ু পূর্ব্বেতে আছিল। ভাবিতে ভাবিতে পদ সেহ না রহিল॥ কাটে যে সংসার মায়া সকল জঞ্জাল। কালী নাম অমৃতে কালকাটে মহাকাল॥ সেই কালীর নাম বলে বল যে মুনির। যম যারে পূজে কি করিবে সুর বীর॥ রাজপুত্র সকলেতে ডাকে মুনিবরে। উত্তর নাপাইয়া ক্রোধে পদাঘাত করে॥ পদাঘাতে মর্ম্ম পীড়া পায় মুনিবর। চক্ষু মেলে কোপ ভরে কাঁপে কলেবর॥ কপিলের ক্রোধ ভরে প্রাণ বাঁচা ভার। দৃষ্টিমাত্র ভষ্ম ষাটি হাজার কুমার॥ দেবীপুত্র মুনিবর তাহাতে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের শাঁপ কিছু নাহয় খণ্ডন॥ সাবিত্রী সাক্ষাত ব্রহ্ম যে শরীরে আছে। নারায়ণ সর্ব্বদা সভয় তার কাছে॥ ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রাখিতে নারায়ণ। ভৃগুপদ চিহ্ন বক্ষে করিলা ধারণ॥ ব্রাহ্মণের অপমান করে যে পামরে। নিজে মজে পাপে সপ্তকুল নষ্টকরে॥ কপিলের শাঁপে তব পূর্ব্ব কুল ধ্বংশ। জন্মেছিল সগরের কেবল অবংশ॥ অপর বৃত্তান্ত বাছা শুন অতঃপর। বংশের তীলক ভগীরথ গুণাকর। দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মঙ্গাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী॥ ২৫॥

ত্রিপদী। সগর রাজার সুত ব্রহ্মশাঁপে ষড়যুক্ত ভস্ম হয়ে পাতালে রহিল। দূত আসি ত্বরান্বিত অযোধ্যায় উপনিত সবিশেষ রাজারে কহিল॥ শুনি রাজা ব্রহ্মশাঁপ পায় মহা মনস্তাপ পুত্র শোকে কান্দে উচ্চৈস্বরে। ছিন্ন তরু সমকায় ভূমে গড়াগড়ি যায় শোকানলে দহে কলেবরে॥ খেদ করি রাজা বলে ভাসিল নয়ন জলে কপালেতে করে করাঘাত। বলে রাজা হায় ২ একেবারে একিদায় ব্রহ্মশাঁপ একি অকস্মাৎ॥ এইমতে খেদ করে ডুবিয়া শোক সাগরে শোকে জ্ঞান নাহিক রাজার। এক পুত্র যায় যার সে শোক পাশরা ভার মরে যাটি হাজার কুমার॥ পুত্র গেল গেল যাগ কোথা সেই অনুরাগ শোক জন্যে কান্দিয়া অস্থির। শোক সম নাহি পাপ আর তাহে ব্রহ্মশাঁপ মূর্চ্ছাগত কম্পিত শরীর॥ শোকেতে পাগল হয় ধন জন ধর্ম্মক্ষয় শোকে লোক অনায়াসে মরে। ধ্যান জ্ঞান বুদ্ধিমান সকলি শোকেতে যান শোক যেন নাপায় পামরে॥ তার পর সগরেরে সকলে সান্ত্বনা করে শুনি ক্ষান্ত হইল রাজন। পরামর্শ কর তবে যাগ সাঙ্গ কিশে হবে বল শুনি করিব কেমন॥ যুক্তি সবে দিলা সার অংশুমানে দেহভার অংশুমান মুনির নিকটে। রাজা বলে নাহি আর পূর্ব্বমত পুনর্ব্বার হয় পাছে বিপরীত ঘটে॥ শুনিয়া কথা রাজার শঙ্কা হয় সবাকার কে করিবে উত্তর রাজারে। শেষে আমি যোগধর্ম্ম ভূপে কহিলাম মর্ম্ম ভাব দেখি কেবা রাখে কারে॥ অনিত্য মিছা সংসার মিছারে মিছা ক

রি সার ভবে ভাল ভবানির মায়া। সম্বন্ধ জীবনাবধি ভাব দেখি মরে যদি কোথা জীব কোথা থাকে কায়া॥ সংক্ষেপেতে যোগধর্ম্ম শুনিয়া বুঝনা মর্ম্ম ভাবে রাজা মিছা করি শোক। ডাকি অংশুমানেরে বিদায় করিল তারে মায়ামোহে না হয় পলক॥ পথে সাবধানে যাবে মুনিকে বিনয়ে কবে কহিবে আমার নিবেদন। সগর দাস তোমার পুত্র শোকে বাঁচাভার বনে গিয়া ত্যজিবে জীবন॥ বুঝাইবে মুনিবরে অশ্ব নিয়া শীঘ্র ঘরে আসিবা বিলম্ব করা নয়। ত্বরায় না আইলে তুমি অরাজক হবে ভুমি এই কথা মনে যেন রয়॥ অংশুমান তার পরে সবারে প্রণাম করে বিদায় হইয়া রাজা যায়। শ্রীদুর্গা প্রসাদ ভনে মন দুঃখ মনে মনে নিবেদন করি রাঙ্গা পায়॥ ❁ ॥ ২৬ ॥ ❁ ॥

ধুয়া। করুণা করহে ভুদেব নারায়ণ। ক্ষমদোষ ধরি পায় বল প্রভু কি উপায় রক্ষা কর শুন তপোধন॥

পয়ার। অংশুমান দুর্গা বলি করিল গমন। মুনির নিকটে গিয়া করে দরশন॥ দেখে মুনি ধ্যানে আছে মুদিয়া নয়ন। ভাবে রাজা কি করিব একি বিড়ম্বন॥ প্রণাম করিয়া স্তব করে মুনিবরে। বাষ্পবারি দুনয়নে অবিরত ঝরে॥ বলে রাজা মুনিবরে কেচিনে তোমারে। আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ধ্যান কর কারে॥ শন্যসির শিরোমণি শুন দয়াময়। ব্রাহ্মণ শরীরে ক্রোধ কতক্ষণ রয়॥ ক্ষমা কর দোষ রোষ পদ ছায়া দেও। কৃপা করি কাতর কিঙ্করে কিনে লও॥ অংশুমান কাতর হ

ইয়া যত কয়। ধ্যান ভঙ্গ করি মুনি চাহে পরিচয় ॥ অংশু
মান বলে অবিদিত কিবা আছে। আমি কোন ক্ষুদ্র কি ব
লিব তব কাছে ॥ সূর্য্যবংশে জন্ম রাজা নামেতে সগর। তাহা
র পৌত্র বাস অযোধ্যা নগর ॥ কহিতে উথলে দুঃখ সমুদ্র
সমান। করিয়াছ কিঞ্চিৎ দাসের অপমান ॥ তব শাঁপে ভ
স্ম জল আর গতি নাই। নির্ম্মল জলেতে কালি ইছা বিষ খা
ই ॥ কিরূপে হইবে এই পাপ বিমোচন। কৃপা করি দিন না
থ বলহ কারণ ॥ শুনি মুনি ধ্যান করে কাতর দেখিয়া। ক
হিলেন পূর্ব্ব কথা সংক্ষেপ করিয়া ॥ অশ্ব দিয়া কহিলা বি
শেষ সমাচার। হইলাম তুষ্ট কিন্তু ইছা দেবতার ॥ খেদ না
করিও রাজা শুন কহিসার। শক্তি উপাসনা বিনা মুক্তি হবে
কার ॥ বশিষ্ঠ মুনিকে তুমি কহিবা যখন। ইহার উপায় প
থ হইবে তখন ॥ শুনিয়া মুনির কথা বিদায় হইলা। অশ্ব নি
য়া অযোধ্যায় ত্বরায় আইলা ॥ রাজার নিকটে অশ্ব দিলেন
রাজন। মুনি বাক্য রাজারে করিলা নিবেদন ॥ শুনি মহাতুষ্ট
রাজা যজ্ঞ সাঙ্গ করে। গঙ্গা আরাধনা হেতু আমি কহি প
রে ॥ ভগিরথ বলে প্রভু প্রণাম তোমারে। গঙ্গা তিনি কোন
দেবী বলহ আমারে ॥ বশিষ্ঠ বলেন তুমি শুনহ কারণ। ক
হি তবে গঙ্গার জনম বিবরণ ॥ শুক্রবারে প্রথম উল্লাস গান
সায়। দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ গঙ্গার গুণ গায় ॥ ২৭ ॥

প্রথম উল্লাস ॥

পয়ার। মুনি কন শুন বাছা করহ শ্রবণ। গঙ্গার জন্মের

কথা মন দিয়া শুন ॥ দক্ষ প্রজাপতি কন্যা এক জন্ম যার। দ্বিতীয় জন্মেতে গিরি কন্যা সারাৎসার ॥ একবার প্রসূতিরে করিলেন ধন্যা। তার পর মেনকার হইল দুই কন্যা ॥ পরোপকারের জন্যে শরীর ধারণ। আদ্যা মহাবিদ্যা দেবী জানে কোন জন ॥ গঙ্গার জনম কথা শুন হয়ে স্থির। শুনি ভগিরথ চক্ষে ঝরে ভক্তিনির ॥ দক্ষ প্রজাপতি ঘরে আদ্যা জন্ম নিলা। শিব নিন্দা শুনি সতী শরীর ত্যজিলা ॥ সতী শোকে সদাশিব করিয়া রোদন। সতী জন্যে নানা স্থান করিলা ভ্রমণ ॥ কোন স্থানে নাপাইয়া সতীর উদ্দেশ। কাম রূপে ধ্যান করি বসিলা মহেশ ॥ বিশ্বের ঈশ্বর শম্ভু সদা ভাবে যারে। তাহার ভাবনা ভাব কে বুঝিতে পারে ॥ ন্যাষ মুদ্রা ভূত শুদ্ধি সাধন ধারণ। উপাসনা মুক্তি পথ ব্রহ্ম নিরূপণ ॥ কর্মাকর্ম ধর্মাধর্ম জ্ঞান উপদেশ। মহেশের সৃষ্টি ব্রহ্মা জানিয়া বিশেষ ॥ হৃদি মধ্যে আকাশ মানশ সরোবর। আছে সেই সরোবরে পদ্ম মনোহর ॥ ভব হৃদাকাশে ভক্তি ভানুর উদয়। দেখি ভক্তি ভানু পদ্ম প্রকাশিত হয় ॥ পরমা পরম পাদ পদ্ম ভাবে ভব। ভাবে হৃদি পাদ পদ্ম কি রূপে পাইব ॥ কাদম্বিনী কাতর দেখিয়া কীর্ত্তিবাসে। উদয় হইল ভব হৃদয় আকাশে ॥ জলধর জিনিয়া বরণ মুক্তকেশ। রূপ রঙ্গ অঙ্গ ভঙ্গ লাবণ্যের শেষ ॥ কৃপা করি পাদ পদ্ম হৃদিপদ্মে দিলা। শবাকার ছিল শিব সজীব হইলা ॥ মহামায়া মহাদেব মনেতে বিশ্রাম। শিবের সর্ব্বস্ব ধন জপে দুর্গা

নাম ॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিল পুস্তক গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ২৮ ॥

রাগিনী পরোজ। ধূয়া।

দুর্গানাম সমফল নাহি বেদেবলে। দুর্গানাম একবারনিঃস্বরে বদনে যার চতুর্ব্বর্গ ফলতার লাভ হয় করোতলে ॥

পয়ার। মুঞ্চে মধু সুদনেরে গোবিন্দ দোলায়। রথে দৃষ্টি বামন করিতে যদি পায় ॥ অনায়াশে মুক্তহয় কথা মিথ্যা নয়। দুর্গানাম তদধিক চারি বেদে কয় ॥ কাশীনাথ কাশীতে পুজয়ে যেই নরে। গয়াতে শীতার শ্রাদ্ধ শত বার করে ॥ ত্রিবেণীতে মাঘে স্নান ফল যত হয়। দুর্গা নাম সম তুল্য কিছুই কিছু নয় ॥ দুর্গাসুর ভয় দুর্গে পড়ি দেবগণ। বাঁচিলে সে ভয় ভাবি অভয়া চরণ ॥ দুর্গাসুর বধকরি দুর্গা নাম মার। অতিদুর্গে দুর্গা বিনা গতি নাহি আর ॥ কলিতে কেবল কালী তারা দুর্গানাম। এনামে বঞ্চিত যেই বিধি তারে বাম ॥ দুর্গানাম দিনান্তে নিঃসরে মুখে যার। চতুর্ব্বর্গ ফল অনায়াশে লাভ তার ॥ গুরু মুখে ভগীরথ শুনি দুর্গানাম। নয়নে আনন্দ ধারাবহে অবিরাম ॥ ভগীরথ বলে গুরু প্রণাম তোমারে। দুর্গা নাম ফল কিছু বলহ আমারে ॥ বশিষ্ঠ বলেন বাছা শুন ইতিহাস। অম্বিকা খণ্ডের কথা অপূর্ব্ব প্রকাশ ॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ২৯ ॥ ❀ ॥ ❀

পয়ার। জয় নামে রাজা তার নারী পুণ্যশীলা। কাশী না

সে এক পুত্র রূপে জন্মেছিলা ॥ সুশীলা নামেতে কন্যা অতি রূপবতী। রূপের কি দিব তুল্য যেন ভগবতী ॥ পুত্রের বিবাহ দিলা পরম হরিষে। কন্যা দানকরে রাজা অষ্টম বরষে ॥ এক কন্যা এক পুত্র প্রিয়তম অতি। পুত্রের অধিক স্নেহ সুশীলার প্রতি ॥ সুশীলা সুশীলা শিশু সুন্দরীর শেষ। বিভু নামে জামাতার রূপে দীপ্ত দেশ ॥ জামাতা সুতেরে রাজা বলে ডাকদিয়া। বিদ্যা উপাশনা নাই কি কর বসিয়া ॥ ভরদ্বাজ মহামুনি গোদাবরী তীরে। যোগেতে আছেন শুরু বসিয়া স্বতীরে ॥ তাঁর কাছে পড়িবারে যাহ দুই জনে। অচলা করিবে ভক্তি গুরুর চরণে ॥ শুনি কাশী বিভু ভূপে বন্দিয়া চরণ। শুভ দিন করি যাত্রাকরে দুইজন ॥ ঘরেগিয়া রাণী স্থানে বিদায় হইলা। বিদায় করিয়া রাণী কান্দিতে লাগিলা ॥ ঠেকিল বিসমদায় রাণী মমতায়। যাও কিম্বা রও কথা বলা হইল দায় ॥ বলে রাণী এ সময় বলা কিছু নয়। আর বার মা বলিতে মনে যেন রয় ॥ সুশীলা বালিকা বিভু কি কব তোমাকে। আমার বাছারে বাছা মনে যেন থাকে ॥ আশীর্ব্বাদ করি রক্ষা করিবেন শিবা। কৃত কার্য্য হয়ে শীঘ্র ঘরেতে আসিবা ॥ কাশী বিভু রাজা রাণী প্রণাম করিয়া। চলিলা রাজার ঠাঞি বিদায় লইয়া ॥ দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ৩০

ত্রিপদী। ঘোড়াচড়ি দুইজন হরিষে করেগমন নানাদেশ গেল ছাড়াইয়া। গোদাবরী তীর্থ তীরে মুনিরে দেখে স্বটী

রে সেই খানে উত্তরিল গিয়া ।। দেখে মুনি যোগাসনে ব্রহ্ম রূপ ভাবে মনে সেই ভাবে মনে মনে হাসি । ভক্তি ভাবে গদ গদ বন্দিয়া গুরুর পদ পরিচয় দিল বিভু কাশী ।। শুনি মুনি পরিচয় প্রেমেতে পুলক হয় নিজ শিষ্য সন্তান আনিয়া। স্নেহে আশীর্ব্বাদ করি বসাইল করে ধরি ভোজনাদি ফল মূল দিয়া ।। পরেতে কল্যাণ দিক্ষা সর্ব্ব শাস্ত্রে হৈল শিক্ষা কাশী বিভু হইল পণ্ডিত । বুঝিল গুরুর মর্ম্ম গুরু সেবা বিনা ধর্ম্ম কর্ম্ম করে যেজনা বঞ্চিত ।। গুরুপদে দৃঢ় মন সেবা করে দুইজন কতদিন এমত ছিলা । শেষে গুরু আজ্ঞা নিয়া গুরু পদে প্রণমিয়া নিজদেশে গমন করিলা ।। দু তরিতে দুই জন ভাসিল সুখেতে মন বলে বাহো ত্বরায় কাণ্ডারি । শুনি সবে বাহে ঘন চলিল পবন যেন গমনের তুল্য দিতে নারি ।। কিবা নৌক কিবা দাঁড়ি গানকরে কেহ সাড়ি মধ্য পথে শুন সমাচার । বিভু বলে কাণ্ডারিরে বারেক নাগাও তীরে পীড়া কিছু হয়েছে আমার ।। কাণ্ডারি তখন কয় বলে শুন মহাশয় তীরে কেবা যায় মহাশয় । বিভু ভাবে একি দায় পীড়া জন্যে প্রাণযায় ধর্ম্ম পথে কোটি নমস্কার ।। এত বলি তার পরে জলেতে প্রশ্রাব করে শুন সে আশ্চর্য্য সমাচার ।। জলেতে প্রশ্রাবকরে ব্রহ্মহত্যা তারে ধরে তাহে মহাতীর্থ গোদাবরী । পাইয়া বিভুর ছল ক্রোধে জল করেবল তুফানে পড়িল বিভু তরী ।। কাশীতো নিস্পাপী ছিল পুন্য জন্যে এড়াইল বিভু পড়ে বিষম তুফানে । বিভু কান্দে বলে হায়

অকস্মাৎ একি দায় বিপাকে পড়িয়া যাই প্রাণে ।। না পড়ে পল্লব ঝড়ে বৃক্ষের না পাতা নড়ে নাহি বায়ু নদী কেন নড়ে । নাহি অন্য উৎপাৎ একি দায় অকস্মাৎ বজ্রাঘাত শীরে যেন পড়ে ।। পড়িয়া ব্যাধের ফাঁদে পশু প্রাণ ভয়ে কাঁদে সেই মত বিভুর হইল । সুপথ নাহিক পায় কুপথেতে তরী যায় ভয়ে বিভু কান্দিতে লাগিল ।। শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে গ ঙ্গার চরণ তলে দয়াকর সুর শৈবলিনী । কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নূতন গান নাম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ।। ৩১ ।।

ধূয়া । তারিণী চরণে মজ মন দিন যে গেলো ।।

পয়ার । বিভু হৈল অনুদ্দেশ পড়িয়া তুফানে । কাশী বলে কোথা গেল যাব কোন খানে ।। কান্দে কাশী বিভু জন্যে ক রিয়া বিলাপ । ফণি যেন মণি হারা পায় মনস্তাপ ।। বালক কালের বন্ধু সতীর্থ আমার । আমার মনের কথা কে বুঝিবে আর ।। লোকে বলে কাশী বিভু ভিন্ন মাত্র কায় । এখন আছয়ে প্রাণ দেহ হায় হায় ।। দোসর নাহিক আর বল কি করিব । ঘরে গিয়া মাতাকে পিতাকে কি বলিব ।। বিভু কো থা মা যখন বলিবে আমারে । বুঝাইব কি বলিয়া কি বলি ব তাঁরে ।। পুত্র প্রতি মা বাপের স্নেহ অতিশয় । ততোধিক জামাতা কন্যাতে লোকে কয় ।। সহোদরা সুশীলা সুন্দরী ধর্ম্মশীলা । জিনিরূপরুক্মিনী কি শাঁপে জন্মেছিলা ।। সে যখন দাদা বলি সুধাবে আমারে । ভাবিতে যে প্রাণ যায় কি বলি ব তারে ।। এমন সময় কোথা শিব সিমন্তিনী । রত্নাকর এই

দুঃখে মহিষ মর্দ্দিনী ॥ কাতর হইয়া কালী ডাকে মা
তোমারে। পড়িয়াছি তব দাস বিপদ পাথারে ॥ কোথা গে
ল বিভূ মাগো দেখিতে না পাই। আছে কি না আছে বিভূ
এই শাক্ষী চাই ॥ শাক্ষী না পাইলে আমি ঝাঁপ দিব জলে।
হেনকালে প্রাণে আছে নরাঙ্কিতে বলে ॥ নরাঙ্কিত শুনি কা
শী হইল আশ্বাস। দেশেতে যাইতে কিছু না হয় বিশ্বাস ॥
জলে না পাইয়া তরি শাত দিন ছিল। সন্ধানের পথ যত স
ন্ধান করিল ॥ না পাইয়া উদ্দেশ যে হইল ভাবিত। সঙ্গের
সকল লোক বুঝাইল নীত ॥ দেশে চল মহাশয় শুন সমা
চার। পশ্চাত্ত আসিবে বিভূ কেন ভাব আর ॥ চিন্তিত হই
য়া পরে দেশেতে চলিল। বাটীর ঘাটেতে আসি তরি নাগা
ইল ॥ সংবাদ লইয়া দূত কহেন রাজারে। শুনি রাজা সুসং
বাদ দিল সভাকারে ॥ মঙ্গল আচার করে আছে যে বিধান
। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে বহু ধন করে দান ॥ নৌকা হইতে উঠিয়া
ঘরেতে গেল কাশী। রাজার চরণে কাশী প্রণমিল আসি ॥
কাশীর সঙ্গেতে বিভূ রাজা না দেখিয়া। কি কথা কহিবে
কিছু নাপায় ভাবিয়া ॥ সুতেরেদেখিয়া আগে হয়েছিল সুখ
। জামতা না দেখি সঙ্গে হইল বিমুখ ॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে
ভাবি মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী। ৩২।

শ্রী রাগ ॥

লঘু ত্রিপদী। নয়নের জল করে ছল ছল কাশী করে নিবে
দন। পথে বিভূ নিয়া ঝড়েতে পড়িয়া হইয়া ছিল যেমন ॥

শুনিয়া রাজন শোকে অচেতন হইল যেমন জড় । কাটা কই যেন মনে লয় হেন রাজা করে ধড় ফড় ।। রাজা বলে কাশী এখনি সন্ন্যাশী হই তবে ভালো হয় । মিছার সংসার বিভূ বিনা আর সকলি অসার ময় ।। তোমার জননী মরিবে এখনি শুনিলে এ সমাচার । যাও তুমি তবে সাবধানে কবে কি বলিব আমি আর ।। রাজার বচন শুনিয়া তখন রাণী কাছে কাশী যায় । বন্দিলা রাণীরে রাণী বলে কিরে আমার বিভূ কোথায় ।। পুরবাসি দাসি মাশি পিসী আশি বলেকাশী বিভূ কই । কাশী বলে পাছে শুন বিভূ আছে পাবে কিছু দিন বই ।। রাণী বলে একি সত্য বল দেখি ধরিল কাসীর হাতে । বলে ওরে ধন বল বিবরণ দিয়া হাথ মোরমাথে ।। কাশী পরে ভাবে পরকাল যাবে মিছা বলা অনুচিত । কহিল তখন বিভূ বিবরণ শুনি রাণী চমকিত ।। যেন শর ঘায় পড়া গড়ি যায় রাণী বলে বিষ খাই । উমা ভগবতী একি মা দুর্গতি দাসিরে দয়া কি নাই ।। আহা মরি ২ আমার নওরি গুণশীলা শরত শশী । জাগাইলে খায় হায় একিদায় তার ভাগ্যে একাদশী ।। ধিক বিধাতায় সোণা শোহাগায় মরি কি মিশায়ে ছিল । সুশীলা সুন্দরি রতনের তরি শোক সাগরে ডুবিল ।। সুশীলা শুনিয়া আইল ধাইয়া বলে মা বল কারণ । রাণী বলে আর কপালে তোমার কহিব কি অলক্ষণ ।। শ্রীদুর্গা প্রসাদে মনের আহ্লাদে বলে গঙ্গা পদতলে । আমার এ কায় যদি কাকে খায় ভাবে যেন তব জলে ।। ৩৩ ।।

পয়ার। সকলের শোকের সাগরে মগ্ন মন। কেবা কার ক
থা শুনে করিছে রোদন ।। সুশীলা শান্তনা করে বলে স্থির
হও। কেন কান্দ কি কারণ সমাচার কও ।। সুশীলারে দেখি
য়া সকলে করে খেদ। বলে কিবা কথা মরি করে মর্ম্ম ভেদ
।। পরস্পর সকলেতে করে কানাকানি। খেদে কিছু সুশীলা
রে কহে রাজ রাণী ।। রাণী বলে সোহাগিনী জ্ঞান হয় নাই
। তোমার কপাল মন্দ বঞ্চিৎ গোঁসাই ।। এ যে রূপ রঙ্গ ভ
ঙ্গ মণিময় হার। এক জন বিনা বাছা সকলি আন্ধার ।। বলি
তে না পারি আর প্রাণ বলে যাই। পৃথিবী বিদারে যদি তা
হাতে মিশাই ।। তখন মাশির কাছে জিজ্ঞাসে সুশীলা। শু
নি সুশীলার মাশি কান্দিতে লাগিলা ।। কপালেতে করাঘা
ত করে শিমন্তিনী। বলে বাছা কি কহিব অনেক কাহিনী ।।
কাশী বিভু দুই জনে পথেতে আসিতে। বিভু গেল কোথা
কেহ না পারে কহিতে ।। আছে কিনা আছে বিভু এই সমা
চার। কি জানি কপালে বাছা কি আছে তোমার ।। শুনিয়া
সুশীলা বলে এই জন্যে খেদ। মিছা খেদ কর মিছা না হইবে
ভেদ ।। সুশীলার মাশি বলে সে আর কেমন। মার মার মত
পাকা কথা যে তেমন ।। শ্রীদুর্গা প্রসাদ দ্বিজ ভাবি মন্দাকি
নী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী ।। ৩৪ ।।

পয়ার। সুশীলা বলে গো মাশি কেন ভাব আর। যাত্রা
কালে কথা আমি শুনেছি তাঁহার ।। দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে ক
রিলা গমন। সেনামে আপদ হবে বেদ কি এমন ।। শুনিয়া

ছি দুর্গা নামে পুরে মনস্কাম। রণে বনে গমনে লইলে দুর্গা নাম ॥ একবার দুর্গা নাম বলে যেই নরে। অপার সংসার সিন্ধু অনায়াসে তরে॥ গিয়াছেন কেবল সে নামে ভর দিয়ে। এখনি আসিবে নাথ বিপদ এড়ায়ে ॥ তাঁহার আপদ কোথা কি করিবে ঝড়ে। তবে মানি সূর্য্য যদি ভূমে খসি পড়ে। দুর্গা নামে আপদ হইবে যেই দিন। সে দিন জানিবে নাশি না হইবে দিন॥ দুর্গা নামে আপদ কখন হয় কার। আপদের আপদ সেই দুর্গা নাম মার॥ শুনি সুশীলার মাশি অবাক হইলা। জামাতা করাঙ্গুলি তুলি নাশিকায় দিলা॥ চমৎকার মানি কোলে করে সুশীলায়। বিশেষ করিয়া কথা রাণীরে বুঝায়॥ এমন সময় দূতে সংবাদ আনিল। ঘরেতে আইল বিভু বলিতে লাগিল॥ মৃত্যু তুল্য ছিল রাজা নাহি ছিল জ্ঞান। শুনিয়া বিভুর কথা পায় যেন প্রাণ॥ জয় জয় হুলাহুলি মহা কলরব। ঘরেতে আইল বিভু মহা মহোৎসব॥ সুশীলার দৃঢ় ভক্তি দুর্গা নামে ছিল। সেই পুণ্য ফলে বিভু ঘরেতে আইল ॥ কহিলাম ভগিরথ এই ইতিহাস। নানা শাস্ত্রে নানা মন্ত্রে অপূর্ব্ব প্রকাশ॥ দুর্গানাম জপ ফলে ব্রহ্মার সৃজন। দুর্গানাম জপি বিষ্ণু করেন পালন॥ দুর্গানামে মহাদেব করেন সংহার। গায়ত্রী কবচে আছে প্রমাণ তাহার॥ সেই দুর্গানাম শিব করিল ভজন। তুষ্ট হয়ে ভগবতী দিলা দরশন॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিনী॥ ৩৫ ॥

ত্রিপদী। পার্ব্বতী পরমা গতি পশুপতি প্রিতি সতী দয়া দমী করুণা করিলা। মায়াতে মোহিত্ত করি ভুলাইলা কাম অরি পরে শৈল নন্দিনী হইলা॥ ভূধরের জটঙ্গিনী মেনকা ধর্ম্মশালিনী তপস্যা করিছে ঘোর তর। আছে কন্যা পুত্র জন্য করে নানাবিধ পুণ্য শক্তি উপাসনা নিরন্তর॥ সোণার গড়ায়ে যন্ত্র পূজা করে যোনি তন্ত্র লক্ষমন্ত্র নিত্য জপ করে। পাদ্য অর্ঘ্য আচমন নানা পুষ্প সচন্দন বসন ভূষণ দেয় পরে॥ নৈবেদ্যাদি বলি হোম ভোগ রাগ অনিয়ম নিত্য লক্ষব্রাহ্মণ ভোজন। ক্ষুধিত যেজন থাকে করায় ভোজন তাকে রাজ পুরে নাহি অনশন॥ নগের রমণি যত প্রেমানন্দে উনমত্ত কেহ নৃত্যকরে সুললিত॥ তুলিয়া বাগের তান ত্রিগুণার গুণগান তাল মানে সকলে মোহিত। অনুকম্পা নাহপায় রাণী বলে একি দায় বুঝি তারা হইলা বঞ্চিত॥ যে জনে জন্ম আমার কেন দয়া হবে তাঁর এত পুণ্য কি আছে সঞ্চিত॥ ধনের মুখেতে ছাই কায় মনো বাক্য চাই শ্রম বিনা দয়াহয় কারে। আমাকে ঘটিবে তাই কায়িক শ্রমতো নাই ইথে দয়া কি হবে আমারে॥ এই ভাবি তার পরে রাণী শক্তি ব্রতকরে শুন সে আশ্চর্য্য সমাচার। অচলা করিয়া ভক্তি আরাধয়ে মহাশক্তি শক্তি বিনা আছে শক্তি কার॥ কালী পদে বান্ধিমন তিন দিন অনশন চতুর্থ দিবসে জলাহার। এইরূপে চারিমাস ছাড়িয়া জীবন আশ উপবাসে অস্থি চর্ম্ম সার॥ পরেতে ছাড়িল জল ছয় মাসে

বিষফল ভোজন করয়ে একদিন। ইথে বাঁচে সাধ্য কিবা ভ রসা কেবল শিবা মেনকার তপস্যা কঠিন॥ দৈব বিনা না হি যোর মেনকার যে কঠোর তুষ্ট তারা দেখিয়া তখন। নি শী যোগে একদিন মেনকার ভাগ্যাধিন কানে তারে কহেন স্বপন॥ শুনগো মেনকা ধন্যা হবে তোর গর্ব্ভে কন্যা আর তুমি নাকরিহ খেদ। যে ভাব ভাব আমায় এমনি ভাবিতে তায় শেষে যেন নাহয় বিচ্ছেদ॥ স্বপন সৌভাগ্য মানি প্রভা তে উঠিয়া রাণী প্রমানন্দে ভাসে প্রেম জলে। শ্রী দুর্গাপ্রসাদ ভনে গঙ্গাপদ ভাবিমনে তপস্যা সফলহৈল বলে॥ ৩৯॥

রামকেলী রাগিণী। ধুয়া। ডাকিয়া রাণী রামাগণে বলে। কি হলো কি হলো কেন অঙ্গ জ্বলে॥

পয়ার। মেনকারে মহামায়া সদয় হইলা। পরে শুন যে রূপেতে গঙ্গা জনমিলা॥ দুঃখ দূরকরিতে হরিতে ভব ক্লেশ। জগতজননী গর্ব্ভে করিলা প্রবেশ॥ মেনকার গর্ব্ভের হইল অনুমান। পাটের পোয়াতি তবু সদা সাবধান॥ তিনমাসে অরুচি শয়ন ভুমিতলে। রুচিমাত্র পোড়ামাটি অধিক অ ম্বলে॥ চারিমাসে সর্ব্বদা গাভাঙ্গে তোলে হাঁই। উদর ডাগ র ছর্দ্দি বলাধান নাই॥ পাঁচমাসে শয়ন হইল বিপর্য্যয়। অই মাসে পৃথকহইল হিমালয়॥ ছয়মাসে অঙ্গজলে ফল মূল খায়। রাণীর হাজার দাসী নিযুক্ত সেবায়॥ সাতমাসে সদা ঘর্ম্ম স্তনে ভরে ক্ষীর। বরণ পাণ্ডুর নীলবর্ণ যত শীর॥ আটমাসে চলনে বলনে শক্তিনাই। সখী বলে প্রসব হই

লে প্রাণ পাই ॥ পর্ব্বতের নারীগণ যে যেখানে ছিলা। নয় মাসে সাধ দিতে সকলে আইলা ॥ কেহ বলে একি রূপ দেখি মেনকার। কেহ বলে সাট ২ বাছারে আমার ॥ সঙ্গিনী রঙ্গিনী যত বয়েস সমান। বলে কাঁচা কাঞ্চনে কে দিলে গো রসান ॥ কেহ বলে মেনকার কপালে কল্লিল। ফলিবে এ কোঁক আর কার মনে ছিল ॥ বৃদ্ধ যারা রাণীরে করিয়া আশীর্ব্বাদ। মনের মানসে দেয় কাঁচা পাকা সাধ ॥ রাণী পরে নূতন বসন অলঙ্কার। উপরোধে খায় সাধ দিনে দশবার ॥ কাঁচাসর সরভাজা সদ্য ননি ছানা। জলপানে চিনি ছানা মিছরির পানা ॥ আটভাজা কটু তৈলে মাখিয়া লবণ। নারিকেল খণ্ড দিয়া কর়য়ে ভোজন ॥ কেহ বলে মরি বাছা ফলাহারে ভক্ত। সখী বলে জানি ভাল সে দফায় শক্ত ॥ জিলিপি নিখুতি খাজা গজা মতিচুর। পানিতাওয়া ছানাবড়া কবকি পুচুর ॥ খায় যত মেনকা নাযুচে খাই খাই। হাজার লোকের ভক্ষ পাতে দিতে নাই ॥ আড়ে বসি সখী বলে কি হইল রাণী। পরস্পর ঠারে ঠোরে করে কানাকানি ॥ সাধ্য কার মেনকার ক্ষুধা সান্তকরে। সা ক্ষুধা রূপিনী যার উদর ভিতরে ॥ কৌতুক করিতে মার এই এক মায়া। পুনর্ব্বার পূর্ব্ব মত হয় গিরি জায়া ॥ দশমাস দশদিন হইল পূর্জ্জিত। রাজা রাণী দুইজনে মহা আনন্দিত ॥ পৃথিবীতে দেবগণ করিল গমন। গঙ্গার জনম হবে জানিয়া কারণ ॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়ামন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ৩৭

বসন্ত রাগ। তাল মধ্যমান। ধুয়া। বসন্ত চলিলা পরম্না নন্দে মলয়জকুসুম গন্ধেতে ভার বহিছে মান্দ্য পবন ॥

পয়ার। হইবে গঙ্গার জন্ম বসন্ত জানিয়া। মুর্ত্তিমন্ত হয়ে বৈসে সময় বুঝিয়া ॥ ভাবে আমি এমন সময় কি পাইব। হইবে জনম ধন্য সফল করিব ॥ এত ভাবি শেষে বৈসে নিজমুর্ত্তি ধরি। ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগ সঙ্গে করি ॥ মলয় পর্ব্বত হইতে আইল পবন। শীতল সুগন্ধ মান্দ্য বহে সমীরণ ॥ মধুকরী মধুকর মদনে মাতিয়া। মধুখায় ফুলে ফুলে বেড়ায় নাচিয়া ॥ ময়ুর ময়ুরী নাচে দেখি কাদম্বিনী। গান করে কুহু রবে পিক সিমন্তিনী ॥ ডাহুক ডাহুকী সঙ্গে জলেতে খেলায়। খঞ্জনখঞ্জনী তাহে নাচিয়া বেড়ায় ॥ মরাল মরাল বধু খেলে সরোবরে। কোঁক কোঁক জায়া জলে কৌতুকে বিহরে ॥ পৃথিবী পর্ব্বতে যত পুষ্প বন ছিল। বসন্তের আগমনে প্রফুল্ল হইল ॥ পুষ্প গন্ধ নিয়া বায়ু করয়ে ভ্রমণ। বিরহি জনার মন করে উচাটন ॥ সখী যারা সুখ তারা কিসের ভাবনা। বিরহি জনার যেন যমের তাড়না ॥ নিরস আছিল তরু সরস হইল। ভগবতী আগমনে সুফল হইল ॥ সকল রসেতে পুষ্ট জল সুমধুর। দয়াকরী দুগ্ধ গাভি দিতেছে প্রচুর ॥ গঙ্গার জনম হইল ধন্য করি মানি। নানা রত্নে পরিপুষ্ট হইল অবনী ॥ ধন বিনা প্রজাগণ দুঃখিত আছিল। গঙ্গা আগমনে ধন প্রচুর হইল ॥ দুঃখ নাহি সকলে ভাবয়ে মনে মনে। অকস্মাৎ এত সুখ কিসের কারণে ॥ কে

হ বলে শুন ভাই করি নিবেদন। মায়ের করুণা বিনা নাহ য় এমন ॥ কেহ বলে মনেতে ভাবিয়া দেখ ভাই। অকস্মা ৎ মনেতে পরম সুখ পাই ॥ এই রূপে প ম আনন্দে সব সুখি। পরে শুন যেরূপে জন্মিলা চন্দ্রমুখি ॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ৩৮ ॥

ধুয়া। কেও আনন্দময়ী মন্দিরে। রূপে আলো ক'রে।

পয়ার। অযোনি সম্ভবা যিনি জন্ম হবে তাঁর। গ্রহগণ শুভক্ষণ করিয়া বিচার ॥ মেষে রবি দশ অংশে করিছে সম্ভোগ। সুধাংশু তনয় সঙ্গে বুধাদিত্য যোগ ॥ নিশাকর বৃষেতে কর্কটে বৃহস্পতি। ভার্গব বসিলা মীনে দীপ্ত ভাব অতি ॥ কন্যায় রহিলা শনি অতি মনরঙ্গে। ধনুতে মঙ্গল আছে রাহু তার সঙ্গে ॥ মিথুনে বসিলা কেতু তৈতিল করণ। অক্ষয় সৌভাগ্য যোগ অতি শুভক্ষণ ॥ রোহিণী নক্ষত্র বল কহিব কি তার। শিতপক্ষ বৈশাখি তৃতীয়া শুক্রবার ॥ দিনার্দ্ধ যখন সূর্য্য উদিত গগণে। ভুমিষ্ঠ হইলা গঙ্গা সেই শুভক্ষণে ॥ কর্কট লগ্নেতে জন্ম শুন তার ফল। জগৎ জননী কিন্তু হইবেন জল ॥ জন্ম মাত্র রূপে দশ দিক আলো হয়। যেন কোটি কোটি ভানু ভুমেতে উদয় ॥ জেত দেখি ভানুর ঘুচিল অভিমান। চরণ কমলে রবি করিল পয়ান ॥ শৈল সিমন্তিনী যত হুলাহুলি করে। শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া নাচে প্রেমভরে ॥ কিন্নর কিন্নরী গণ নানা যন্ত্র নিয়া। তাল মানে করে গা

ন মগন হইয়া ॥ অপ্সরী করিছে নৃত্য নাহি তাল ভঙ্গ। অঙ্গ ভঙ্গ তরঙ্গ সে কত কব রঙ্গ ॥ নাড়ি ছেদ জাত কর্ম্ম যেমত বিহীত। করে জলাচার সবে আছে যেই রীত ॥ পরম আনন্দে সবে ডাকিছে রাজারে। শুনিয়া আইলা রাজা কন্যাদেখিবারে ॥ সুতিকা গৃহের দ্বারে ধীরে ধীরে যায়। বহু পুণ্য ফলে কন্যা দেখিবারে পায় ॥ দেখিয়া অচল রাজা অচল হইল। চিত্রের পুত্তলি প্রায় চাহিয়া রহিল ॥ নগেন্দ্রের নয়নে নিমিষ মাত্র নাই। বলে মাগো দয়া কর এই ভিক্ষা চাই ॥ রাজা বলে প্রসন্ন কপাল মেনকার। তাহার জনম ধন্য ধন্য সে আমার ॥ তার পরে সকলেতে শুনহ বিধান। হিমালয় কন্যার কল্যাণে করে দান ॥ দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিনী ॥ ৩৭ ॥

কে ও আনন্দময়ী মন্দিরে। রূপে দিক আলো করে। ধুয়া।

চিত্ত চকোর নাচে চরণ হেরিয়া নয়নে নিমিষ
তেজিয়াছেরে। পরধুয়া ॥

ত্রিপদী। সভাকরি গিরিরাজ লইয়া নিজ সমাজ সুসংবাদ দিল সবাকারে। শুনি মহা মহোৎসব আইলা পর্ব্বত সব নানা ভেট দিলেন রাজারে ॥ আইলা পর্ব্বত শুড়া রাজার শ্বশুর বুড়া শুমেরু স্বর্ণের অধিপতি। শুরভি সামন্ত যার আইল সুহৃদতার যাম্যদেশে যাহার বসতি ॥ সিন্ধু বিন্ধ গোবর্দ্ধন তরণী গন্ধমাদন যার রূপে আলো করে দেশ। কার চক্ষু ঘোর জাল কার দীর্ঘ জটাজাল চামর সমান কার কেশ ॥

নীলাচল উর্দ্ধ বাহু বরণ জিনিয়া রাহু ঋষ্যমুখ আনন্দে আইলা। পারিজাত তাম্র পতি চন্দ্রনাথ শীঘ্র গতি হিমালয়ে আসি দেখা দিলা ॥ ত্রিপুর ত্রিকুট রঙ্গে চিত্রকূট করি সঙ্গে মাল্যবান মৈনাক আইলা। হিঙ্গুলাদি পতি সুখে দুর্গা দুর্গা বলি মুখে পুমানন্দে আসিয়া বসিলা ॥ ঘন্ম গিরি হর সিত উদয়াস্ত উপনিত জয়ন্ত মন্দার মণিধাম। করিলেন অধিষ্ঠান যার গর্ভে ভগবান শিলা রূপে কাটে শালগ্রাম ॥ ত্রিবত্য গিরির গুরু নামা নামে কল্প তরু তিনি কিন্তু এক অবতার। তার দেশে স্ত্রী আচার দেশাচারে মন্দাচার ঈশ্বরীর কাছে কি আচার ॥ পরম কৈবল্য ধাম কৈলাশ যাহার নাম অধিষ্ঠান হইল তাঁহার। রত্নগিরি পাছে ছিলা অবশেষে উত্তরিলা যার জিম্মা রতন ভাণ্ডার ॥ পর্ব্বত আইলা যত যার যে মর্য্যাদামত হিমালয় করিল সম্মান। পরস্পর নিবেদন করিছে অচল গণ বিনয় মিনতি আলিঙ্গন ॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদে বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়াকর সুর শৈবলিনী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নূতন গান নাম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী ॥ ৪০ ॥

পুরবী রাগিনী ॥ ধুয়া ॥

কালী ফিরে চাও অধমে মাগো আপনার গুণে ॥

পয়ার। হিমালয় কন্যার উৎসবে করে দান। দিন হীন দুঃখি বিপ্র করিল পয়ান ॥ চলিলা ব্রাহ্মণ যত শংখ্যা নাহি তার। সূর্য্যসম তেজ কারো কারো জটাভার ॥ কার গলে অক্ষমালা ত্রিপুণ্ড্র ভালে। কারোবা তুলসী কণ্ঠে তিলক ক

পালে ॥ পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা আছে পূর্ব্বাপর। পথে পথে প্রসঙ্গ হইল পরস্পর ॥ কাব্য শাস্ত্র যেমন ফুলের জল মধু। যাহার প্রসঙ্গে পদে পদে ক্ষরে মধু ॥ সেই কাব্য বিচারে বিচারে সবে যায়। পথ পর্য্যটন দুঃখ কিছু না জানায় ॥ আগম নিগম সার নাহি পারাপার। যাঁর উক্ত তিনি বিনা বুঝা শক্তিকার ॥ কতগুলি সাধক কিঞ্চিৎ বিজ্ঞ তার। চলিলা সাস্তুবি তন্ত্রে করিয়া বিচার ॥ সাংখ্য পাতুঞ্জল স্মৃতি মীমাংশা পুরাণ। বেদের প্রমাণ কথা পীযুস সমান ॥ এই কথা প্রসঙ্গে চলিলা যত ধীর। সাধু সঙ্গে প্রসঙ্গে নয়নে বহে নীর ॥ কিকব গৌতম সূত্রে কত ছিল গুণ। অপূর্ব্ব সেন্যায় শাস্ত্র সাক্ষাৎ আগুন ॥ পূর্ব্ব পক্ষ করিয়া করেন কেহ ফাঁকি। সিদ্ধান্তবা কেহ করে কেহ ডাকাডাকি ॥ রাজপথে ঘাটে মাঠে মণ্ডলি আকার। স্থানে ২ বসিলেন করিতে বিচার ॥ যত্র ধূম তত্র বহ্নি আছে কেহ বলে। কেহ বলে ব্যভিচার আকাশ মণ্ডলে ॥ ছিন্নমূল যেধূম সেধূম কিছু নয়। এই কথা নিয়া কোটি হইল প্রলয় ॥ মুখে ধূল। উঠিল কার খসিল কাপড়। রাগে ভূত ভাগে কার উরুতে চাপড় ॥ আমি বলি তুমি শুন হাস একিদায়। মিছা হাসি হুহু দিয়া ঘর ভরা যায়। হইল না বলে কেহ দেয় করতালি। কেবাকার কথা শুনে দেয় গালাগালি ॥ কলির নিশান শাস্ত্র কত কব আর। কলি কালে পূজাবাছা হইবে ইহার। শ্রী দুর্গা প্রসাদ বলে বেলা অবশান। অতঃপর গিরিপুরে করিলা পয়ান ॥ ৪৭

ত্রিপদী। সকলে চলিয়া যায় অন্ধের হইল দায় খেদে অ ন্ধ কান্দিতে লাগিল। খোঁড়া হামাগুড়ি দিয়া অন্ধের নিক টে গিয়া যুক্তি দোঁহে করিতে বসিল॥ বলে খোঁড়া শুন ভাই আমার চরণ নাই তুমি নেত্রে দেখিতে না পাও। আমি চক্ষু হবো তোর তুমি পদ হবে মোর কান্ধে করি যদি নিয়া যাও॥ আনিব অনেক ধন হবে দুঃখ বিমোচ ন কৌতুক দেখিব আর খাব। দুঃখ নাথাকিবে আর জয় রা ণী মেনকার ঘরে বসি এ কাল কাটাব॥ যুক্ত অন্ধ দিয়া প রে খোঁড়ারে কান্ধেতে করে খোঁড়া যায় পথ দেখাইয়া। অন্ধ খেদে কেন্দে বলে ভাসিল নয়ন জলে ডাকে কোথা কোথা মাবলিয়া॥ বাঁচিয়া কি সুখ তার চক্ষু ভাই নাহি যার এই দুঃখ কব আর কারে। কেহ নাকরিলে মানা সুধা বলি বিস পানা ভোজন করিতে অন্ধ পারে॥ হিরা মতি মণি চুণি চি নে যে জহুরি গুণী আমি তাহা নাজানি কেমন। ধরিতে না পারি সাপ কত কব মনস্তাপ বিড়ম্বনা তোমায় এমন॥ অ ন্ধের কান্ধেতে খোঁড়া চলে শত শত যোডা ত্রাহি ত্রাহি বলি য়া ডাকিছে। জগত জননী মার দুর্গতি দেখিয়া তার কৃপা সিন্ধু উথলে উঠিছে॥ ভাবেন তারিনী মনে আমি যে গিরি ভবনে দুঃখি দীন এ হেতু এসেছে। ইথে যদি হই বাম কে ল বে আমার নাম মরি অন্ধ কি পীড়া পাইছে॥ এত ভাবিয়া অভয়া অন্ধরে করিয়া দয়া শূন্য পথে করিলা গমন। পাঁচ বৎসরের কন্যা রূপে গুণে একি ধন্যা মায়াকরি দিলা দর

শন ॥ বসিলেন তরু তলে যেন খেলিবার ছলে অকিঞ্চনা অতি অন্য মন। পিতা মাতা হারা যেন তারিণীর ভাব হে ন কখন বা করেণ ভ্রমণ ॥ দয়ার আধার মায়া কে জানিবে মায়া দয়া কোন রূপ কখন ধারণ। দীনের বালিকা হয়ে দীন ভাবে দাণ্ডাইয়া দীন জনে করেণ তারণ ॥ বসিয়া আছিলা সতী হেন কালে শীঘ্রগতি অন্ধ খোঁড়া উপনীত তথা। বিশ্বের জননী যিনি দূর্দ্দশা দেখিয়া তিনি কহেন করুণা করি কথা ॥ অন্ধ বলে খোঁড়া ভাই কি কথা শুনিতে পাই জুড়াইল জীবন আমার। অমিয়া সমান বাণী কহে কোন ঠাকুরাণী বল শুনি একি সমাচার ॥ খোঁড়া কি বলিবে বেশ মোহিনী মায়ার শেষ মহেশ বিশেষ বিজ্ঞ তাঁর। তথাপি কিঞ্চিত বলে গঙ্গার চরণ তলে দ্বিজ কহে শুন সমাচার ॥ ৪২ ॥

ইমন রাগিণী। তাল তেওট। ধুয়া। জান গঙ্গা কত মায়া অন্ধেরে করিয়া দয়া হয়েছিলা দীনের তনয়া ॥

ত্রিপদী। বয়েসে নবীনা জিনি নীলকান্ত মণি জিনি চল ২ বরণ প্রকাশে। কিবা এ তেজের ছটা ভেদকরে ব্রহ্ম কটা অন্ধকার নাশে অনায়াশে ॥ রূপ অতি চমৎকার এক মুখে বলা ভার সেই পারে যার পঞ্চমুখ। মায়াকরি কথা কয় মুখ দেখি দয়াহয় এত দুঃখে তবু জন্মে সুখ ॥ দেখিনাই জন্মে হেন চরণ দুখানি যেন ডগমগ জবা ফুল জিনি। চলিতে যে দুঃখপান কোন পাশানীর প্রাণ ফেলিয়া গিয়াছে একাকিনী

॥ অঙ্গের গলদ্দ ঘর্ম্ম শ্রমে বর্ম্ম চর্ম্ম মর্ম্ম ভেদ করে মৃত তুল্য ছিল। কথা শুনি সুমধুর শ্রম দুঃখ যায় দূর ঐ রূপ ভাবিতে লাগিল ॥ বলে খোঁড়া তুমি ধন্য আছিল সঞ্চিত পুণ্য সেই পুণ্যে এ রূপ দেখিলা। জন্ম অন্ধ আমি ভাই দুঃখের অবধি নাই এত শুনি বলিতে লাগিলা ॥ অন্ধ তবে কহে পরে কেবা তুমি কহ মোরে কোথা যাবে কহ বিবরণ। রঙ্গিণী কহেন রঙ্গে পিতা মাতা নাহি সঙ্গে ভাবি মনে করিব কেমন॥ তোমরা যাইবে যথা মোর পিতা মাতা তথা গিয়াছেন আমারে ফেলিয়া। চলিয়া যাইতে নারি তবেতো যাইতে পারি যদি লহ কোলেতে করিয়া ॥ বলে মা বলিয়ঃ সোজা বোঝার উপরে বোঝা এত শক্তি নাহি নিয়া হাঁটি। বালিকা বলেন সয় বোঝাক যে জন হয় বোঝার উপরে শাক আটি ॥ ওহে অন্ধ বলি শুন সূক্ষ্ম আমি নহি ঘন ভাব যদি আমি বড ভারি। কোলে নিয়া কায নাই তবে আমি চলে যাই তব দুঃখ দেখিতে নাপারি ॥ পরমা পরম তত্ত্ব অন্ধ কি জানিবে সত্ত্ব মায়া মোহে মোহিত হইল। হইলেন অন্তর্ধ্যান কানা পায় চক্ষুদান প্রেমানন্দে নাচিতে নাগিল ॥ খোঁড়া বলে দেখ আর পদ হইল আমার দয়া বুঝি অভয়া করিল। জয় জয় জয় রব চলিল ভিক্ষুক সব হরি হরি বলিয়া চলিল ॥ শ্রী দুর্গা প্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়াকর সুর শৈবলিনী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নূতন গান নাম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ৪৩ ॥ ❁ ॥

গৌরী রাগিণী ॥ ধুয়া ॥ গিরিপুরে আনন্দে অপার তু
লনা কি দিব তার মিলন অচলালয়ে যেন সুখের বাজার ॥
পয়ার । উপনীত রাজপুরে যে যেখানে ছিল । হিমালয়
বিতরণে প্রবৃত্ত হইল ॥ প্রথমত ক্ষুধার্ত্তকে করাইল ভোজ
ন । কিসের অভাব বাছা যে চাহে যেমন ॥ দান করে দশ ল
ক্ষ ধেনু দুগ্ধবতী । করিবর অশ্ব কার গনিতে শকতি ॥ রতন
পর্ব্বতে ডাকি কহে হিমালয় । কিকাজ রতন রাখি এমন স
ময় ॥ ব্রাহ্মণ দরিদ্র দুঃখী বাঞ্ছাকরে যত । যেচাহিবে একরত্ন
দিবে তারেশত ॥ এককালে সুমেরুতে সোনারবরাত । শুনি
য়া সকলে নাচে উর্দ্ধকরি হাত ॥ কেহ বলে কহ ভাই বরা
ত কেমন । কত সোনা পাব কিছু জান নিরূপণ ॥ জনেক
কহিছে তারে শুন নিরূপণ । বহিয়া লৈয়্যা যাইতে পার য
ত ধন ॥ দরিদ্রের দ্রব্যে আশা নিবারণ দায় । শুনিয়া ভাবি
ছে মনে কি করি উপায় ॥ ঘরে ঘরে আসিয়াছে দশ বিশ
জন । জনে জনে তাহারা পাইবে বহু ধন ॥ আসিয়াছি একা
আমি ছেলেটিকে থুয়ে । সঙ্গেতে আইলে ভাগ লইত বুঝি
য়ে ॥ এত বলি ক্রোধকরি পড়সিরে বলে । বারণ করিল স
ঙ্গে আনিতে সকলে ॥ কখন কি ক্ষতি আমি করিলাম কা
র । সর্ব্বনাশ সকলেতে করিল আমার ॥ কেহ বলে তোমা
রে কে করিল নিষেধ । মিছা কথা কহিয়া করিস ভেদাভে
দ ॥ এইমত কটু কষায়ণ অকৌসল । এইমত দফা দফা চ
লিল কন্দল ॥ হুড়াহুড়ি মুড়ামুড়ি করে জড়াজড়ি । মহা

রোল গণ্ডগোল করে মারামারি ।। কেহ বলে বিপ্রের হিংসক এই বেটা । কেহ বলে ও বেটারে জানি বড় ঠেঁটা ।। কেহ বলে জানিরে জানিরে তোর মূল । সে বলে তাহারে আমি জানি আদ্য মূল ।। মুখা মুখি হাঁকা হাকি মহা কলরব । শিষ্ট যারা বলে ভাই এই অসম্ভব ।। আসিয়াছি ভিক্ষা হেতু যাইবারে হবে । শুনিলে একথা ভাই রাজা কি বলিবে ।। এই রূপ ধীর যারা করেন বারণ । বিষয় বিরোধে মত্ত কেশুনে বচন ।। অবশেষে সকলেতে বিরোধ করিয়া । দোহাই রাজার দিয়া উত্তরিল গিয়া ।। হিমালয় চমকিয়া করে নিবেদন । কেন কেন কি কারণ কহ বিবরণ ।। দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী । রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ।। ৪৪ ।।

ধুয়া । তারিণী চরণে মজ ছাড় মিছা মায়া ।।

পয়ার ।। দ্বিজ গণ পূর্ব কথা সকলি কহিলা । শুনি রাজা সভাশুদ্ধা হাসিতে লাগিলা ।। বলে রাজা বিপ্র গণে শুন মহাশয় । আপনা আপনি দ্বন্দ উপযুক্ত নয় ।। বিবেচনা বিচারে প্রভুত্ত রাজা বিজ্ঞতম । ব্রাহ্মণ বিষয় সূক্ষ্ম করা অনিয়ম ।। কি জানি করিলে সূক্ষ্ম ঘাটি হবে কার । মাপকর যত ঘাটি সকলি আমার ।। কল্পতরু সমান এ দিনে হিমালয় । পরম আনন্দে রাজা বিপ্র গণে কয় ।। বহিয়া লইতে ধন পার যত বারে । লয়্যা যও বারণ কে করিবে তাহারে ।। এককালে সকলেতে বলে জয় জয় । হিমালয় সমান দাদাতো দৃষ্ট নয় ।। উর্দ্ধ হস্তে আশীর্বাদ করিছে রাজারে । বলে দুর্গা রক্ষা ক

র রাজার কন্যারে ॥ ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রাখিবে ভগবতী। দীর্ঘজীবি কুমারীরে করিবে মা সতী ॥ বলে আদ্যা মহামায়া কি কব তোমারে। আপদ সম্পদে রক্ষা করিবে রাজারে॥ মায়ের অপার মায়া কে বুঝিতে পারে। বিভু বিষ্ণু বেদ গর্ভে চিনে না যাহারে॥ দ্বিজ গণ আনন্দেতে করে আশীর্ব্বাদ। মনে মহা মায়ার জন্মে পরম আহ্লাদ ॥ ধন লয়্যা সকলেতে করিল গমন। নিত্য মহোৎসব সুখ করেন রাজন॥ ছয় দিনে উৎসব করিল হিমালয়। শ্রীদুর্গা প্রসাদ কিছু সংক্ষেপেতে কয় ॥ ৪৫ ॥

ত্রিপদী। ষষ্ঠী পূজা ষষ্ঠ দিনে কে বুঝিবে বিজ্ঞ বিনে যার পূজা তাঁর আগমন। দেখিব চরণ মার কিবা শুভ দিন মোর ধ্যানে বিধি ভাবেন তখন॥ হেম থালে পরিপাটি রাখিল মুষিক মাটি চণ্ডি খড়্যা রজত কাঞ্চন। ধান্য দুর্ব্বা রাখি পরে রাখিল ছাগল ঘরে রাখে পশু হেতু জাগরণ॥ ব্রাহ্মণের পদ ধুলি আনি যত্নে কত গুলি রাখিল যে বিবিধ বিধানে। যোগের অগম্য যিনি মণি দ্বীপ নিবাসিনী রাখে ধুলি তাঁহার কল্যানে॥ ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা জানেন মাতা সারদা ব্রহ্ম রূপা সাক্ষাৎ আপনি। মূল ভক্তি শিব উক্তি প্রত্যয় তাঁহার যুক্তি ব্যবহারে জানিয়া এমনি॥ আগমন বিধাতার হইবে জানিয়া সার রাখে আর দোয়াতি কলম। ভাবে বিধি গদ গদ বলে কি দেখিব পদ হবে মম সফল জনম ॥ পরে শূলপানি তন্ত্র জানিয়া পড়েন মন্ত্র পুরোহিত পূজা আর স্তু

ল। বৃহস্পতি পুরোহিত করে পূজা যে বিহীত নিয়মিত সকলি করিল ।। গণেশাদি পঞ্চ জন পূজে নবগ্রহ গণ ইন্দ্র আদি দশ দিকপাল। ষোড়শ মাতৃকা পূজে পূজে ষষ্ঠী পদাম্বুজে মেনকার প্রশন্ন কপাল।। বসিয়া সূতিকা ঘরে দ্বারে মুনি পূজা করে মেনকার কোলে মা বসিয়া। স্নেহে মিশাইয়া হাসি যেন করে সুধারাশি রূপ লক্ষ শশীকে জিনিয়া।। পূজা করে সুরাচার্য্য ভাবে মনে কি আশ্চর্য্য পর্ব্বতের ঘরে হেন কন্যা। রূপে দেশ দীপ্ত করে পূর্ণ ব্রহ্ম তেজ ধরে মেনকারে করিল কি ধন্যা।। করে মুনি আঁচমন ধ্যানে দেখে ত্রিভুবন শূন্য দেখে কৈলাশ ভুবন। মনে মনে স্তবকরে দেখি মেনকার ঘরে ভক্তি ভাবে পায় দরশন।। বলে কিবা দয়া মার এত পুণ্য মেনকার বিশ্বমাতা গর্ব্ভে জন্ম নিলা। ঝরে নেত্রে ভক্তি নীর বলে ধন্য এ শরীর তপস্যার ফল প্রকাশিলা।। দুস্কৃতি আছিল যত সকলি হইল হত তিন কুল উদ্ধার হইল। পূজা করে মুনিবর গেল পরে স্থানান্তর সূতিকার ঘরে যারা ছিল।। রাণী কহে সকলেরে জাগিয়া রহিবে ঘরে নিদ্রা রূপা হাসিলা তখন। প্রবেশিলা সর্ব্বকায় আর কে জাগিবে তায় নিদ্রা ঘোরে সবে অচেতন।। শ্রীদুর্গা প্রশাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়া কর সুর শৈবলিনী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নুতন গান নাম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ।। ৪৬ ।।

ভৈরব রাগিনী ।।

ধুয়া ।। নমামি হিমগিরি কন্যা তব চরণাম্বুজে ।।

পয়ার। বিধি ভাবে ধন্য জন্ম পুণ্যের উদয়। দেখিব চ৭ মায়ের যদি দয়া হয়॥ এতবলি হিমালয় করিল গমন। দুর্গা বলি বাড়াইল দক্ষিণ চরণ॥ হিমালয় আলয়ে হইল উপনিত। রাণী পুরে দেখে বিধি সকলি নিদ্রিত॥ সুতিকা ঘরের দ্বারে রহে উকি দিয়া। দেখে রাণী ঘুমাইয়াছে কন্যা কোলে নিয়া॥ বলে বিধি বরদা মা কে চিনে তোমারে। তব পায় প্রণাম প্রণাম মেনকারে॥ দণ্ডাকার আকারে পড়িয়া ভুমি তলে। বন্দনা করিয়া বিধি বলে পদতলে॥ বিশ্বমাতা প্রশব ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী। তোমারে প্রশবে মাতা মেনকা সুন্দরী॥ কিবা পুণ্যবতী রাণী কিবা ভাগ্যবতী। কন্যা হয়ে জন্মিলা আপনি ভগবতী॥ আদ্য অন্ত তোমার মা জানে কোন জন। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড মা করেছ সৃজন॥ তোমার চরণ গুণ কহিতে কি পারি। তব নামে যেন মাগো হই অধিকারী॥ প্রশবিনী আপনি মা জান সে যেমন। জঠর যন্ত্রণা মাতা জানিলে এখন॥ যাতায়াত বারে বারে সব কত আর। জানিলা জননী দাসে কর গো নিস্তার॥ বিধি বটি বিভু নহি বালক তোমার। লিখিয়া পড়িয়া মরি আছে এই ভার॥ অবকাশ নাহি কিছু মাহিনাতে শূন্য। কে জন্মিল কোথায় কি লিখি পাপ পুণ্য॥ পরের ললাটে আমি লিখি ভোগাভোগ। নাহি জানি আপন ললাট কর্ম্ম যোগ॥ কপালিনী কপাল রূপিনী তুমি সার। আমি কি লিখিব মাগো কপালে তোমার॥ ব্রহ্মাণ্ড সমান যদি মস্যাধার হয়। কার-

ণ সলিল যদি হয় কালি ময় ।। আকাশের তুল্য পত্র যিনি চির জীব। আশা রূপ লেখনীতে লেখে সদাশিব ।। তথাপি মহিমা তব লেখা নাহি যায়। আমি কি লিখিব মাগো না দেখি উপায় ।। কোন বর্ণ লিখিব মা কপালে তোমার ।। বর্ণময়ী তুমি গো আপনি বর্ণাকার ।। কোটি কোটি প্রণাম মা চরণে তোমার। আসিয়াছ জীবের মা করিতে নিস্তার ।। এতবলি প্রণাম হইয়া বিধি যায়। পুরাণ প্রমাণ কথা বুঝা কিছু দায় ।। এইরূপে সুতিকা পুজার সমাপন। অতঃপর ব লে দ্বিজ আর বিবরণ ।। ৪৭ ।।

ধুয়া। মা তারিণী তাপিত তনয়ে কর পার ।।

পয়ার ।। মাস মুগ মসুরি মটর ছোলা গম। চালু তিল আটভাজা আছে যে নিয়ম ।। পর্ব্বত উপরে ভাজা পর্ব্বত আ কার। আট দিনে আনন্দ হইল যে অপার ।। ডাকিয়া বাল ক গণে বলে হিমালয়। যাও যাও সকলেতে মেনকা আল য় ।। আজ্ঞা শুনি বালকেরা চলিল ত্বরিত। উপনিত রাণী পুরে মহা আনন্দিত ।। লইয়া আটভাজা সবে করয়ে ভক্ষণ। পাহাড্যা ছেলের মুখে আঁটে কতক্ষণ ।। ভাজা মুখে দিয়া তারা তিলেক চিবায়। বায় উড়ে যায় যেন ফাকায়২ ।। খায় গায় হাসে ভাসে আনন্দে সকলে। মেনকার কন্যারকল্যাণ হকুবলে ।।বালক বালিকা তারা আশীর্ব্বাদকরে। হাসেন আ নন্দময়ী সেই প্রেমভরে ।। আটদিনেউৎসব করিল হিমাল য়। নয়দিনে ক্ষৌর রাণী হরষিত হয় ।। একমাসে ষষ্ঠীপূজা

আছে যে বিধান। থই দুই ক্ষ রের পুতলি বলিদান ॥ অথ গু কলার কান্দি দেয় শত শত। পুষ্প গন্ধ মাল্য ধুপ দেয় বিধানত ॥ অপুর্ব্ব নৈবেদ্য বস্ত্র ভূষণ আশন। দক্ষিণাতে কর্ম্ম সিদ্ধি করিলা ব্রাজন ॥ বরদারে কোলেকরি বর রাণী চায়। বলে ষষ্ঠী রক্ষাকর আমার কন্যায় ॥ কিবা এ অপুর্ব্ব ভাব ভাবহ সকলে। যার স্থানে বর চায় তিনি রাণীর কোলে ॥ আইয় গণ আহ্লাদেতে দেয় হুলু রব। গগণ ভেদিল যেন অতি অসম্ভব। দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ৪৮ ॥

পয়ার। আনন্দ ময়িরে লয়্যা ঘরে গিয়া রাণী। বিনয় পূর্ব্বক সকলেরে কহে বাণী ॥ সুরা সুর পর্ব্বতের রাণীগণ যত সকলের রূপ নাম আমি কব কত ॥ ভগবতী ভবানী ভৈরবী ভদ্রা ভীমা। মহেশানী মোহিনী রূপের নাহি সীমা ॥ সুলোচনা সুশীলা সুন্দরী শশী মুখী। সকুন্তলা সরোজনয়নী সদা সুখী ॥ কালী কত্যায়নী কাল রূপিনী কামিনী। ক্ষমা ক্ষেমঙ্করী ক্ষীণা খগেশ বাহিনী ॥ গৌতমী গোমতী গৌরী গান্ধারী গোপিনী। ঘন রূপা ঘোরতরা ঘোর নিনাদিনী ॥ চণ্ডিকা চণ্ডিনী চাঁপা চামুণ্ডা চঞ্চলা। জয়া জয়ঙ্করী হাস্য যেমন চপলা ॥ কিশোরী কুমারী রতি সতি পদ্মাবতী। রুক্মিণীরমণী রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী ॥ মল্লিকা মালতী যূথী কৌষিকা কমলা। বিজয়া বিমলা বাণী বালিকা বগলা ॥ দুর্গা দুর্গহারিণী তারিনী কাদম্বিনী। হরবধু হরিপ্রিয়া সতী তপস্বি

ম্মী ॥ ভাব লাভ কটাক্ষ কহিব কত ঠাট । গিরিপুরে মিলি ল যেমন চাঁদের হাট ॥ দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকি নী । রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ৪৯ ॥

পয়ার । প্রেম রসে অবশেষে রামাগণ যত । রাণী পুরে ব সি বেশকরে মন মত ॥ চাঁচর চিকুর জাল চিকুণে আঁচড়ি । বিনাইয়া বান্ধে খোঁপা দিয়া কেশ দড়ি ॥ খোঁপায় সোনার ঝাঁপা বেণী কারো দোলে । কেহবা পরিলে সিঁতি মতি তার কোলে ॥ কিবা শোভা সিন্দূর চন্দনে অতিশয় । মণিময় টাকা যেন ভানুর উদয় ॥ কারো ২ ভুরু যেন কাম ধনু জি নি । কামের সর্ব্বস্ব কাড়্যানিয়াছে কামিনী ॥ চক্ষু কারো বু ঝি যেন খঞ্জনিয়া পাখি । দ্বন্দকরে নাসা তিলফুল মধ্যে রাখি ॥ কামিনীর আঁখির নিমিষ নাহি নড়ে । পাকসাটে আঁখির পলক যেন পড়ে ॥ ঢেঁড় চাঁপি মাঙ্গড়ি কর্ণের ক র্ণফুল । কেহ পরে হিরার কমল নাহি তুল ॥ নাসিকা তি লক কারো মুক্তা চুনি ভালো । লবঙ্গ বেশরে কারো মুখ ক রে আলো ॥ কিবা গজমুক্তা কারো নাসিকার কোলে । দো লে সে অপূর্ব্ব ভাব হাসির হিল্লোলে ॥ কারো ওষ্ঠাধর যেন জিনি বিম্ব ফল । কারোবা অধর যেন কোকনদ দল ॥ কুন্দ কলিকার মত কারো দন্ত পাঁতি । দাড়িম্বেরবীজ মুক্তা কারো দন্ত ভাতি ॥ মাজ্জিত মঞ্জনে দন্ত মধ্যে কালো রেখা । ম নে লয় মদনের পরিচয়লেখা ॥ মুখ শোভাকরে কারো মন্দ মন্দ হাসি । সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বাসি ॥ কে বলে

শিবের শাঁপে কাম অঙ্গ নাই। আছে বুঝি তার সাক্ষী কাযে কাযে পাই ॥ দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ৫০ ॥

পয়ার। পরিল যে কেহ কেহ তেনরি সোনার। মুক্তার মালা কণ্ঠমালা চন্দ্রহার ॥ কারো গলে মণিময় হার চমৎকার। যার তেজে তরাসেপলায় অন্ধকার ॥ ধুকধুকিজড়াও পদক পরে সুখে। সোনার কঙ্কন কারো শংখের সম্মুখে ॥ করি শুণ্ড জিনি কারো ভুজ সুললিত। ভুজবন্দ ভুষণেতে অপূর্ব্ব ভূষিত ॥ পতির আইত্ব চিহ্ণ সোহাগ যাহাতে। পরণে বান্ধান লোহা সকলের হাতে ॥ পাতা মল পাশুলি আনট বিছা পায়। গুজরি পঞ্চম আর শোভে কিবা তায় ॥ আনন্দে বসিলা যত রসিকা কামিনী। সুখের বাজার কেহ করে বিকি কিনি ॥ স্বভাব ভাবিলে হয় ভাবের উদয়। বিভাব ভাবিলে হয় ভাবের ব্যত্যয় ॥ আতর গোলাব চুয়া কস্তুরি কুম কুম। তৈল অতি সুবাসিত গোলাব কুসুম। গন্ধ মাল্য নারীগণে রাণী করে দান। রামাগণ সুরস স্বরেতে করে গান ॥ সীমন্তিনী সীমন্তে সিন্দূর রাণী দেয়। বৃদ্ধা বৃদ্ধা আইয় স্ত্রীর পদধুলি লয় ॥ নিয়া ধুলি মাথে দেয় বস্ত্র দিয়া গলে। কন্যাটিকে আশীর্ব্বাদ করগো সকলে ॥ রামাগণ সিহরিয়া বলে মেনকারে। আশীর্ব্বাদ করিতে গো বল তুমি কারে ॥ তোমাকে কন্যাকে দেখি হেন মনে লয়। জগদম্বা নিলে জন্ম বুঝিগো নিশ্চয় ॥ এই রূপ আইয় গণ কহে

পরস্পর। মেনকার উথলিল সন্তোষ সাগর ॥ হরিদ্রা গুবাক্ক পান বসন ভূষণ। বিদায় করিল দিয়া যত নারী গণ ॥ শ্রী দুর্গা প্রসাদ দ্বিজ ভাবি মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিনী ॥ ❁ ॥ ৫১ ॥ ❁ ॥

লঘু ত্রিপদী। মনের উল্লাসে গিরি সাত মাসে করে ভোজন আয়োজন। কুটুম্ব সজন করি নিমন্ত্রণ সুরাসুর ঋষিগণ ॥ যেখানে যে ছিলা সকলে আইলা সমাদর রাজা করে। কল্যাণে গঙ্গার রতন ভাণ্ডার বিলাইছে প্রেমভরে ॥ দুগ্ধ দধি ক্ষীর সুশীতল নীর সন্দেষ নানা প্রকার। খাইবে কে কত যার ইচ্ছা যত অক্ষয় রাজ ভাণ্ডার ॥ ধন্য মেনকারে কি বলিব তারে ধন্য সে তার বড়াই। পাকে কি তেমন হবে দুই জন আমি আর দেখি নাই ॥ প্রথমত পাক ভাজে চৌদ্দ শাক ঘণ্ট করে তার নটা। পাকেতে ফোড়ন হবে শত মোন বুঝ পাকে কত ঘটা ॥ রান্ধে নিম ঝোল ভাজে ভাল ওল উচ্চা আলু কাঁচকলা। বেগুনেতে পুর ভাজিল প্রচুর কড়াই বড়ি করিলা ॥ ঝুনা নারিকেল আঁঠি কাঁঠালের পটল পাহাড়্যা মূলা। নবীন কর্কটী সিম বরবটী ভাজে বড়া কত গুলা ॥ দুগ্ধে দিয়া থোড় ঝালেতে ইচোড় আর রান্ধে ডালি পাঁচ। বার্ত্তাকুতে বড়ি মীনে চড চড়ি ঈষত ঝালের আঁচ ॥ নানা জাতি মীন নবীন প্রবীণ করে শত ঝোল ঝাল। ভাজে কটু তেলে ছেঁকে তুলে ফেলে যেন জলে ফেলে জাল ॥ মাংস বিধানত পাক নানা মত করিল প্রকার দশ। যশো

দা কাম্রিকা মেনকা পাঁচিকা পাকেতে নাহি অলশ॥ তেঁতু
ল অম্বল আমড়াদি ফল করমচা পাকা জল। রান্ধে মুল
দিয়া গুড় মিশাইয়া রসের নাহিক তুল॥ চালিতা পাকা
তে গুড় দিল তাতে জলপাই তাতে দিলা। রসালের ঝোল
রসাল সন্তোল করি খোরায় ঢালিলা॥ পরমান্ন পিঠা কলা
বড়া মিটা অঙ্ক্যা পুলি দুগ্ধে ফেলি। ঘৃতে কত গুলি কৈল
ভাজা পুলি করে রাণী সরুচাকলি॥ ক্ষীর খণ্ড দিয়া গুড়
মিশাইয়া আঁদরসা ভাজি তুলিল। নারিকেল তালে ময়
দা মিশালে গুড়েতে বড়া করিলা॥ অন্নদা স্মরণ করে যেই
জন তার পাকে নানা রস। সাক্ষাতে আপনি অন্নদা জননী
পাকে কি হয় অপযশ॥ রান্ধে একাকিনী যোগায় যোগিনী
রাণী জানে পুরবাসি। শ্রম না জানায় কন্যার কৃপায় মায়
যে মায়ার ফাঁশী॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদে পরম আহ্লাদে বলে গঙ্গা
পদ তলে। আমার এ কায় যদি কাকে খায় ভাসে যেন
ভব জলে ॥ ৫২ ॥

পয়ার। শল্যায় ঘৃত শোপ করণ সহিত। পাথর চুয়ান
জল কর্পূর বাসিত॥ স্বর্ণথাল শত লক্ষ শত কোটি বাটি
। পরশিলা পর্ব্বত সমারি পরিপাটী॥ শরস গুবাক পান
খদির কর্পূর। জৈত্রী জায়ফল লঙ্গ এলাচি মধুর॥ গুজরাটী
এলাইচ চুন পাথরিয়া। রাখে রত্ন বাটা পুরি খিলি সাজাই
য়া॥ ধুপ ধুনা অগুরু গুগ্গুল ঘৃত দিয়া। লক্ষ দীপ কাঞ্চনে
র দিল জালাইয়া॥ গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয় সমীর। বি

লেপিত পদ্ম গন্ধ যত পদ্মিনীর ।। সোনার পীড়িতে শৈল রাজ সিমন্তিনী । বসিলা কোলেতে লয়্যা জগত জননী ।। রাণী যেন স্বর্ণ গাছ শাখা সখী গণ । পদ্মফুল হল যত স খীর বদন ।। যদি বল একি কথা গাছে পদ্ম হয় । পদ্ম নয় তবে কেন পদ্ম গন্ধ কয় ।। এ গাছের মূল হিমালয় পুণ্যবল । ফলেছে সেবলে গাছ যেন চন্দ্রফল ।। সখীর নয়ন যত যেন চকোরিনী । ফল দেখে নাচে পদ্ম সুধা পিপাসিনী ।। সবে ব লে ঘুচিল সুধার ছিল ক্ষুধা । পান করে গঙ্গার লাবণ্য রূপ সুধা ।। হিমালয় আসিয়া বসিল মনোরঙ্গে । হিতকারি পু রোহিত বৃহস্পতি সঙ্গে ।। গঙ্গার চিবুক ধরি বলে হিমালয় । অন্নের দক্ষিণাস্ত মা শিখাইলে হয় ।। দেব গুরু বলে রাজা তুমি হও ধীর । কারে আগে দিব অন্ন করি আমি স্থির ।। দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী । রচিলা পুস্তক গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিণী ।। ৫৩ ।।

পয়ার । যোগে দেখে শূন্য মুনি কৈলাশ ভুবন । ভাবে কি অপেক্ষা তবে হৈল নিবেদন ।। অমরের অম্বা মা আপনি অ ন্নদাতা । যাঁহার প্রসাদে তুষ্ট বিভু বিষ্ণু ধাতা ।। দেবের দুর্ল ভ বটে প্রসাদ গঙ্গার । এক নিবেদনে আজি হবে সবাকার ।। মহা মন্ত্রে মহাভোগ করে নিবেদন । তাঁহার তুষ্টিতে তুষ্ট ব লে দেবগণ ।। মুনির আজ্ঞাতে চাঁদ মুখে অন্ন দিলা । থূৎকা রে ফেলিয়া গঙ্গা প্রসাদ করিলা ।। নানা যন্ত্র শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বীণা বাঁশী । অন্নদায় চামর ঢুলায় শত দাসী ।। রাজা বল ব

ন গুরু মান কি রাখিবা। মুনি বলে সুখদা মোক্ষদা নাম্নী শিবা॥ পাপহরা পতিত পাবনী পরাৎ পরা। মহাতপা পাতক নাশিনী জন্ম হরা॥ শৈলসুতা সুরধনী সুর শৈবলিনী। পরমাত্মা স্বরূপিনী জল কুণ্ডলিনী॥ বর্ত্তহারে নাম কে রাখিতে পারে যার। সেপারে কহিতে কিছু পঞ্চ মুখ যার॥ গঙ্গা নাম রাখে রাজা পণ্ডিত সুশীল। যমের দুয়ারে একেবারে পড়ে খিল॥ কৌতুকে যৌতুক সবে দেয় হিরা মণি। গ্রাম রাজ্য মুক্তা প্রবাল সোণা চুনি॥ বেলা হইল ভোজনেতে বসিল সকলে। শুন পরিপাটি তার দ্বিজ কবি বলে॥ ৫৪॥

ত্রিপদী। দেবাসুর ঋষি যত রাজা রাজ পুত্র কত পর্ব্বত সমাজে বৈশে ভারি। উৎসবের নিলা ভার সত্ত্বগুণে জন্ম যার সৃষ্টিকর্ত্তা হৈল অধিকারী॥ হরি কয় হিমালয় তোমারে চিনিতে হয় এই অন্ন আগে কেবা পায়। তোমার উচিত কর্ম্ম অন্যে কে বুঝিবে মর্ম্ম আগে দেও যারে শ্রদ্ধা হয়॥ বিধি বলে লক্ষ্মী মূল কিবা জাতি কিবা কুল সেই লক্ষ্মী ভজেন তাঁহারে। আমার বিচার এই প্রধান কুলিন সেই আগে অন্ন দিতে হয় তাঁরে॥ দেব কুলে নিরূপন আগে পান গজানন দিকপালে দিলে সুরপতি। গ্রহ মধ্যে আগে তাঁর দিন নাথ নাম যাঁর ঋষি মধ্যে পান বৃহস্পতি॥ কব কি শিবের কুল যে কুলের নাহি মূল বাদি নাই মহেশ যে খানে। অসুর মাম্নায় পায় আমি পটু মর্য্যাদায় প্রকৃতির গুণে লোক মানে॥ ব্রাহ্মণ কুলিনে পায় গোষ্ঠিপতি তারে দেয় বেশ্যের সমাজে

প্রায় থির। শূদ্রের সভায় লয় পরিচয়ে বড হয় ক্ষেত্রি প্রায় বলবান বির॥ অসুর জপিল ছলে ব্যঙ্গেতে বিরো ধে বলে শুন কিছু শুধাই তোমায়। অতনু অবশ যার মর্য্যাদা কেমন তার মন যে মজায় তনু যায়॥ প্রধান করিলা যারে বিয়া যায় বলাৎকারে জলজ্জ জলিন তুমি বুড়া। নিচ যদি বলে উচ্চ শুবুদ্ধি করয়ে তুচ্ছ জাননা শু মান হয় গুঁড়া॥ বড মনে আছে সাধ ঘুচাব শুধার বা দ উত্তর করিলে তবে হয়। বুদ্ধিহত বিধাতার একে উপ হিত আর অবাক হইল হিমালয়॥ লাজে নত চারি মুখ ভ য় হেতু কাঁপে বুক বিনয়ে কহেন নিবেদন। সকলের মতরয় একাধি ক্রমেতে হয় বিবাদে নাহিক প্রয়োজন॥ পরস্পর ব লে ভাই এই কথায় ক্ষতিনাই অসুর হাসিয়া দিল সায়। দেবাসুরে ছিল দ্বন্দ দূরেগেল নিরানন্দ গঙ্গার প্রসাদ অন্ন পায়॥ একে রূপসীর শেষ করিয়া বিচিত্র বেশ অন্নদেয় মে নকা সবায়। সবে বলে গেল ক্ষুধা মোহিনী কি বাঁটে সুধা চায়েরণ চকোরের প্রায়॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ ত লে দয়াকর সুর শৈবলিনী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নূ তন গান নাম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী॥ ৫৫॥

পয়ার। সভা মধ্যে কারো২ আঁচাআঁচি মনে। কাহ্নার রান্ধনি আজি আমরা ভোজনে॥ কেহ বলে একবার যার বাড়ি যাই। উদ্দিশে প্রণামকরে আর বলে নাই॥ কেহ বলে একারাণী যোগাবে কেমনে। আমি যদি মনেকরি হারে শত

জনে ।। কেহ বলে মোর নাম ভোজন চূড়ামণি । আমারে কে
বলে তার রন্ধ্রগতশনি ।। গুপ্ত কথা ব্যক্তকরা বলে । শ্বশুক
। বিরিঞ্চি বলেন ভালদেখাব কৌতুক ।। হেন কালে অন্ন নি
য়া রাণী উপনীত । দেখিয়া রূপের ছটা সকলে মোহিত ।।
খাবে কি দেখিবে রূপ এই হইল ভার । বস্ত্রারম্ভে লঘু ক্রি
য়া হইল সবার ।। নিরূপম রূপ হেরি সকলে বিভোল । শা
ক দিতে পাতে কেহ চাহিছে অম্বল ।। চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পে
য় নানা উপহার । ইছার অধিক রাণী দেয় শতবার ।। দ্বিজ
দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী । রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি ত
রঙ্গিণী ।। ৫৬ ।।

পয়ার । বিশ্বভুক কৌতুক করেন মেনকারে । উদাসীন ন
হি লজ্জা কর কি আমারে ।। তবে আমি সোজা নহি দুষ্ট লো
কে কয় । কাযে কাযে আলাপে হইবে পরিচয় ।। ডাকিয়া ব
লেন বিধি এথা আইস আই । কথা কহ আহারে ব্যভারে
লজ্জা নাই ।। তুষ্টকর জামাতা ঘটাব স্মরহর । সাবধান হবে
কিছু ভোলানাথ বর ।। ঘটকালি আগেচাই হাসে ফিরে চাও
সঙ্কেতে বুঝিয়া তবে অন্ন দিয়া যাও ।। রাজ কন্যা রাজরাণী
হাসে বাক ছলে । মনে মনে বলে কি পাথর পচে জলে ।।
তড়িত যেমন হেন গতি মেনকার । পরসয়ে ছয় রস নানা
উপহার ।। দিয়াছে যাহার পাতে রাণী শত বার । ফিরে গি
য়া দেখে পাতে কিছু নাহি আর ।। দিতে নিতে যাতায়াতে
শ্রমে ঝরে জল । গলিত অঞ্জন রেখা কবরী অঞ্চল ।। দেব

জায় কপটে পড়িয়া সিমন্তিনী । পুনঃপুন ডাকে কোথা লজ্জা নিবারিণী ॥ ভয়পাই মনেতে হুটুর পাছে হাসে । পতি যিনি অতিমানি মরিযে তরাসে ॥ মায়া গুণে বন্দি মাগো কেন দেহ দুঃখ । জানিলাম এথন অর্বস্থ লোটে সুখ ॥ অন্নদার চিন্তা আমারে লোকে কয় । নামের অখ্যাতি রবে এই বড় ভয় ॥ কন্যা জানি তাঁরে রাণী ডাকে বারে বার । কাতর দেখিয়া দয়া হইল অন্নদার ॥ হেন কালে ক্ষুধায় অস্থির কান্দে মায়্যা । স্তন্য দুগ্ধ দিতে রাণী দ্রুতগেল ধায়্যা ॥ স্তনদিয়া গঙ্গারে শান্তনা রাণী করে । তৃপ্তহও জগৎমাতা বলিল অন্তরে ॥ তুষ্টিরূপা তুষ্টি তার কত কব রস । পরিপুর্ন্ন প্রসাদে ভুবন চতুর্দ্দশ ॥ সভার মধ্যেতে রাণী যায় পুনর্ব্বার । বলে সবে সম্পুর্ন্ন হয়েছে কেন আর ॥ শক্তি নাই আর কারো মাথা করে হেঁট । ভয়করে ফুটি যেন পাছে ফাটে পেট ॥ ভোজন হইল সাঙ্গ উঠিল সকলে । বাল্য লীলা শুন সবে দ্বিজ কবি বলে ॥ ৫৭ ॥

রাগিণী বিভাস । তাল খয়রাপাতি । ধুয়া । সুখ দায়িনী নাচ গো এক বার । নাচিবা বলিয়া দেখ দাণ্ডাইয়া সঙ্গিনী তোমার ॥

পয়ার । প্রত্যাবধি প্রভাতে উঠিয়া রাজরাণী । মঙ্গল আরতি করে শুভ দিন জানি ॥ ক্ষীর সর ছানা ননি সুধা সম ফল । বাল্য ভোগ দিয়া করে জনম সফল ॥ বসন ভূষণ দিয়া গঙ্গারে সাজায় । ভূষণের ভূষা যিনি কি কায ভূষায় ॥ রাণী

বলে সুখদা মা নাচ একবার। নাচিয়া জনম ধন্য কর মা আমার॥ শুনি সুর নন্দিনি তারিনি তরঙ্গিণী। হরিষে নাচেন মাতা নৃত্য চুড়ামনি॥ সঙ্গের সঙ্গিনি সঙ্গে কেহ নাচে গায়। নানাযন্ত্র লয়ে তাল মানেতে বাজায়॥ বেণী বীনা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল। সপ্ত পঞ্চস্বরা জল তরঙ্গ রসাল॥ খরতরি নফরি ঝাজরি জগঝম্প। সুধার আধার বাঁশী করে হাতে ডম্ফ॥ রামসিঙ্গা রবাব বাজিছে জয়ঢাক। বাজে রাগ যাহার সুমধুর পিনাক॥ তম্বুরা তবল কাঁশী বাজে তিন তন্ত্রী। বেহালাদি নানাযন্ত্রে করে গান যন্ত্রী। সপ্তসর তিন গ্রাম একইশ মূর্চ্ছনা। ব্রহ্ম তাল উন পঞ্চাশ শতকোটি তানা। জিন খাদ নাদ সুর ভেদে করে গান॥ বেতাল নাহিক তালে ২ রাখে মান॥ শুদ্ধ মুদ্রা সকলের গদ্য পদ্য বাণী। দেখে নৃত্য শুনে গান পুলকিতা রাণী॥ আনন্দে আনন্দ ময়ী নাচিয়া নাচিয়া। কহেন মায়ের কাছে হাসিয়া হাসিয়া॥ কেমন নেচেছি মাগো বল দেখি শুনি। রাণী বলে ধন্য মা করিলে এই তুমি॥ এত পুন্য কার যে ললাটে হেন ঘটে। মনে ২ পৃথিবী বলেন রাণী বটে। তোমার পুন্যের কথা কহিতে কে পারে। আমি বুঝি তুমি ধন্য করিলে আমারে॥ ভেবে ছিলাম পাপে বুঝি যাব রসাতল। সর্ব্বদা আমার মন আছিল চঞ্চল॥ জম্মিলা তোমারগর্ভে গঙ্গাযদবধি। পাদপদ্ম আশ্বাস আছিল তদবধি॥ কন্যা ছলে রাণি তুমি নাচাইছ যারে। ত্রিলোক জননি ইনি কে চিনে ইহারে॥ মনেপড়ে নাচেছিলে

শোণিত সাগরে। পরে এই দয়া করি নৃত্য তব ঘরে॥ সেরূ
প ভাবিতে ভয় বড় হয় মনে। এরূপ ভাবিতে জল না ধরে
নয়নে॥ শিবের সর্বস্ব ধন গঙ্গার চরণ। স্মরণ মনন পাপ
হয় বিমোচন॥ সেই পদ পরশে গো হইলাম ধন্যা। কি ক
ব তোমার পুণ্য তিনি তব কন্যা॥ মনে মনে যত কথা ক
হেন অবনী। রাণী কি জানিবে তাহা জানেন জননী॥ অনা
য়াসে অবনীর পাপ বিমোচন। মেনকারে গঙ্গা কিছু কহেন
তখন॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্ত
ক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী॥ ৫৮॥

পয়ার। শুন গো জননী আমি নাচিব কি আর। ক্ষুধানলে
দহে তনু পদ হইল ভার॥ নৃত্য দেখি রাণীর নয়নে ঝরে নী
র। কদম্ব কুসুমাকার লোমাঞ্চ শরীর॥ স্নেহেতে আনন্দ ধা
রা ঝরিয়া ঝরিয়া। নিরস তরুর মত আছে দাণ্ডাইয়া॥ ব
ধির হয়েছে রাণী মন রাঙ্গা পায়। পুলকিত অঙ্গ কিছু দে
খিতে না পায়॥ হেনকালে আর বার ডাকেন ভবানী। শি
হরিয়া গঙ্গারে কোলেতে নিল রাণী॥ স্তন দেয় নানা দ্রব্য
করায় ভোজন। চামর ঢুলায় অঙ্গে সহচরী গণ॥ নিত্য ২
এইরূপে পরম কৌতুকে। গিরি গিরি জায়ার ভবনে মহা
সুখে॥ কিবা পুণ্যবতী রাণী কপাল কেমন। কন্যা সেই যা
র পদ ধ্যায় ত্রিলোচন॥ দেখিয়াছে যেই জন সেই ইহা জা
নে॥ পরাশর সুত ইহা লিখিলা পুরাণে॥ গঙ্গার গিরিতে
যাবে বল হরি হরি। ভবসিন্ধু পার হৈতে গঙ্গা নাম তরি॥

নিয়া নাম পার হও কেন কর হেলা। ভেবে দেখ দিনশেষ অবশেষ বেলা ॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥৫৭॥

ললীত রাগিনী। ধুয়া। কতখেলা জান

গো জননী কিবা পুণ্যবতি রাণী প্রশবেছে প্রশব কারিণী॥

ত্রিপদী। পাঁচ বৎসরের কালে কতো খেলে খেলা সাথে খেলেছেন ত্রিলোক জননী। যে খেলা যখন হয় কে করিবে পরাজয় খেলা মাত্রে হারিল সঙ্গিনী॥ সঙ্গের সঙ্গিনী ভাবে গঙ্গা সঙ্গে কে খেলিবে যেখেলা খেলাই তাতে হারি। এক খেলা আছে মনে খেলিব গঙ্গার সনে দেখিব হারাতে যদি পারি॥ এতবলি সখীগণ গঙ্গারে কহে তখন খেলা এক তন হইবে। উলঙ্গটা নাম তার বাকি আছে এইবার জান যাবে কে জিনে যাইবে॥ জয়া নামে সখি আসি শুনি বা হাসি হাসি সমান করিল দুই ভাগ। মৃত্তিকার ঘুট নিয়ে এক জন বুড়ি হয়ে বসিলা করিয়া অনুরাগ॥ কেহ গিয়া বুড়ি কাছে কথা কেহ শুনে পাছে চুপে চুপে কহে তার কানে। বুড়ি ঘুটি লুকাইল গঙ্গারে জয়া কহিল ঘুটি আছে আ কোন খানে॥ বিজ্ঞতার বিজ্ঞ জিনি চলিলেন তরঙ্গিণী বুঝি কি লুকাবে ঘুট তাঁর। গত মাত্রে ঘুটি লয়ে জয়ার হাতেতে দিয়ে আঁদি হৈলা কন বারেবার॥ জয়া বলে হয় নাই বাকি আছে শুন ভাই দাণ্ডাও চরণযোড় করি। ঘুট যদি হয় প র পদাঙ্ক দিয়া তোমার তবে হারি মানিব সুন্দরি॥ গঙ্গা

সঙ্গিনী সবে বলে সখী তা হইবে এতবলি কহিছে গঙ্গারে। পদযুগ যোড় করি দাড়াও অবনি পরি ঘুটি পায় না হইতে পারে ॥ শুনি সঙ্গিনীর বাণী দাড়াইলমা তারিণী হেনকালে শুন সমাচার। জয়া গিয়া ঘুটি নিয়া চরণ তলেতে দিয়া ঘুটি সে করিতে চাহে পার ॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়া কর সুর শৈবলিনী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নুতন গান নাম গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিনী ॥ ৬০ ॥

ত্রিপদী। তাবত পর্য্যন্ত মায়া যাবত চরণ ছায়া যেনা লয় তার প্রতি থাকে। জয়া ধরে দুই পায় এবার ছাড়ান দায় কাযে কাযে হারালে গঙ্গাকে ॥ ঈশ্বরী ভাবেন মনে জয়া ধরে যে চরণে আর আমি মিছা করি ছল। ভাবে পদ আলুইল সরশি পত্রের জল সেইমত করে টল টল ॥ জয়া শেষে ঘুটি নিয়া চরণ তলেতে দিয়া অনায়াসে পার করি হাসে। পরম আনন্দ মনে জিনিলা গঙ্গার সনে করতালি দিয়া রসে ভাসে ॥ গঙ্গার সঙ্গিনী যত ভঙ্গিয়া কহিছে কত আজিকেন হারিলে খেলায়। দিলে তুমি যত লাজ কে করে এমন কায প্রণাম তোমার দুটী পায় ॥ থাক তুমি মনোরঙ্গে আর কে খেলিবে সঙ্গে কে আর সহিবে অপমান। যদি আর খেলা হয় তোমার সাঙ্গেতে নয় তার হব যে রাখিবে মান ॥ গঙ্গা কহেন তখন শুন শুন সখি গণ আর কোন খেলাতে না হারি ত্রিভুবন করিতে জয় পারি যদি মনে হয় পায় ধরা খেলাতে না পারি ॥ শুন সখি কহি সার যে ধরে পদ আমার আমি

পাই বড় তাহে শঙ্কা । অনায়াসে জিনে যায় শমন উঙ্কা তায় ত্রিভুবনে তার জোর ডঙ্কা । অপূর্ব্ব খেলা গঙ্গার ত্রিদেবের বুঝা ভার সখি কি বুঝিবে মায় মায়া । যার সৃষ্টি ত্রিভুবন মাঝে পাপ বিমোচন কালান্তক কালী কাল জায়া ॥ এই মার বাল্য লীলা পুরাণে ব্যাস লিখিলা কত কব অনেক বিস্তার । শুন সবে কাল গেলো গঙ্গা নাম মুখে বল তিনকুল কর হ নিস্তার ॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়া কর শুর শৈবলিনী । কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নূতন গান নাম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ৬১ ॥

পয়ার । সতী শোকে সদাশিব কামরূপে বসি । জপেন সর্ব্বদা শিব তারা তত্ত্ব মসি ॥ শিব যে সংহার কর্ত্তা তাঁর এই ভার । তপেতে আছেন তিনি কে করে সংহার ॥ বিধাতা ভাবেন মনে সৃষ্টি পাছে যায় । যোগেতে আছেন তিনি কি করি উপায় ॥ বিবাহ না দিলে শিবের না দেখি নিস্তার । সৃষ্টি যায় ত্রিলোক কে করিবে উদ্ধার ॥ কে যাবে শিবের কাছে কে ভাঙ্গিবে ধ্যান । হিতে পাছে বিপরীত হয় যায় প্রাণ ॥ এইরূপে বিবেচনা করিয়া তখন । নারদে করিলা আজ্ঞা করহ গমন ॥ শুনিয়া চলিলা মুনি বিনা বাজাইয়া । উপনিত কামরূপে নাচিয়া গাইয়া ॥ শিবের বন্দনা করে গিয়া সন্নিধানে । দেখে শিব আছেন পরম রূপ ধ্যানে ॥ কিবা শক্তি শক্তির বিচ্ছেদে মহাকাল । সবাকার ধুলায় লোটায় জটাজাল ॥ কোটি চন্দ্র কিরণ প্রকাশে যে শরীরে । মলীন হয়ে

ছেমরি ভাসে প্রেম নীরে ॥ পার্ব্বতী পরমা গতি শিব যার প্রাণ। নিদয়ার কপটেতে গড়াগড়ি যান॥ যে দেখি শিবের ভাব আকার প্রকার। হবেকি সংহার হন আপনি সংহার॥ কিরূপে ভাঙ্গিবধ্যান নাহেখিউপায়। কোপে যদি চান তবে প্রাণ পাছে যায় ॥ চিন্তাকরি বিনা যন্ত্রে তান আরম্ভিলা। শিব শক্তি গুণ গান গাইতে লাগিলা ॥ সতীর জনম কথা গান মৃদুস্বরে। যে রূপে জন্মিলা দেবী হিমন্তের ঘরে॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ৬২ ॥

তোটক। জয় যোগপতি জগতের পতি। জগদীশ মহেশ পদে প্রণতি॥ শশী ধারক শম্ভু পিনাক কর। করুণাকর হে হর দীনবর ॥ বল বীন নবীন সুতান স্বরে। শিব নাম গুণে যেন মন হরে ॥ জলদুজ্জ্বল নির্ম্মল কান্তি ছটা। অব লোকয় লোচন তেজ ঘটা॥ কর কি কর হে করতাল ধর। চরণামৃত জীবন পানকর॥ শ্রুতি হে কর কি ছাড় অন্য কথা। চলনা চরণ শিব তীর্থ যথা॥ যদি মানস মুক্তিহবে এভবে। রসনায় জপ সদা নাম তবে॥ মন তুল্য ভজ হরি রাম হরে। হয় পাতকী যে মনে ভেদকরে॥ প্রভু দীন দয়াময় হে র দীনে। ভুবনেশ কৃপাকর স্বীয় গুণে॥ তুমি যার হেতু ভব ভাব ভবে। কর যোগ সমাপন লাভহবে॥ পরমেশ বিবাহ বিশেষ শুনি। মৃদু হাস্য যুত বদন অমনি॥ দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ মত ও পদে। বিরত কর শম্ভু বিষয় মদে॥ ৬৩ ॥

পয়ার। বিবাহ বৃত্তান্ত মুনি কহেন তখন। কহিলেন গঙ্গার জনম বিবরণ॥ শুনি বিবাহের কথা শিব আনন্দিত। বলে শুভকর্ম্মে গৌন নাহয় উচিত॥ কোন দিন কখন হইবে শীঘ্র চল। বিনি মূলে কিনিলে কি দিব বাছা বল॥ ব্যস্ত দেখি নারদের আনন্দিত মন। বলে আগে চল প্রভু ব্রহ্মার ভবন॥ এত বলি শিবেরে সঙ্গেতে মুনি করি। পথে কাব্য করিয়া চলিলা সুরপুরি॥ বিবাহ বিষয় প্রভু ব্যস্ত ভাল নয়। লক্ষ কথা বিনা কি বিবাহ করাহয়॥ আমি যা বলিব আগে করিবে তা বল। ঘটকালি কি দিবে প্রকৃত বলে চল॥ ভবানীর ভাবে ভোলানাথ আলইলা। অদেয় তোমাকে নাই ঋষিরে কহিলা॥ শিব কন আমার কথা যে মিথ্যা নয়। ভানু যদি হয় বাছা পশ্চিমে উদয়॥ চতুর্ব্বর্গ চাহ যদি দিতে আমি পারি। অদ্যাবধি হইলাম তব আজ্ঞাকারী॥ মুনি বলে ত্রিশ্বনাথ চরণে প্রণাম। জানিলাম এই জন্যে আশুতোষ নাম॥ অন্য উপাসনাকরে থাকে যার ধন। নির্দ্ধনের ধন প্রভু তোমার চরণ॥ কে আর আছয়ে প্রভু বিল্লদলে হেন। গাল বাদ্য করতালি যদৃচ্ছা পুজন॥ অতিঘোর ব্যাধিতে ঔষধ তব নাম। মুক্তহয় জীব স্বস্ত্যয়নে কিবা কাম॥ বলিতে কহিতে উপনীত সুরপুরী। যেখানে বসিয়াছিলা ব্রহ্মা আর হরি॥ দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী॥ ৬৪॥

পয়ার। হরেরে দেখিয়া হরি বন্দনা করিলা। আলিঙ্গন

রি এক আসনে বসিলা ॥ কিবা শোভা কহিব কি রূপ ম নোহর । নীলাচলে মিলিলা কি রজত শেখর ॥ হর হরি দুই জনে হরিসে বসিয়া । স্তবকরে দেবগণ সকলে আসিয়া । প্র ণাম করিয়া ইন্দ্র কহেন ব্রহ্মারে । কি করিতে হবে আজ্ঞা ক রহ আমারে ॥ ব্রহ্মা কন বিবাহের কর আয়োজন । আমি যাই সম্বন্ধ করিতে নিরূপণ ॥ গিরি কন্যা গঙ্গার সম্বন্ধ শিব সনে । স্বর্গে হয় আমার বাসনা এই মনে ॥ সাবধানে আয়ো জন আপনি করিবা । ত্রুটি গেলে কিন্তু অপমানিত হইবা ॥ এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গমন করিলা । হিমালয় আলয়েতে দর শন দিলা ॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী । রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ৬৫ ॥

লঘু ত্রিপদী । আহ্লাদে ব্রহ্মার ভূধর রাজার নিকটেতে উ ত্তরিলা । দেখিয়া রাজন পাদ্যার্ঘ্য আসন দিয়া ব্রহ্মারে পূ জিলা ॥ কুশলাদি পরে জিজ্ঞাসে ব্রহ্মারে কেন প্রভু আগমন । জন্ম আজি ধন্য ছিল কত পুণ্য ধন্য২ এ ভবন ॥ বিধি কন শুন করি নিবেদন তোমার পুণ্য উদয় । কন্যা বল যারে কে চিনে তাঁহারে তোমারে তারা সদয় ॥ আনহ তাঁহারে বিবাহ কাহারে দিবা মনে ভাবিয়াছ । বয়স কি হইল আগে তাহা বল কিবা নাম রাখিয়াছ ॥ এ কথা শুনিয়া গঙ্গারে আনিয়া কহিছেন গিরি হাসি । গঙ্গা নাম মার কন্যাটি আ মার প্রাণ হৈতে ভাল বাসি ॥ প্রাণ মেনকার মারলিতে আ র নাই কি কব তোমারে । বিবাহ এহার অনুমতি তাঁর বিনা

কহিতে কে পারে ॥ রূপ চমৎকার দেখিয়া গঙ্গার বৃহ্মা উঠে শিহরিয়া। বৃহ্মার জননী কুল কুণ্ডলিনী চেতনা কর হে প্রিয়া ॥ প্রণাম আমার চরণে তোমার সকলের সার তুমি। মেনকারে দয়া করিয়া অভয়া ধন্য ধন্য গিরি তুমি ॥ বৃহ্মা গিরিবরে কহিছেন পরে শুন ২ গিরিরাজ। তোমার কন্যার বিবাহের ভার আমারে দেহ এ কায ॥ কন্যা যোগ্য বর পরম সুন্দর ঘটাইব ভালঘরে। দেখিবে তখন হইবে যেমন যে ন গঙ্গা শিরে ধরে ॥ শুন গিরিবর পরম সুন্দর শুনে থাকিবা কি কব। কর অনুমতি করিয়া সংগতি স্বর্গে লয়্যা বিভা দিব ॥ ভুধর শুনিয়া বলে শিহরিয়া কি বলিলে দয়াময়। ঈশের ঈশানী হরের ভবানী এত কি পুণ্য উদয় ॥ কিছু কহি সার এইযে গঙ্গার যেরূপে জন্ম হয়েছে। হরে যে এমন জানি নিবেদন এইক্ষণে গৌন আছে ॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদে পরম আহ্লাদে কহে গঙ্গা পদতলে। আমার এ কায় যদি কাকে খায় ভাসে যেন তব জলে ॥ ৩৬ ॥

পয়ার। বৃহ্মারে কহেন গিরি শুন দয়াময়। গঙ্গার বিবাহ স্বর্গে কি রূপেতে হয় ॥ মেনকা নাহিক ঘরে স্নানেতে গিয়াছে। না বলে বিদায় দিলে কি হইবে পাছে ॥ প্রাণের অধিক গঙ্গা রাণী ভাল বাসে। না দেখিলে গঙ্গারে মরিবে অনায়াসে ॥ সে মরিলে আমি তবে মরিব নিশ্চয়। স্বর্গেতে বিবাহ হয় পরামর্শ নয় ॥ তবে হয় রাণী যদি অনুমতি করে। সে বিনা কেপারে ঘাড়ে দুটা মাথা ধরে ॥ বিধি কন শুন

গিরি তুমি বড় ভ্রান্ত। পাইয়া পরশ মণি কেন হও ক্ষুব্ধ ॥ পিতৃদত্তা কন্যায় কি মার অধিকার। মেনকারে এতভয় কি জন্যে তোমার ॥ আমি যাতে মধ্যবর্ত্তী বর সদাশিব। ইহাতে ভাবনা কর অল্প বুদ্ধি জীব ॥ আগে যদি জানিতাম কহিবে এমন। তবে কি এমন কথা কহিত এখন ॥ এত বলি বৃহ্মার ক্রোধেতে ওষ্ঠাধর। কাঁপে যেন মাঘের শীতেতে থর থর ॥ দেখে শুনে গিরির হইল মহাভয়। ক্ষমা কর ক্ষমা কর বলে মহাশয় ॥ নিয়া যাও স্বর্গে গঙ্গা করি নিবেদন। জানিলাম কোনরূপে আমার মরণ ॥ তোমার হইয়া ক্রোধ গঙ্গার বিচ্ছেদ। মেনকার খেদে আর হবে মর্ম্মভেদ ॥ তিন দিকে রক্ষা হয় না দেখি উপায়। এমন শঙ্কট কার কার হেন দায় ॥ দ্বিজ দুর্গা পৃসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ৬৭ ॥

পয়ার ॥ এতবলি গঙ্গার ধরিয়া দুটি হাতে। সেই হাত গিরি দেয় আপনার মাথে ॥ স্নেহেতে চক্ষের জল ঝর ঝর ঝরে। ভাসে কলেবর গদ গদ ভাব ভরে ॥ কি বলিবে গঙ্গারে না ভেবে কিছু পায়। গঙ্গার বিচ্ছেদ ভেবে ভাবে মোহ যায় ॥ পরে গিরি বলে মাগো কি কব তোমাকে। একেবারে নির্দয়া মা হইলা আমাকে ॥ আর কি বলিব মাগো মনে যেন থাকে। আর নাই আমারে মা পিতা বলে ডাকে ॥ সহস্র তনয় যদি ইন্দ্র তুল্য হয়। তোমার স্নেহের আগে কিছুই কিছু নয় ॥ স্নেহের সাগরে মাগো ডুবাইয়া ছিলা। এ

কেবারে দুঃখের সাগরে ফেলে দিলা ॥ জনক জননী জ্বরা দি নে দিনে ক্ষীণ। চলাচলে সামর্থ নাহিক গতি হীন ॥ শেষ কালে সন্তানের সকলি জঞ্জাল। রক্ষা মা করিবে ইহকাল পরকাল ॥ বিবাহের জন্যে ব্রহ্মা এসেছেন লইতে। স্বর্গেতে তোমারে মাগো হইল যাইতে ॥ কি জানি কিঘাটি মাগো হ ইল আমার। কন্যা পুত্রে ঘাটি কিমা লয় বাপ মার ॥ গঙ্গা র হইল দয়া গিরিরাজ প্রতি। শান্তনা করিয়া কিছু কন ভগবতী ॥ কেন কেন পিতা তুমি কর এতখেদ। জানিবা প শ্চাতে পিতা নাহবে বিচ্ছেদ ॥ ত্রিলোক ভুলান জিনি আপ ন মায়ায়। মা বাপের স্নেহে গঙ্গা ঠেকিলেন দায় ॥ আপনি কান্দিয়া মাতা হইলা অস্থির। তিতিল নয়ন জলে সকল শ রীর ॥ গিরি গঙ্গা দুই জনে করেন রোদন। সে ভাব দেখিয়া বিধি কান্দেন তখন ॥ কান্দিতে ২ ব্রহ্মা কহেন রাজারে। বিদায় করহ শীঘ্র গঙ্গারে আমারে ॥ শুনি গিরি হাথে ২ গঙ্গারে সুঁপিলা। নিয়া যাও প্রভু কিন্তু পরানে বধিলা ॥ এ তবলি ভূধর পড়িল ভুমিতলে। বিবাহের বিবরণ শুনহ স কলে ॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্ত ক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ৬৮ ॥

ত্রিপদী। গঙ্গারে করিয়া সঙ্গে স্বর্গে বিধি নিয়া রঙ্গে উপ নিত ইন্দ্রের সভায়। দেখি যত দেবগণ গলায় দিয়া বসন প্রণাম করিলা গঙ্গা পায় ॥ ইন্দ্র আদি দেবগণ গঙ্গারে দে খে তখন বলে একি রূপ চমৎকার। ত্রিলোক জননী জিনি

সাক্ষাৎ আপনি তিনি কে বুঝিবে মায়া সাধ্য কার ।। আ
সি দেব কন্যাগণ গঙ্গারে দেখে তখন ঘরে লয় বরণ বরিয়া
। ভাসে সবে প্রেমভরে মঙ্গল আচার করে হুলু দেয় রসনা
বাজাইয়া ।। শচি আসি কোলেকরি রত্নসিংহাশনোপরি বসি
লেন গঙ্গারে লইয়া । ব্রহ্মাণি সেরূপ হেরি বলে আহা মরি
মরি কার ভাগ্যে ছিল হেন মায়া ।। জন্মেছ গর্ভেতে যার
প্রণাম তাঁরে আমার কিবা পুণ্য প্রকাশ তাঁহার । এই মুখে
মা বলেছ ধন্য মা তাঁরে করেছ কে বুঝিবে দয়া মা তোমার
।। অপ্সরী সুরী কিন্নরী আর স্বর্গ বিদ্যাধরি গন্ধর্ব্বি যতেক দে
বগণ । গঙ্গার রূপ লাবণ্য দেখে বলে ধন্য ধন্য সবে কুলা
চারে হৃষ্টমন ।। শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়া
কর সুর শৈবলিনী । কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নূতন গান
নাম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ।। ৬৯ ।।

পয়ার । সভার কি কব কথা দেবতার স্থান । ইন্দ্রের ভব
নে ব্রহ্মা বিষ্ণু অধিষ্ঠান ।। বিচিত্র আশন স্থান দর্পণ সমান ।
যার যে মর্য্যাদা মত তেমতি বিধান ।। মনিকত প্রবাল মুক্ত
তা হিরা চুনি । পরিপাটি স্তম্ভে বেদী সোণার গাথনি ।। ক
টিতটে দেবরাজ কশিত বসন । স্থির নহে সভা মধ্যে করি
ছে ভ্রমণ ।। দেব ঋষি মুনির হইল আগমন । উত্তর দিকে
তে ইন্দ্র বসান তখন ।। আইল অসুর যত সংখ্যা নাহি তার
। তমোগুণি বিকট আকার সবাকার ।। পশ্চিম দিকেতে আ
সি বসিলা সকলে । আশুন বসুন ইন্দ্র সবাকারে বলে ।। দ

ক্ষিণ দিকেতে পিতৃলোক অধিষ্ঠান। প্রণাম করিয়া ইন্দ্র আ
দরে বসান॥ তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলা সকলে। চন্দন হ
ইবে কার কেহ কারে বলে॥ পূর্ব্বদিকে অপ্সর অপ্সরী নাচে গা
য়। কিন্নর কিন্নরী যন্ত্রে আনন্দে বাজায়॥ সভা মধ্যে সদা
শিব রজত আশনে। বসিয়া আছেন প্রভু হরসিত মনে॥
চারিদিকে মুনিগণ স্তুতিপাঠ করে। বিধাতা পড়েন বেদ আ
নন্দ অন্তরে॥ সমুদ্র কল্লোল যেন বাদ্য ঘটা ঘোর। অগুরু
চন্দন গন্ধে সভা করে ভোর॥ মণি তেজে আলো করে কি
কায দীপেতে। দেবতার বাজি দেখ কেপারে কহিতে॥ বৃহ
স্পতি পুরোহিত পদ্ধতি ধরিয়া। ত্বরা কর বলে পাছে লগ্ন
যায় বৈয়া॥ ইন্দ্রকে বলিল তুমি যাও নিজালয়। স্ত্রিয়াচা
রে দেখ যেন গৌন নাহি হয়॥ পুরোহিত বচন শুনিয়া আ
শুতোষ। ত্বরান্বিত দেখি মনে পরম সন্তোষ॥ হাসিতে২
ইন্দ্র গিয়া নিজালয়। বলে শুন স্ত্রী আচারে ত্বরা যেন হয়॥
একাধি ক্রমেতে বিধি গন্ধ মাল্য দিয়া। কন্যা দান করিতে
বসিল তুষ্ট হৈয়া॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী।
রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী॥ ৭০॥

ত্রিপদী। দেব মুনি কন্যা যত যার যে মনের মত অলঙ্কা
রে গঙ্গারে সাজায়। একে রূপসীর শেষ বিচিত্র দেখিয়া বে
শ কোটি চন্দ্র তেজ লজ্জা পায়॥ কেহ বলে মনে নাই ঔ
ষধ যে আগে চাই তার কি করিলা তাহা বল। কেহ বলে
পারাযাবে ভোলানাথ ভুলাইবে মোহিনীর ঔষধে কিফল॥

কেহ বলে একিরূপ পতি কেন হবেবশ জান সবে আপনা
র বেলা। কেহ বলে মরেযাই মাবাপ কাছেতে নাই এইজন্যে
সবে করেছেলা ॥ কোন রামা হাস্যাকয় সত্যবটে মিথ্যানয়
কুৎশিতাহইলে করেতাই। বুদ্ধাণী বলেন সেকি শাস্ত্রে আ
ছে মিথ্যাএকি ব্যবহারকরা আগেচাই ॥ শচীবলেশুন সবে
পতিসুয়া যেহইবে ঔষধ বাঁটিতেহবে তারে। এসভায়থাক
জিনি পরিচয় দেহতিনি পতিবড় ভালবাসেযারে ॥ পরস্পর
কানাকানি কেহ অতিঅভাগিনী কেহ হাস্যাবলিছে শচীরে
।কারে তুমি দেও ভার তোমার সমান আর আছে কেগো
বল আর কারে ॥ পুনঃ শচী হাস্যাবলে কার্য্যনাই বাকছলে
উপহাস করা মত নয়। কহিতে লাগিলা সভে যিনি যত
সুয়া তবে শুন সবে সেই পরিচয় ॥ শ্রী দুর্গাপ্রসাদ বলে গ
ঙ্গার চরণ তলে দয়াকর সুর শৈবলিনী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান
শুন মা নূতন গান নাম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ৭১ ॥

পয়ার। প্রথমত চন্দ্রের রোহিণী বলে শুন। আমার প
তির তুমি যান যত গুণ ॥ কি কহিব আমি যত মনঃপী ড়া
পাই। অশিত পক্ষেতে তার সঙ্গে দেখানাই ॥ মধ্যে ২
দেখাপাই করি তাড়াতাড়ি। বুঝ ইথে যত ভাব হয় বাড়া
বাড়ি ॥ সূর্য্যের পতিনী হয় সংজ্ঞা আর ছায়া। হাসিয়া ২
বলে শুন ইন্দ্র জায়া ॥ ছায়া বলে তুষ্ট তিনি আমারে যেম
ন। বুঝি আর ভাগ্যে কারো নাহবে তেমন ॥ তুষ্ট হৈয়া দি
য়াছেন তিনটি সন্তান। সন্তানের গুণে সদা পাই অপমান ॥

দুই পুত্র নাম তার মনু আর শনি। ভদ্রা নামে কন্যা কর্ম্ম নাসিনী পাপিনী ॥ ভদ্রায় করিলে কর্ম্ম অভদ্রায় পায়। শনির হইলে দৃষ্টি মাথা উড়েযায় ॥ অভাগীর কন্যা পুত্রে লোকে গালিদেয়। সন্তানের ভয়ে পাপ যমে নাহিলয় ॥ তাপেতে সুখাল তনু সর্ব্বদা তরাশ। যত তুষ্ট আমারে সন্তানেতা প্রকাশ ॥ সংজ্ঞা বলে আমার সন্তান তিনি বটে। প্রতাপে পর্ব্বত কাটে কে যায় নিকটে ॥ যমুনা স্বায়ম্ভুব মনু অতিবড় শান্ত। নাহি বিবেচনা যম কেবল অসান্ত ॥ কালাকাল বিবেচনা কিছু মাত্র নাই। বালক যুবক বৃদ্ধ সম তার ঠাঁই ॥ কালী তারা দুর্গা বলে করে যে পয়ান। তার কাছে গেলে বাছা পান অপমান ॥ শিব শক্তি দূতে গালিদেয় কত মত। কেবল যমেরে নয় মোরে শত শত ॥ সতিনের জন্যে কহিলাম পরিচয়। প্রচুর প্রেমের কথা আর বলা নয় ॥ পরে শচী অগ্নির জায়াকে কিছু কয়। স্বাহা তুমি কহ শুনি নিজ পরিচয় ॥ স্বাহা বলে শুন শচী করি নিবেদন। অগ্নির গৃহিনী আমি জান সে যেমন ॥ তাপে তনু দহে আর কব কি বিশেষ। ঘৃতদিয়া খাইয়া নাম করিলেন শেষ ॥ এইরূপে সকলে কহিয়া পরিচয়। ব্যঙ্গেতে শচীরে কিছু অবশেষ কয় ॥ সুয়ানই আর তুমি শুনিতে কি চাও। পতি সুয়া তুমি বট সেটা কি জানাও ॥ ঔষধের গুণে পতি করিয়াছ বশ। নিত্য যুবা বয়েশ জানগো কত রস ॥ শচী বলে সকলে সে কথা কব পাছে। যে বাঁটিবে ঔষধি সে এই খানে আছে ॥

দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া নন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভ ক্তিতরঙ্গিণী ॥ ৭২ ॥

পয়ার। এত বলি লক্ষ্মীরে ডাকিয়া শচী বলে। যার গুণে বান্ধা বিষ্ণু পরম কৌশলে ॥ ঈষত হাসিয়া শচী লক্ষ্মী পানে চায়। ঔষধ বাঁটিতে তারে বলে ইশারায় ॥ কমলা কহেন কিছু হাসিয়া ২। আমারে বলিলা শচী কি ভাব দেখিয়া ॥ হাজার সোলোর মধ্যে আমি এক জন। রাক্ষসীর মধ্যে থাকি জান সে যেমন ॥ কালাটির কেবল বাহিরে নয় কাল। কি বুঝি বলিলা ভাল ভালবাশে ভাল ॥ তবে যে বঞ্চিত কথা তাঁর সঙ্গে হয়। সেবা গুণে কন কথা না কহিলে নয় ॥ শচী বলে কেন তুমি ভুলাও আমারে। যে না জানে সে কথা গো ভুলাও তাহারে ॥ ত্রিভুবন কালাকাল কালে লয় হয়। ভাসিয়া বেড়ান তবু তোমা ছাড়া নয় ॥ ঔষধি বাঁটিতে চল ঠাটে কার্য্য নাই। কমলা বলেন তবে তুমি আইস যাই ॥ এত বলি দুইজনে মুখে দিয়া মধু। ঔষধ বাঁটেন শিলে শচী বিষ্ণু বধু ॥ এক মনে বাঁটেন দুজনে নন ছাড়া। প্রস্তুত করিলা বাঁট্যে নাম ঝালিঝাড়া ॥ একইশ পানেতে ঔষধ সাজাইয়া। স্ত্রীআচার বরণ ডালা রাখে সাজাইয়া ॥ সোনা মুনি দুটি ফল অনাসে আনিলা। হরিসে হরের মন যতনে রাখিলা ॥ কেহ বলে চিত্ত ছাড়া না করিহ হর। চিতার কাটিতে দীপ জ্বালে ভদন্তর ॥ কমলা বলেন কেন এত আকিঞ্চন। মিলাযাবে সোণাতে সোহাগা যেন মন ॥ দ্বিজ

দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী । রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ৭৩ ॥

ত্রিপদী । সভা মধ্যে বৃহস্পতি ধরিয়া শেষে পদ্ধতি স্তুতি পাঠ আরম্ভ করিলা । শিবেরে করি বরণ দিলা বস্ত্র আভরণ তন্ত্র মন্ত্র বিশেষে পড়িলা ॥ পরে সভাসদ যত যার যে মর্য্যাদা মত পরিতুষ্ট সকলে করিয়া । শেষে ইন্দ্র শিব লিঙ্গে স্ত্রীআচারে মনোরঙ্গে আপন আলয়ে গেলা নিয়া ॥ বর আইল বলে তখন প্রমানন্দে রামাগণ হুলুদেয় করে স্ত্রীআচার । সদাশিব রূপ হেরি বলে আহামরি মরি ভাল ভাল কপাল গঙ্গার ॥ স্ফাটিক নিন্দিত আভা মরি কি তনুর শোভা কিবা নাসা খগ চঞ্চু জিনি । ওষ্ঠ জিনি বিম্ব ফল মুখ শ্বেত শতদল আঁখি যেন খঞ্জন কামিনী ॥ কর পদতলে যেন কমল প্রফুল্ল হেন শিরে শশী নাশে অন্ধকার । ধন্য পুণ্য বিধাতার কিবা বস্ত্র অলঙ্কার দিয়াছেগো ধন্য জন্ম তাঁর ॥ লোকের অসাধ্য নাই কেহ বলে মুখে ছাই ভাঙখায় পাগলের মত । কত কথা কয়েছিল সে সকলি ফিরা হৈল বুঝিলাম তারা জ্ঞান হত ॥ যাহার যেমন ভাব হবে সেই মত লাভ আনন্দে কহিছে কেহ হাসি । সুন্দরী বলিয়া মনে যাহার আছিল জ্ঞানে ইহার আগেতে সব দাসী ॥ গঙ্গার রূপ যেমন দিয়াছে বিধি তেমন হাঁড়ির উপযুক্ত বটে শরা । এইরূপে নারীগণ কহে মহা হৃষ্টমন পরে স্ত্রীআচারে করে ত্বরা ॥ শ্রী দুর্গাপ্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়াকর সুর

ঙ্গেবলিনী । কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নূতন গান নাম গ
ঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ৭৪ ॥

পয়ার । কন্যা কর্ত্তা বৃদ্ধানির আনন্দিত মন । শিবের স
ম্মুখে আসি করিছে বরণ ॥ সাতবার হাতে হাতে বরণ করি
য়া । তিনবার নিল মাথে ডালা ঠেকাইয়া ॥ মহৌষধি পূর্ব্বে
তে রাখিয়াছিল পানে । হাস্য২ হর অঙ্গে দেয় নানা স্থা
নে ॥ ধুস্তুর দীপেতে পরে আরতি করিল । ধান্য দূর্ব্বা স্বস্তি
কাদি মস্তকেতে দিল ॥ জগন্মোহন রূপ ধরেছেন শিব । যে
ভাবে যে দেখে মোহ যায় সর্ব্বজীব ॥ যিনি যিনি স্ত্রী আচা
রে ভাব্যেছিলা আর । ফিরা হইল ফের পৈল ফিরা যাওয়া
ভার ॥ চৌদিগে কামিনী যত যেন পদ্মমালা । সূর্য্য যেন শি
ব মধ্যে করেন উজ্বলা ॥ কেহ বলে কারো মুখে কথা কন
নাই । কেহ বলে কৈতে চাই ভুলে শেষে যাই ॥ শিব রূপ
সুধার সাগরে চিত্ত যার । একেবারে ডুবিয়াছে না জানে সাঁ
তার ॥ কেহ কেহ অনিমেষে আছে রূপ চায়্যা । বলে জল
কেবা চাবে কেগো হেন মায়্যা ॥ হর রূপ যে অঙ্গে পসল
চক্ষু যার । পালাটয়া আনা ফিরে অতি বড ভার ॥ দেখে ব
লে দুটা আঁখি দেখিব গো কতো । মিটিতো কিঞ্চিৎ খেদ
যদি হতো শতো ॥ আহা বিধি হঙ্গ মরি বিবেচনা নাই ।
বিধিরে পাইলে কিছু বিরলে বুঝাই ॥ এইরূপে রামাগণ দে
খ করে মনে । মনে মনে নিন্দা পতি আপনা আপনে ॥ স
তীর সতিত্ব জিনি দাঁড়াইয়া তিনি । ধৈর্য্য কিহইবে ইথে আ

বলা কামিনী ॥ শাস্ত্রের সম্মত বটে কথা মিথ্যা নয়। পুত্র ব দেখিলে কামিনী ব্যস্ত হয় ॥ এখানে এরূপ ইহা কহিলেন ব্যাস। মহা ভাগবতের কথা অপূর্ব্ব বিন্যাশ ॥ স্ত্রী আচার সংক্ষেপেতে কহিলাম আমি। একথা শুনিলে হয় শিব পথ গামি ॥ সভার মধ্যেতে সদাশিব উপনিত। পরে শুন ভগিরথ বিবাহ বিহীত ॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী ॥ ৭৫ ॥

ত্রিপদী ॥ বসাইয়া পদ্মাসনে ইন্দ্র বিষ্ণু দুই জনে সভায় আনিলা গঙ্গা মায়ে। শোভা কি হবে যেমন তারা গণ মধ্যে যেন চন্দ্রের উদয় অন্ধকারে ॥ কিম্বা যত দেবগণ যেন চন্দনের বন কৃপাময়ী কল্পতরু মাঝে। কিম্বা শোভা সরোবর রক্ত পদ্ম বহুতর মধ্যে শ্বেত শতদল সাজে ॥ কত কব রূপ মার সভাশুদ্ধ চমৎকার প্রণাম করিল পদতলে। জগত মোহিনী যিনি ত্রিভুবন প্রশবিনী দেখি স্তুতী করিছে সকলে। ইন্দ্র বিষ্ণু দুইজন গঙ্গারে নিয়া তখন শিবেরে করেন প্রদক্ষিণ। প্রদক্ষিণ হয় যার ভাব তার বুঝা ভার মার মায়া বুঝিতে কঠিন ॥ শুভ লগ্ন শুভ দিন সমসূত্রে প্রদক্ষিণ সাতবার হইল গঙ্গার। পরম আনন্দ মনে শুভ দৃষ্টি দুই জনে শুভক্ষণে কিশোভা তাহার ॥ দেবরাজ নারায়ণ ভাব ভরে দুই জন শিবের সংমুখে রাখি মারে। মনেতে জন্মিল ভাব বলে একি রত্ন লাভ ভক্তি ভাবে বন্দিলা ব্রহ্মারে ॥ বলে ব্রহ্মা ন্য ভাই তোমা সম বন্ধু নাই তোমা হইতে জনম সফল

আর কার ছিল মনে হবে দেখা মার সনে কে দেখিত ওপদ কমল ॥ পরে প্রজাপতি সুখে আঁচমন চারি মুখে ত্বরা কর লগ্ন বয়ে যায়। গোবধ্ব উপবেসন বিষ্টর দান ততক্ষণ পাদ্য আদি দিল শিব পায় ॥ কোন গোত্র রাশি নাম কার পুত্র কোথা ধাম হাস্যা জিজ্ঞাসিল বৃহস্পতি। শিব ঠেকিলেন দায় নারায়ণে ইশারায় বলিতে বলিলা পশুপতি ॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়া কর সুর শৈবলিনী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নূতন গান নাম গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ৭৬ ॥

পয়ার। হাসি হাসি নারায়ণ বলিলা ব্রহ্মারে। কি বলিব হর আজ্ঞা করিলা আমারে ॥ আমি যাহা জানি তাহা তুমি কিনা জান। এই কাবে উপহাস করা অবিধান ॥ প্রভুর বংশের আদি ভাবিয়া না পাই। কহিতে চাই তমগুণ ভাবিয়া উরাই ॥ আদ্য অন্ত মধ্য আছে যদি কেহ চায়। দিব্য করি কহিলেকে করিবে প্রত্যয় ॥ বিধি তুমি বিজ্ঞবট জানহ বিধান। আদি নাথ নামে আদ্যা হইবেক দান ॥ শুনি বিধি হর হস্ত পদ্ম হস্তে ধরে। সেই হাথ রাখে বিধি ঘটের উপরে ॥ গঙ্গার কমল কর হর হস্তে দিলা। পদ্ম মালা দিয়া হস্ত ঢাকিয়া রাখিলা ॥ কিবা এ অপূর্ব মায়া বুঝা অতিভার। যার গুণে সৃষ্টি বান্ধা হাত বান্ধা তার ॥ মন্ত্র পড়ি বিধি শিবে স্বস্তি বল বলে। জন্মিল পরম ভাব ভাসে চক্ষু জলে ॥ স্বস্তি না বলিয়া শিব বলেন ব্রহ্মারে। দক্ষিণা কি দিব তবে বলহ

আমারে ॥ ব্রহ্মা কন শুন প্রভু করি নিবেদন । বে
রে দিব তুমি সেই ধন ॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ...।দি
নী । রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ৭৭ ॥

পয়ার । পুন বলে কোটি রত্ন অনুমতি হয় । মহেশ নিবে
ন মনে কথা কিছু নয় ॥ মৌন দেখি মহেশেরে বিধি লজ্জা
পায় । শসাগরা পৃথিবী দক্ষিণা দিতে চায় ॥ নেয়ানয় ঈশা
ন যে ঈষত হাসিল । ব্রহ্মার হইল ভয় ভাবিতে লাগিল ॥
পরে বিধি বলে প্রভু স্বর্গ দিতে চাই । প্রভু বলে বিধি বট বি
বেচনা নাই ॥ উদ্বিগ্ন হইয়া ব্রহ্মা মহাদেবে কন । শেষকালে
বলে প্রভু লও ত্রিভুবন ॥ শঙ্কর বলেন বল কি কায ইহাতে
। কিঞ্চিৎ এমন দেও উপকার যাতে ॥ বিধাতা বলেন একি
হইল অপ্রতুল । নারায়ণ কন কেন এত হ্লে ভুল ॥ সভা
শুদ্ধা সকলেতে ভাবিয়া না পায় । বলে ওহে ব্রহ্মা একি ঠে
কিলেন দায় ॥ কানে কানে ব্রহ্মারে কহেন নারায়ণ । কেন
পিতামহ তুম ভাব অকারণ ॥ দক্ষিণার বিবাহ দক্ষিণা দি
তে হয় । মনে মনে ভাবিয়া দেখ না মহাশয় ॥ ভাবে দেখ
পুণ্য কর্ম্ম যত কিছু হয় । দক্ষিণাতে দক্ষিণান্ত করে মহাশয়
॥ কেন তুমি মিছা ভাব শুন গুণধাম । বিল্লপত্রে লিখে দেহ
মার গঙ্গা নাম ॥ গঙ্গা নাম তুল্য কি দক্ষিণা আর আছে ।
কোল দিয়া বিষ্ণুকে বসান বিধি কাছে ॥ বিল্লপত্রে লিখি
দিল মার গঙ্গানাম । দক্ষিণায় তুষ্ট শেষে শিব গুণধাম ॥
স্তুতি বাক্য মহাদেব বলেন ব্রহ্মারে । বিধি তুমি দয়াময় কি

ভক্তের সর্ব্বস্ব ধন নাম মাত্র সার। জন্মের সার্থক হইল আমার॥ গঙ্গানাম দক্ষিণাতে তুষ্ট গুণ ধাম। জপেন সর্ব্বদা শিব মার গঙ্গানাম॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী। ৭৮

লঘু ত্রিপদী॥ বশিষ্ঠ তখন ভগিরথে কন শুন সূর্য্য বংশধর। গঙ্গা গঙ্গাধর হৈল একোত্তর রূপ অতি মনোহর॥ আশি নারীগণ নানা অভরণ যৌতুক আহ্লাদে দিলা। কব কত আর সে লীলা গঙ্গার ব্যাস পুরাণে লিখিলা॥ প্রেমে পুলকিত দুজনার চিত সঙ্কেতে পূর্ব্ব সম্বাদ। বাক্য রূপ সুধা পানে গেল ক্ষুধা উভয়ে মনে আহ্লাদ॥ বিক্রম গঙ্গার পরে শুন আর মেনকার বিবরণ। ভুধর রাজার শোকে বাঁচাভার শোকে রাণী অন্য মন॥ স্নানে গিয়াছিল ফিরিয়া আইল ঘরে নাদেখি গঙ্গারে। সুখাইল মুখ বলে ফাটে বুক জিজ্ঞাসা করে রাজারে॥ কহিছে অচলে কোথা গঙ্গা বলে নাদেখে বিকল মন। কহিল তখন পূর্ব্ব বিবরণ শুনি রাণী অচেতন॥ গঙ্গার বিচ্ছেদে রাণী কান্দে খেদে ডুবিয়া মরিতে যায়। রাজা ধরে তারে রাখিতে না পারে বলে বিধি একি দায়॥ রাণীরে বসায় ক্ষণে মোহযায় ক্ষণেক চেতনপায়ে। তর্জ্জন গর্জ্জনে ভৎসন বচনে বলে আনিদেহ মায়॥ প্রবেশিব জলে অথবা অনলে কিম্বা বিশ আজি খাব। গঙ্গা২ করি যদি প্রাণে মরি মরে কি গঙ্গা না পাব॥ ক্রুরে শীরে ঘাত ধরে গিরি হাত মেনকা কান্দি অস্থির। কম্প সবাকার অধিক রা

জার রাখা নাবায় রুধির ।। পরে গিরিবর ধরি রাণীকর সান্ত্ব না অনেক মতে। কত কব আর বিস্তার তাহার আছে মহা ভাগবতে ।। শ্রী দুর্গাপ্রসাদে পরম আহ্লাদে বলে গঙ্গা পদ ত লে। মনেতে আনন্দ ওপদারবিন্দ পাই যেন অন্তকালে৭৯

পয়ার। রাণী বলে আরে বিধি কি কব তোমারে। জাননা যে আর নাই মাবলে আমারে ।। চক্ষুর পুতলি গঙ্গা প্রাণের সমান। ধুলাদিয়া চক্ষে কেড়ে লয়েগেল প্রাণ।। বিধিরে কি দিব দোষ কিদোষ রাজার। বুঝিলাম যত দোষ সকলি পদ্মা র ।। ডুকুরে ফুকুরে কান্দে ডাকে গঙ্গা মারে। বলে কোন দো ষে মাগো ছাড়িলা আমারে ।। কে আর খাইবে বল এ ক্ষীর নবনী। গলাধরে কে ডাকিবে বলিয়া জননী ।। এইযে কি ঞ্চিত কাল সঙ্গে দেখানাই। ফাটেবুক দুঃখভরে ফাটে দুটি মাই ।। আর কি বাঁচিব মাগো প্রাণ রবে ধড়ে। খেদকরে কান্দে রাণী পড়িয়া ভুতলে ।। কর্দ্দমহইল ধুলা নয়নের জ লে।। রাণী বলে কত আর সবো মনস্তাপ। যেমন গঙ্গার ক ম্ম করি অভিশাঁপ ।। দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ।। ৮০ ।।

পয়ার। এতবলি ক্রোধকরি হাতে জল লয়। বলে যদি স্ব তীর সতীত্ব সত্য হয় ।। তবে তার এই কর্য্যে নিবেদন পায়। গঙ্গার শরীর যেন জল হয়ে যায় ।। জল ফেলে দিয়া ভুমে হৈল অচেতন। জানিলেন গঙ্গা মনে ভাবেন তখন ।। ঘাটি বুটে নাকহিয়া আনিয়াছি মারে। দৈব আমি দৈবদোষে ফে

মিলা আমারে ॥ তুষ্ট আমি মায়ের চরণে ভক্তি যার। তা বারে অদেয় কিছু নাহিক আমার ॥ মাতা গুরু অতি গুরু আমি ভাল জানি। মাতৃ ভক্ত জীব মুক্ত মহেশের বাণী ॥ মায়ের চরণে মতি ভক্তি থাকে যার। বারানশী ঘরেবসি দর্শ ন তাহার ॥ প্রসব বেদনা ভাল জানি বারে ২। সন্তানের মা য়া মায় ভুলিতে নাপারে ॥ মায়ের মায়াতে গঙ্গা কান্দিয়া অস্থির। তিতিল নয়ন জলে সকল সরীর ॥ যদ্যপি মায়ের শাঁপ আমি নাহি মানি। বেদ মিথ্যাহয় কহেন শুলপানি ॥ মাত অভিশাঁপ গঙ্গা করিতে সফল। গেল কায়া মহামা য়া হইলেন জল ॥ হাহাকার দেবগণ করে একি বলে। ব্রহ্মা আসি ব্রহ্ম জল রাখে কমণ্ডলে ॥ এই গঙ্গা জলের মাহাত্ম্য বলা ভার। মুক্তির কারণ ইনি সকলেরসার ॥ দ্বিজদুর্গাপ্রসা দ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ৮১

লঘু ত্রিপদী। পতিত পাবনী মাতা সুরধনী শুন বাছা ভ গিরথ। নিলে নাম যার সংসারে নিস্তার পায় পুরে মনোর থ ॥ উদ্ধারিতে শাঁপ মনের সন্তাপ তব পিতৃ পিতামহ। প ন্না আরাধিলা শরীর ত্যজিলা ব্যাস কি কব সমুহ ॥ বসিষ্ঠ বচন শুনিয়া তখন ভগীরথ কান্দে বলে। কার্য্য নাহি আর এ পাপ সংসার নিবেদন পদতলে ॥ কিন্তু শুন গুরু বাঞ্ছা কল্পতরু কর কৃপা অবলেশ। নাহি জানি মন্ত্র উপাসনা ত ন্ত্রে কহনা সে উপদেশ ॥ শুন গুরু সার প্রতিজ্ঞা আমার নি বেদি পদ কমলে। মন্ত্রের সাধন শরীর পতন মারে জানিব

ভূতলে ।। বশিষ্ঠ শুনিয়া উঠে সিহরিয়া বলে শুন গুণাকর । সে বড় কঠিন ভজন অধিন তাতে তুমি শিশুতর ।। মুনি মানাকরে নাশুনিয়া পরে ভগীরথ কান্দ্যা কয় । দেহ গুরু শিক্ষা নাহি এই ভিক্ষা আমারে হও সদয় ।। শুনি মুনিবর দিক্ষা তদন্তর দিব কৈল অনুমতি । বলে গুণাকর শুন পূনর্ব্বার কুলদেব পশুপতি ।। শৈব সূর্য্যবংশ আশুতোস অংশ এ কুলে মহেশ স্বামী । যে ভক্তি তোমার হইবে উদ্ধার বুঝিলাম সার আমি ।। শুনি শিশুমতি গুরুকে প্রণতি মিনতি করিয়া কয় । বলে মুক্তকর আমি যে কাতর কাল বিলম্ব না হয় ।। শ্রী দুর্গাপ্রসাদে মনের আহ্লাদে বলে গঙ্গা পদতলে । আমার এ কায় যদি কাকে খায় ভাসে যেন তব জলে ৮২

ধূয়া । যদি ত্রান হইবে ভবে । তবে শুন মন মজ শ্রীগুরু চরণে ।। মরিলে কে সঙ্গে যাবে সকলি পড়িয়া রবে সঙ্গের সম্বল ভুলোনারে মন ।। প্রভু যা দিয়াছে কানে ।। পর ধূয়া ।

পয়ার । মুনি কন ভগীরথ শুনহ বিধান । শুচি হয়ে থাক আজি করি দুগ্ধপান ।। শুনি ভগীরথ পরে করেনিয়মিত । থাকিলা সেদিন শুচি আছে যেই রীত ।। পররদিন পরম আনন্দে তপোধন । পূজা হোম জপকরে একচিত্ত মন । ভগীরথ ভক্তিভাবে বসিলা নিকটে । মহেশের মহামন্ত্র কন কর্ণপুটে প্রফুল্ল কদম্ব যেন তনু সিহরিল ।। ভগীরথ ভাবে মনে একি চমৎকার । সকলি যে মিছা দেখি অনিত্য সংসার ।। কহিবার কথা একি কব আমি কারে । যে না জানে এ

তত্র সে আছে অন্ধকারে ॥ গুরু যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম পদ কল্পত রু দেবতা কোথায় মোর দেব দেবগুরু ॥ কি দিলে দক্ষি ণা হয় না দেখি উপায়। বিনিমূলে বিকাইলাম শ্রী নাথের পায় ॥ ভক্তি ভাবে ভগীরথ করে প্রণিপাত। বশিষ্ঠ বলি লে শেষ ধরি দুটি হাত ॥ তারপর মায়ের নিকটে রাজা যা য়। গঙ্গা আরাধিতে যায় হইয়া বিদায় ॥ কান্দিয়া অস্থির পুরবাসি আর রাণী। না মানে নিষেধ ভগীরথ কারো বাণী ॥ ভগীরথ বলে মাগো শুন তবে সার। পিতৃ কর্ম্ম যে না ক রে বৃথা জন্ম তার ॥ পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ যোগ যাগ যত। লাভ হয় পিতৃ তুষ্টে বেদের সম্মত ॥ করিয়াছি প্রতিজ্ঞা আ নিব গঙ্গা মারে। নিশ্চয় কহিলাম আমি যাইব সত্বরে ॥ দ্বি জ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গা ভ ক্তি তরঙ্গিণী ॥ ❁ ॥ ৮৩ ॥ ❁ ॥

ধুয়া ॥ মরি কিবা স্নেহ মার সন্তানের প্রতি তাঁর যাও কিম্বা রয় কথা রাণীর বলঃ ভার। রাণী বলে ভগীরথে সা বধানে যাবে পথে বাঁচি যদি দেখা হবে মা বল একবার ॥ প্রাতঃকালে করো স্নান ফল মূল জলপান খাবে বনে কি পা ইবে আর ॥ ❋ ॥

চামর ছন্দ ॥ নিতান্ত জানিল রাণী পুত্র যাবে তপস্যার্থ। রক্ষা বান্ধে মাথে রাণী শোঁপে সর্ব্ব দেবতার পায় ॥ শীতল কিরণ রবি কর প্রভু নিজগুণে। বনের দেবতা রক্ষা করিবে নীবিড় বনে ॥ সুধাকর ক্ষুধা হৈলে দয়া করো ভগীরথে। দু

গতি হারিণী মাগো নিয়াযাবে ভাল পথে। তরুগণে ছায়া দিও পশু পক্ষ বন্ধু হবে। ধরা তুমি ধৈর্য্য রূপা অপরাধ না হি লবে॥ কালরাত্রি কালী মাগো নিবেদিব পায় কত। অভয় করিবে দান পালিবে সন্তান মত॥ সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা ঝাটতে প্রসন্না হবে। দিনে দয়া করিলে মা জগতে ঘোষণা রবে॥ এতবলি ভগীরথে বিদায় করিয়া বলে। সাবধান হবে বলে ভাসিল নয়ন জলে॥ ছিন্ন তরু হেন রাণী ভূমে গড়াগড়ি যায়। মাতৃ আজ্ঞা লয়্যা ভগীরথ সুখে বনেযায়॥ ক্ষণে উঠে ক্ষণে রাণী স্নেহ জন্যে মূর্চ্ছাযায়। বৎস হারা গাভী যেন যায় পথ পানে চায়॥ মরি কি মমতা মার মার তুল্য নাহি আর। সন্তানের জন্যে যত দুঃখ ভেবে দেখমার॥ ভগীরথ মায়ের পদসর্ব্বদা ভাবেন মনে। গঙ্গা আরাধনা হেতু প্রবেশ করিলা বনে॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে কত গুণ কব মার। মাতৃ ভক্ত যেই জন তাঁর পদে নমস্কার॥ ৮৪॥

ধুয়া। ভগীরথ কাননে প্রবেশে প্রথমত।

ত্রিপদী। বালক ভগীরথ না চিনে কোন পথ করিলা কাননে প্রবেশ। তমাল সালতাল রসাল শরজাল দেখিয়াস্মরয়ে মহেশ॥ ডাকিছে বনে ঘন সঘনে পশুগণ মহিষ শার্দ্দুল চামরি। পড়িয়া অজাগর গজয়ে ঘোরতর কালিনী কুলিশ পামরি। শভয় অতি মনে সিংহের নাদ শুনে গহনে গরজে গভীর। গুহিনী ছাড়ে গাব ভয়েতে গেল ভাব রাজার কাঁপিছে শরীর॥ গরজে থেকে থেকে বেড়ায় ডেকে ডেকে গা

গুার মাতঙ্গ উল্লুক। বনেতে পশু যত সভারে উনমত্ত দেখি
ছে ভালকী ভালুক॥ পশুতে ঘেরেপরে দেখিয়া নরবরে ভ
য়েতে সুখাইল মুখ। মহেশ ভাবি মনে মুদিল দুনয়নে কাঁ
পিছে থর থর বুক॥ ঠেকিলা ঘোর দায় পশুতে খেতে চায়
ভয়েতে কাঁন্দে মোহ যায়। বলিছে কোথা হর বিপদে গঙ্গা
ধর শুনেছি ওপদ উপায়॥ যদ্যপি প্রাণ যায় তাহাতে খেদ
নয় মনেতে রবে এইখেদ। মৃত্যুর মৃত্যু ভয় ও নাম নিলে
যায় মিছা যে হবে প্রভু বেদ॥ শুনহে পশুপতি আমি যে
শিশুমতি ভকতি জ্ঞান কিছু নাই। পশুতে প্রাণে মারে আ
র ডাকিব কারে ভরশা ও নাম দোহাই॥ নিষ্পাপ ও শরী
র রাজন অতিথীর কাতরে ডাকে সদাশিবে। যে নামে যম
কাঁপে সর্ব্বদা সে আলাপে পশুতে তার কিকরিবে॥ ভকত
ভগীরথ পায়েছে জ্ঞান পথ সকলি গুরুর কৃপায়। নামেতে
কিনা হয় কি করে পশু ভয় সভয়ে সুদূরেপলায়॥ ভাবে
তে গদ গদ ভাবিছে শিব পদ হৃদয় কমলে রাজন। কানন
নির্জ্জনে সেপদ রাখে মনে করিছে স্বকার্য্য সাধন॥ যাহারে
বিধি বাম না জানে শিবনাম সেআছে বিষম প্রমাদে। নামে
তে চারিফল নয়নে ঝরেজল বলিছে শ্রীদুর্গা প্রসাদে॥ ৮৫।

ধুয়া॥ শিব কিঞ্চিৎ করুণা কর হইয়া সদয়।
প্রভু ওহে করুণাময়॥

পয়ার॥ তিন কালে পার্থিব লিঙ্গেতে পুজে হর। নামে
তে নিমগ্ন চিত্ত ডাকে নিরন্তর॥ নবীন শ্রীফল দল জল বন

ফল। সয়ম্ভু চরণে দেয় অপূর্ব্ব কমল ॥ করে করে কর তালি কক্ষ বাজাইয়া। গাল বাদ্য গান করে নাচিয়া নাচিয়া॥ অবসানে অষ্টঅঙ্গে সহস্র প্রণাম। অবিরত রসনায় জপে শিব নাম॥ সহস্র বৎসর ধ্যান করেন রাজন। পড়িছে বিষম ফের শুনহ কারণ॥ হর বৈশে হিমালয় গঙ্গার বিচ্ছেদে। পুনর্ব্বার যোগেতে আছেন প্রভু খেদে॥ কামদেব ভস্ম হবে হবে জন্ম মার। মেনকার গর্ব্ভে জন্ম হবে পুনর্ব্বার॥ গৌরীর বিবাহ হবে গঙ্গাধর সনে। ভাবভরে ভব বস্যা ডাকিছেন মনে॥ হেনকালে মহেশের মন উচাটন। ভক্ত ভগীরথ হেথা করিছে স্মরণ॥ ঈশান ভাবেন ভাল দায় উপস্থিত। একে মরি মনো দুঃখে একি বিপরীত॥ আমি যার পাদ পদ্ম ভাবিয়া নাপাই। ভগীরথ বালক ভাবেন মনে তাই॥ পাখা হীন পাখি যেন উড়িতে সেচায়। সাঁতারে সমুদ্র পার হেন অভিপ্রায়॥ কি করিব সূর্য্য বংশ ভক্ত অতিশয়। ভগীরথে না রাখিলে নাম লোপ হয়॥ ব্যস্ত আমি সর্ব্বদা যোগেতে যায় দিন। ভূতলেতে গঙ্গা আনা বড়ই কঠিন॥ দয়া করি দৈববাণী কহেন মহেশ। গঙ্গা আরাধনা কর কহিলা বিশেষ॥ ভগীরথ দৈববাণী শুনি ভাবে মনে। শুন গঙ্গা আরাধনা দ্বিজ কবি ভনে॥ ৮৬॥

ত্রিপদী॥ চলে রাজা হিমাচলে কোথা গঙ্গা গঙ্গা বলে দয়াময়ী ভক্তের জীবন। আমি দিন অকিঞ্চন বিপত্তে তব চরণ শুনিয়াছি তারণ কারণ।। হিমালয়ে উপনিত গঙ্গার

গুণান্ গীত গায় রসনায় জপে নাম। বশিয়া পর্ব্বতো পরে
কঠোর তপস্যা করে শুদ্ধশীল শিশু গুণধাম ।। প্রথমতঃ যো
গে মন শরীর করে শোধন নেতি ধৌতি বস্তির স্তম্ভন। গুরুর
কৃপায় দিক্ষা হইল সকল সিক্ষা সিদ্ধ করে চৌরাশি আস
ন ।। শরীর করিলশুদ্ধি নির্ম্মল করিল বুদ্ধি সমাধিতে বসিল
রাজন। গুরু উপদেশ যোড়া সিদ্ধি করে মন্ত্রযোটা করে কুল
কুণ্ডলী চালন ।। ভক্তি বিনা করে যোগ মিছা মিছি কর্ম্মভোগ
ভগীরথ ভক্ত যোগী জ্ঞানী। হৃদক মণ্ডলাকারে যোগকরে
সহস্রারে ইথে মুক্তি জীব শিব বাণী ।। প্রথমে ভক্ষণ ফল
দ্বিতীয়ে গলিত দল এইরূপ কত দিন যায়। ত্যজে শেষে
ফল দল ভক্ষণ করিল জল জীবনের জীবন উপায় ।। অবশে
ষ অনশন গঙ্গা পদে সদা মন কঠোর করেণ মাসে ২। বি
শেষ কহিব তার পুরাণে কহিলসার শুনে পুণ্যলাভ অনায়া
সে ।। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়াকর সুর শৈ
বলিনী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নূতন গান নাম গঙ্গা
ভক্তি তরঙ্গিণী ।। ৮৭ ।।

ধুয়া। ফিরেচাও তারিণী তাপিতে এইবার। কৃপা অব
লোকনে ক্ষতি কি তোমার ।। কৃপা সিন্ধু কণিকা দানে সু
খাইবে না মা ।।

পয়ার। বৈশাখ প্রখর তর সূর্য্যের কিরণ। জীবন বিহনে
যাতে সুখায় জীবন ।। ফুটি হেন মাটি ফাটে তপন তরসে।
মধ্যহ্ন কালেতে চাস নাহি যায় চাসে ।। মাটিতে পড়িলে

খান্য খই হয়ে যায়। ভগীরথ এ মাসে থাকেন উর্দ্ধপায়॥ মল্লিকা মালতি মালা গোলাব চন্দন। মনে ২ গঙ্গা পদে করে সমর্পণ॥ সাড়ানাই শরীরে সর্ব্বদা ভাবে মায়। ভয়ানক পশু পক্ষী খাইতে সে চায়॥ ভক্ত ভগীরথে নষ্টকরে সাধ্য কার। দয়াময়ী বিনা অন্য চিন্তা নাহি যার॥ জৈষ্ঠে নিদাঘে লোক ঝড় বড় কায়। হাঁপধরে ঘরেতে নারে বাহিরে কি ঘরে॥ চৌদিকে জ্বালিয়া অগ্নি উর্দ্ধেতে তপন। মধ্যে বসি ভগীরথ করেণ ভজন॥ পঞ্চ তাপে পঞ্চভুত শরীর সুখায়। সুশীতল জল ফল সুখী লোকে খায়॥ ভগীরথ গঙ্গা পাদ পদ্মে রাখি মন। মানসে শীতল জল করে নিবেদন॥ আষাঢ শ্রাবণে লোক নাহি ছাড়ে ঘর। বৃষ্টি বজ্রাঘাত মেঘ ডাকে ঘোরতর॥ ভগীরথ ভিজিয়া কাটান দুঃখে কাল। রক্ষা হেতু গঙ্গার চরণ মনে ঢাল॥ ভাদ্র মাসে ভাসে জলে দুরন্ত কর্দ্দম। আশ্বিনে পরম রৌদ্র যেন যম সম॥ পক্ষী খায় অঙ্গ ঘর্ম্ম ঝরে অবিরাম। শিরে জালে ব্যাপ্ত তনু তবু জপে নাম॥ কার্ত্তিক মাসেতে হইল শীতের আরম্ভ। ভগীরথ আরম্ভ করিল জল স্তম্ভ॥ অগ্রহায়ণ পৌষেতে শীত যুক দুরন্ত। তরুণী তপন তুল্য সেবে ভাগ্যবন্ত॥ ভগীরথ জল মধ্যে বসে ডাকে মাকে। কণ্ঠাবধি নিমগ্ন হইয়া থাকে পাঁকে॥ মকরে প্রখর রবি হিম দুরতর। বালক যুবক বৃদ্ধ কাঁপে থর ২॥ রাজার এমাসে তপ এই রূপেযায়। শীতের বসন দিয়েছেন গঙ্গাপায়॥ বসন্তের আগমন হইল ফাল্গুণে। বি

রহি জনার মন দহে কামাগুণে ॥ মলয়া পবন বহে কুটিল গোলাপ। কোকিল কোকিলা সুখে করয়ে আলাপ ॥ পুন্নগ ন্ধ ঐ গান ঐ সমীরণ। কপিন কসেন যাতে যোগী মুনিগণ ॥ অন্যের কি দিব দোষ অল্প বুদ্ধি জীব। কামদেব ভস্ম যাতে ব্যস্ত সদাশিব ॥ ভগীরথ রাজা বটে কি ইন্দ্রিয় বস। যার রসে আছে মন ভুলে অন্য রস ॥ মধু মাসে মায়ের চরণে রাখে মন। মনে ২ করে রাজা চামর ব্যজন ॥ এই রূপে অযুত বৎসর তপকরে। গঙ্গার হইল দয়া জানিয়া অন্তরে ॥ দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ৮৮ ॥

বেহাগ রাগ। তাল তেওট। ধুয়া। ভক্তে ভয়দেখাইতে চলিলা আকাশ পথে শিবানী সে জয় ২ দিয়া। নিশা অন্ধকার ঘোর আনন্দেতে সবে ভোর কাঁপে ত্রিভুবন শঙ্কাপায় ॥ পর ধুয়া ॥

ত্রিপদী। হইল দয়া মার বুঝিতে ভক্ত সার জানিতে পাঠান স্বগণে। ভৈরব নাচে রঙ্গে ভৈরবী নাচে সঙ্গে প্রমথ প্রমানন্দ মনে ॥ বেতাল ধরে তাল সঘনে বলে ভাল ভালো রে সাধক রাজন। যে পদ ভাবে ভব হবে কি লাভ তব বুঝিব সাধক কেমন ॥ যেখানে ভগীরথ পুরাতে মনোরথ যোগেতে আছেন বসিয়া। শিবানী সেনা যত স্বভাবে উনমত রাজারে ঘেরিল আসিয়া ॥ প্রথমে ক্রোধে কয় দেওহে পরিচয় কে তুমি বসিয়া কাননে। যদ্যপি ভালো চাও উঠি

য়া ফিরে যাও নতুবা মরিবে জীবনে ॥ ভৈরবী ঝাঁকে ২ কা
নের কাছে ডাকে রাজা কি তাহাতে ডরায় । ভাবিছে মার
পদ সে পদ সুধা হৃদ মন যে ডুবায়েছে তায় ॥ কেহবা হা
সে হিহি কারোবা লোল জিহি হুঙ্কারে ডাকিছে রাজারে ।
শুনে কে সে বচন যে রসে আছে মন রাজার ভয় আর কারে
॥ কাহার শূল করে ভীষণ অসিধরে ঘুরায়ে বলে সাবধান
। নাসানে ভয় চয় রাজন মহাশয় করেছে প্রাণ পদে দান ॥
সুশীল সুনিপুন বংশেতে যেন ঘুন সে পদে প্রবেশে তেমন ।
ভৈরব বলে ভাল কাটালেমায়াজাল সাধক বটেরে রাজন ॥
ভৈরব ফিরেযায় সংবাদ দিল মায় শুনিয়া চলিলা তারি
ণী । প্রসাদ দাস মার তার মা এইবার ত্রিগুণা ত্রিতাপ
হারিণী ॥ ৮৯ ॥

ধুয়া ॥ মা এবার তার ভব জলধি জলে তারিতে তরণী
তব চরণ দুখানি ॥

পয়ার । সুরধুনী আকাশ পথেতে উপনীত । সেবকের
দুঃখদেখি হইলা দুঃখিত ॥ সেবক বৎসলা দেবী উপজিল
দয়া । ভয়নাহি ভগীরথে কহেন অভয়া ॥ ঘুচাইতে দুখ
বাছা আসেছি তোমার । হবে বাঞ্ছা পূর্ণ ভব চাহ একবার
॥যারে তুমি মানসে ভাবিছ মনোদুখে । সেই আমি চাহ তু
মি দাণ্ডায়ে সমুখে ॥ ভগীরথ ভয় হেতু নাকহেবচন । মনে
ভাবে মার পদ মুদিয়া নয়ন ॥ দুর্গতি হারিণী দয়াময়ী আ
র বার । উত্তর করহ বল্যা ডাকে বারে বার ॥ ভগীরথ ভা

বে যদি উত্তর না করি। ক্রুদ্ধ হয়ে যান পাছে ত্রিপুরা সুন্দরী।। চিন্তিত হইয়া পরে কন গুণধাম। যে হও সে হও মাগো চরণে প্রণাম।। তোমার কথাতে মাগো না হয় প্রত্যয়। তবে হয় প্রত্যয় প্রত্যক্ষ যদি হয়।। শুনি সুর বন্দিনী হাসেন খলখল। ভয় পায়ে ভগীরথ হয়েছে চঞ্চল। এতবলি মহামায়া হইল সদয়। চৈতন্য রূপিনী হৃদে হইলা উদয়।। চৈতন্য জন্মিল মনে দেখে গঙ্গা মারে। বলে তবে রক্ষা মাগো করহ আমারে।। দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী।। ৯০।

পয়ার। কাতর দেখিয়া গঙ্গা বলেন রাজারে। যেবর চাহিবে বাছা দিবতা তোমারে।। ভগীরথ বলে অন্য বরে কার্য্য নাই। ব্রহ্ম শাঁপে উদ্ধার মা এই বর চাই।। ষড়যুত সুত মহ সগর রাজার। সেই বংশে জন্ম মাগো আমি কুলাঙ্গার।। তারিণী বলেন বাছা আর বর চাও। ভগীরথ বলে মা কি বালক ভুলাও।। তুমি যদি পৃথিবীতে না কর গমন। নিতান্ত তোমার দাস তেজিবে জীবন।। ঈশ্বরী বলেন সে যে বিধাতার হাত। হবেনা যদ্যপি হয় ইন্দ্র চন্দ্র পাত।। বিধি যে জানেন ব্রহ্ম সৃষ্টি যদি যায়। কমণ্ডলু হৈতে নাহি কনিকা পাসায়।। ভগীরথ বলেমা প্রতারো তুমি কারে। তোমার চরণ বলে জানি বিধাতারে।। আজ্ঞাকারী বিধি মাগো এই বৈত নয়। কটাক্ষেতে কত বিধি সৃষ্টি হয় লয়।। তারিণী বলেন তবে শুন বাছা ধন। তোমার অধিক ভক্ত বিধি

এক জন ॥ বিধি না বিদায় দিলে গতি করা ভার। অতএব তপস্যা করহ তুমি তাঁর॥ এতবলি সুরধনী হৈল অদর্শ। দ্বিজ বলে শুন সবে বৃহ্মার ভজন ॥ ৯১ ॥

ত্রিপদী। ঈশ্বরীর উপদেশে বিধির তপস্যা শেষে করে ভগীরথ পণ্যশীল। জপে মন্ত্র ডাকে নাম রসনায় গুণগান বিরাম নাহিক এক তিল॥ দৈব বলে নাহি ভয় দেবী দাস দয়ানয় ভগীরথ ভকত সাধক। দ্বিতীয় ভৈরব যেন জ্ঞান হয় মনে হেন তেজপুঞ্জ যেমত পাবক॥ উইতে খাইছে গা য় আছে রাজা উর্দ্ধ পায় করে যোগ কঠিন ভজন। এমন যোগ্যতা কার অনাহারে বাঁচা ভার প্রাণ আছে খাইয়া প বন॥ বৃহ্মার না দেখা পায় ভাবে রাজা অনুপায় করে যে চা বসিয়া আসনে। বলে বিধি দয়া কর কিঙ্করের দুঃখ হর হের প্রভু কিঞ্চিৎ নয়নে॥ বলিয়াছে বেদে সার সার কথ বিধাতার মহা মন্ত্র দেবের জীবন। ইহাতে যে হয় ভয় সে কথা যে মিথ্যা নয় বিপাকে যে মরে অকিঞ্চন ॥ তোমার করুণা যায় পরশ পড়িয়া পায় পরম আদর করে তারে দয়াময় বেদে কয় কোন কৃপা নাহি হয় কেনএত নিষ্ঠুর আ মারে॥ করুণা তোমার যারে কষ্টেতে বাঁচাও তারে পরে সুখ কত করে ভোগ। বিধির বিপাক যার বাঁচন সংশয় তার লোকে করে মিছা অনুযোগ॥ একান্ত করিয়া মন ও চরণে অনর্পণ ডাকে রাজা চক্ষে ঝরে নীর। তপোধন তপসীর জন অতি সুধীর দিনে দয়া হইল বিধির॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদে

লে গঙ্গার চরণ তলে দয়াকর সুর শৈবলিনী। কণ্ঠে করি অ
ধিষ্ঠান শুন মা নূতন গান নাম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ৯২।

ধুয়া। ভকত বৎসল বিধি করিলা গমন ॥

পয়ার। বিধির বিস্ময় মনে করিলা গমন। ভগীরথে দ
য়া করি দিলা দরশন ॥ বিরিঞ্চি বলেন কেন করিছ কঠোর।
বয়স প্রবীন নহে নবীন কিশোর ॥ তোমার তপের বলে
আমি যে অস্থির। তোমারে অদেয় কিছু নাহি বাছা ধীর ॥
শীঘ্র চাহ বর বাছা শরল সুজন। চাহ যদি দিব বর এতিন
ভুবন ॥ বিধাতার দয়া দেখি দেবতা ভাবিত। দেবরাজ ব
লে পাছে ঘটে বিপরীত ॥ গ্রহগণ দিকপাল বলে একি দায়
। যম বলে আমার যমত্ব পাছে যায় ॥ যমের ভাবনা যেটা
সেটা মিছা নয়। ভগীরথে ব্রহ্মা বর শীঘ্র দিলে হয় ॥ দেব
তা ভাবিত পরে বিধাতা রাজারে। বর চাও বর চাও বলেন
তাহারে ॥ প্রণাম করিয়া রাজা করে নিবেদন। আমার দুঃ
খের কতো কব বিবরণ ॥ কহিতে যে হয় ভয় কহিবে কি
দাস। হইয়াছে সগর রাজার সর্ব্বনাশ ॥ ষষ্ঠযুত সুত ভস্ম হ
য় ব্রহ্ম শাপে। তোমার শরনাপন্ন এই মনস্তাপে ॥ গঙ্গার গ
মন বিনা আর গতি নাই। গতিনাথ গতি কর তবে গতি
পাই ॥ ভগীরথ বলে নিবেদন পদতলে। শুনিয়াছি সুরধনী
তব কমণ্ডলে ॥ সেই গঙ্গা দিলে প্রভু তবে আমি যাই। ই
হা বিনা অন্য আর বরে কার্য্য নাই ॥ শিহরিয়া বিধি বলে
সে আর কেমন। সাধু বট কথা কহ বালক যেমন ॥ গুরু

দত্ত তত্ত্ব মসী কেবা দেয় কারে। যে পারে সে কাজ বাঞ্ছা ক
হিবে তাহারে॥ অমরাবতীর রাজ্য চাহ দিতে পারি। যম
আদি সর্ব্বদা হবেন আজ্ঞাকারী॥ ভগীরথ বলে প্রভু কায
কি তাহাতে। অভিলাস কর পূর্ণ উপকার যাতে॥ রাজ্য
ধন জন [illegible] আমি নাহি চাই। গঙ্গা যদি নাদেও জীবনে কা
র্য্য নাই॥ [illegible]ন্দিয়া আঙ্গল রাজা হইলা অস্থির। একান্ত
ভাবেতে দয়া হইল সুস্থির॥ কিঞ্চিৎ চিন্তিয়া বিধি বলেন
রাজারে। অভিলাষ হবে পূর্ণ দিব গঙ্গা মারে॥ কিন্তু কে
ধরিবে বেগ সে যে বড ভার। আশুতোষ বিনা বেগ ধরে সা
ধ্য কার॥ ভগীরথ বলে ভাল তাহে নাহি ভয়। প্রভুর চি
হ্নিত আমি তিনি দয়াময়॥ বিধাতা বিদায় পরে স্বস্থানে গ
মন। তার পর শুন সবে গঙ্গার বচন॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভা
বিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী।৯৭

লঘু ত্রিপদী। বিধাতা তখন করে নিবেদন সবিশেষ গঙ্গা
মারে। বলে মা তারিণী নাহি সরে বাণী বলিব কি মা তো
মারে॥ সাধক তোমার সগর রাজার বংশধর ভগীরথ। আ
ছে মনস্তাপে পড়ে ব্রহ্ম শাঁপে সিদ্ধি করমনোরথ॥ তুমিপৃ
থিবীতে না গেলে তারিতে কেপারে শক্তি কাহার। তোমা
বিনামুক্তি নাহিশিব উক্তি ভক্তি যুক্তি মূলতার॥ ত্রিপুরারি
নারি তুমি শুভ কারী এবারি দেবে নাপায়। পরশিলে জল
কতকবকল চারিমুখে বলাদায়॥ শুনিয়া শিবানী বিধাতার
বাণী বলেন একি কহিলা। পাপে ভরা ধরা গিয়া পাপ করা

কিবুঝিছেন বলিলা ॥ পরশে এজল জান কতফল চারিফল লোকে পায়। জানিয়া শুনিয়া বল কি বুঝিয়া পাপে ডুবাই তে কায় ॥ শুনিয়া বিধাতা বলে শুন মাতা কেন পুত্তার তারিণী। নামে পাপ যায় এত ভয় তায় ভুলায় পাপ হারি ণী ॥ গঙ্গা কন পুন পরে আর শুন বচন মধুর রস। প্রসাদ কবির সরস শরীর ভাবেতে অঙ্গ অবস ॥ ২৪ ॥

পয়ার। তারিণী বলেন পৃথিবীতে পাপচয়। আমার গ মন করা কি রূপেতে হয় ॥ কলিকালে মানুষ করিবে পাপ কত। লোভেতে করিবে লোক পরকাল হত ॥ মদনে মা তিয়া লোক গুরুকে নিন্দিবে। দেব দ্বিজ গুরুলোক কেহ না মানিবে ॥ ইহাতে নরক আর তোমার লিখন। অনুচিত সে পাপীর মুখ দরশন ॥ পিতা মাতা সেবা না করিবে পাপী য ত। কটুরূপে হইয়া ভার্য্যার অনুগত ॥ এক বুদ্ধ উপাসনা হেতু অবতার। করিবে পাসণ্ড লোক ভেদ দেবতার ॥ ক ন্যা পুত্র বিক্রী হবে পশু পক্ষী মত। করিবে পাতক হবে সে দেশ পতিত ॥ গৃহির উচিত সেবা করিবে অতিথ। হ ইবে অধম লোক তাহাতে বঞ্চিত ॥ করিলে অতিথি সেবা চতুর্ব্বগ পায়। না করিলে পাপদিয়া পুণ্য নিয়ে যায় ॥ পাগ ল হইয়া পতি ছাড়িবেক সতী। অসতীতে অনুগত হবে দু ষ্ট মতি ॥ গুরু আজ্ঞা অবিজ্ঞা করিবে মূঢ় নর। পাইয়া প রম মন্ত্র ছাড়িবে পামর ॥ কুহকে কাঞ্চন ত্যজি কাঁচে হবে

রাজি। বুঝিবেনা পাপী লোক সেই ভোজবাজি ।। স্বামীর সেবায় নারী হইবে বিহিনা। ছাড়িয়া পতীর সেবা হবে পরাধিনা ।। স্বামীর শাঁপেতে নষ্ট হবে অহঙ্কার। দুর্গতি না বাবে বাছা কভু জলাটার ।। পতিব্রতা পতির পরসে পাব সুখ পাপিনী পরশিলে পাব বড় দুখ ।। ভেদাভেদ দেশাদেশ হবে পুনঃ পুনঃ। পরামর্শ জিজ্ঞাসিলে দিবে কুমন্ত্রণা ।। পরদারা হরণে না জাতিভেদ রবে। ছাগপশু মত লোক নরকে ডুবিবে ।। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যদি অন্ন জল চায়। দয়া না করিবে দুষ্ট প্রাণ যদি যায় ।। সাধুনিন্দা নীচকর্ম্ম করিবে নির্ব্বোধ। বিনি অপরাধে গুরু করিবেন ক্রোধ ।। আত্মীয় স্বজনে আগে করিয়া আশ্বাস। প্রবঞ্চণা করিয়া করিবে সর্ব্বনাস ।। থাকি আমি সর্ব্বদা জীবের ঘটে ঘটে। স্ত্রী লোক আমার ছায়া জান তুমি বটে ।। নারী অপরাধে দণ্ড নহেত বিধান। না বুঝিয়া আমার করিবে অপমান ।। কুবৃত্তি করিবে পাপী হবে দস্যু চোর। না বুঝি ভোগিবে পাপী রোগ আদি ঘোর ।। আর কি বলিব বিধি শেষে এইহবে। আমারে ছুইয়া লোক মিথ্যা কথা কবে ।। ভাবিয়া এসব পাপ মনে হয় ভয়। ভুতলে গমনকরা পরামর্শ নয় ।। বিধাতা বলেন নিবেদন তব পায়। যদ্যপি বালক কিছু জানি মা তোমায় ।। পাপ নিবারিণী মাগো পাপে কেন ভয়। নইলে ও নাম পাপচয় ধ্বংশ হয় ।। এই মত বিধি স্তব অনেক করিলা। ভক্তের জন্যেতে গঙ্গা যাইব কহিলা ।। ভগীরথে ব্রহ্মা কন শুন গুণাকর। ম

হেশের আরাধনা কর অতঃপর ॥ দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ৯৫ ॥

ত্রিপদী। ভগীরথ পুনরায় হিমন্ত পর্ব্বতে যায় বিশ্বনাথ বসিয়া যেথানে। বন্দিয়া শ্রীনাথ পদ ভক্তি ভাবে গদ গদ শিব নাম বলয়ে বদনে ॥ শিবের সেবক দূত সাধক রাজন ব উ কাষ্য সিদ্ধি পর্ব্বতে রাজার। দিয়াছেন তব কর কহি কি ছু অবগর এখন ছাড়ান আর তার ॥ ডাকিতে চৈতন্য হয় ক হেন করুণাময় কেন বাছা ডাকিছ সুধীর। ভয় কি তোমার আর বল বাছা সমাচার কবে লাভ হবে গঙ্গানীর ॥ সবিনয়ে রাজা কয় বলে শুন দয়াময় ধন্য আমি কৃপায় তোমার। হ ইয়াছে দয়া মার বিষম সমস্যা তাঁর তোমা বিনা গতি নাহি আর ॥ করি পদে নিবেদন হবে মার আগমন কিন্তু কে ধরিবে বেগ তাঁর। নিবে দিব কিবা আর রাখ যদি এইবার তবে জল হইবে উদ্ধার ॥ শুনিয়া রাজার বাণী কহিছেন শূলপানি সাধু সাধু সাধু ভগীরথ। ভাগ্য কি ইহার পর হবে নাম গঙ্গাধর পুরাইলে তুমি মনোরথ ॥ ত্বরায় আইলে হর ভগীরথে শিব কয় যাও বাছা বিদায় হইলা। প্রণাম করিয়া পায় মার কাছে রাজা যায় পরে শুন যেমত কহিলা ॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়া কর সুর শৈবলিনী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নূতন গান নাম গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ❁ ॥ ৯৬ ॥ ❁ ॥

পয়ার। বুদ্ধারে গঙ্গারে রাজা করিয়া প্রণাম। শিব আ

জ্ঞা বিধিরে কহিলা গুণধাম ।। হিমালয় পর্ব্বতে দাণ্ডাইয়া
সদাশিব । সুরধ্বনী আগমন শুন সর্ব্বজীব ।। ব্রহ্ম কমণ্ডলে
ছিলা করিলা গমন । তরাইতে তিন ধারা হইলা তখন ।।
স্বর্গে মন্দাকিনী মা পাতালে ভোগবতি । করিলা অলকা
নন্দা পৃথিবীতে গতি ।। শিবের শিরেতে ধারা পড়ে বারে বার
। পরশে পরমানন্দে নাচে গঙ্গাধর ।। মহাবেগ রব দেখি কাঁ
পে ত্রিভুবন । চিন্তিত দেখিয়া বেগ যত দেবগণ ।। কেহ ব
লে একি দায় শিব বুঝি যান । আছে কিনা আছে মাথা গে
ল বুঝি প্রাণ ।। বিধাতা বলেন আজি জনম সফল । শিবের
হইল পুজা দিয়া গঙ্গাজল ।। ভক্তবটে ভগীরথ বলে দেবগণ
। শিবের উপরে করে পুষ্প বরিষণ ।। ভগীরথ শিবের সমুখে
নিত্য করে । গান করে গাল বাদ্য হাতে তাল ধরে ।। আ
হ্লাদ হইল মনে গঙ্গারে আনিয়া । মধ্যে মধ্যে ভয় হয় তর
ঙ্গ দেখিয়া ।। শিব না সহিতে বেগ পারিবেন মার । মনে ২
ছিল কিছু মার অহঙ্কার ।। শিব সে শিবার ভাব বুঝিয়া অ
ন্তরে । রাখিলা গঙ্গারে শিব জটার ভিতরে ।। জটার মধ্যে
তে গঙ্গা করেন ভ্রমণ । নাহি পান হাজার বৎসরে নিরূপণ
।। ত্রিলোক ভুলান যিনি আপন মায়ায় । মহেশের মায়ায়
ঠেকিলা গঙ্গা দায় ।। জটা মধ্যে সুরধ্বনী করেন বিহার । ভ
গীরথ বলে একি দায় আর বার ।। পুন স্তব আরম্ভ করিলা
গুণাকর । কে কারে সেস্তব করে না শুনেন হর ।। অনেক কা
লের পরে করুণা করিলা । জটা ভেদ করিয়া রাজারে গঙ্গা

দিলা ।। হিমালয় পর্ব্বতে পড়িল সেই ধারা । নাহি পথ ঘু
রিয়া বেড়ান ভবদারা ।। ভগীরথ বলে মাগো কি হবে আ
মার । বুঝি নাহইল পিতৃ লোকের উদ্ধার ।। তারিনী বলেন
তবে শুন বংশধর । ঐরাবত আরাধনা কর অতঃপর ।। দশ
নে বিদারি গিরি করিবেক পথ । আরাধনা কর পূর্ণ হবে ম
নোরথ ।। শুনি রাজা ঐরাবত আরাধনা করে । দ্বিজ বলে
শুন সবে যে করিলা পরে ।। ৯৭ ।।

ধুয়া । এতব উচিত নহে শ্যামাকরুণা ময়ী ।
অধিন জনেরে বলহ সুজনা ।।

ত্রিপদী ।। ঐরাবত করি ধ্যান পূজে রাজা যে বিধান কা
তর হইয়া স্তব করে । দেব অংশ আছে গজে নতুবা কি গ
জে ভজে ইন্দ্রের সমান বল ধরে ।। অসুর সভয় ডরে য
দি করি মনে করে পারে মেরু করিতে ভঞ্জন । সমুদ্র সু
সিতে পারে যম ভয় করে যারে স্তব যারে করে দেবগণ ।। চ
লিলা গজেন্দ্র রাজ যে খানেতে মহারাজ বসিয়াছে সমাধি
করিয়া । দয়া করি দরসন দিলেন সদয় মন বর চাও বলেন
ডাকিয়া ।। ভগীরথ গজ বরে বন্দনা করিয়া পায় বলে তবে
নিবেদন করি । নষ্ট কুল ব্রহ্ম শাঁপে আছি সেই মনস্তাপে
তোমার করুণা হৈলে তরি ।। কহেন করীন্দ্র রাজ সে কেম
ন মহারাজ পশু আমি কি করিতে পারি । কহিছেন ভগীর
থ গঙ্গার গমন পথ কর্য্যা দেও দসনে বিদারি ।। হস্তী বলে
ভাল চল গঙ্গার কি রূপ বল আমারে ভজিবে যদি কয় । প

স্বস্ত হস্তে বিহারি পথ করে দিতেপারি কোন তুচ্ছ বড় কথা নয় ॥ কস্তে রাজা হাত দিয়া উঠে রাজা সিহরিয়া বলে শিব শিব একি দায় । স্বভাব যেমন যার ঘুচেনা কখন তার রাক্ষ কি কপার পদ পায় ॥ শ্রী দুর্গাপ্রসাদে বলে গঙ্গার চরণ [illegible] শৈবলিনী । কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুনমা নু[illegible] ভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ৯৮ ॥

ত্রিপদী ॥ হেদে পশু দুষ্ট ভাসি বলে একি আইসে হাসি বুঝিলাম কপাল আমার । সে পদ কি পাবে জীব বিধি বিষ্ণু সদাশিব ভাবিয়া না পায় অন্ত যার ॥ শুনিয়া গজের বাণী রাজা বড় অভিমানী মার কাছে কাঁন্দিয়া চলিল । নয়নে পড়িছে জল অবাক নাহিক বল কাছে গিয়া দাণ্ডায়ে রহিল ॥ দেখে ভগীরথ মুখ গঙ্গার হইল দুঃখ কেন কেন বলেন তারিণী । কে করিল অপমান কেন এত অভিমান কহ বাছা শুনি সে কাহিনী ॥ তোমারে যে কটু কয় সে কটু তোমার নয় আমারে সে করে অপমান । তুমি রুষ্ট হবে যারে তারে কে রাখিতে পারে তুমি মম সন্তান সমান ॥ কেন খেদ কর আর কহ বাছা সমাচার কি কথা কহিলা করিবর । রাজন কহিছে মায় সে কথা না বলা যায় মদমত্ত পশু সে কুঞ্জর ॥ শুনিয়া হাসিয়া সতী বলিছেন শীঘ্র গতি যাও ঐরাবতের নিকটে । বুঝিলাম মূঢ় মতি যে কহিলা গজপতি স্বীকার করিয়া এক কটে ॥ এই কথা কবে তারে বেগে দাণ্ডাইতে পারে তবে হবে গঞ্জন ভঞ্জন । দেখিবা দুর্গতি তার শি

র বিনা সাধ্য কার বধ হবে নিশুম্ভ যেমন ॥ শুনিয়া কথা গঙ্গার ভগীরথ চমৎকার জানিয়া বিদায় মার পায় । মাত র নিকটে গিয়া ঐ কথা বিশেষিয়া কহিতে আইলা গজরা য় ॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়া কর সুর তৈ রঙ্গিনী । কণ্ঠে কর অধিষ্ঠান শুন মা নুতন গান নাম গঙ্গাভ ক্তিতরঙ্গিণী ॥ ৭৭ ॥

সারঙ্গ রাগ ॥ ধুয়া ॥

মত্ত করিন্দ্র চলিলা যার সংখ্যা নাহি বল । নিশ্বাসে মেদিনী কাটে কাঁপে কুলাচল ॥

পয়ার ॥ শ্বেত বর্ণ মাতঙ্গের প্রকাণ্ড শরীর । চলিতে চরণ ভরে কম্প পৃথিবীর ॥ বিংশতি যোজন উর্দ্ধ আড়ে আধা তার । দন্ত দুটি সুমেরুর শৃঙ্গের আকার ॥ সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর স জ্জা বাজে ঘণ্টা ঘোর । উপনিত হিমালয়ে আনন্দে বিভো র ॥ ভগীরথে জিজ্ঞাসা করিলা করিবর । বল বাছা কোনথা নে করিব গভর ॥ যেখানে হইবে পথ দেখান রাজন । পর্ব্ব তে গজেন্দ্র দন্ত করিল ঘাতন ॥ বসাইয়া দন্ত গজ ক্রোধ ক রি বাঁকে । ধ্বজি জেন নাবিক বসায় পচা পাঁকে ॥ চাড় দিতে শব্দ যেন বজ্রাঘাত হয় । শব্দে স্তব্ধ তিন লোক কাঁপে হিমা লয় ॥ গিরি খণ্ড করি দন্তে টানিয়া ফেলিলা । মহাবেগে ম হামায় গমন করিলা ॥ সমুখে পড়িয়া হস্তি ভাসিয়া চলিল । আছাড় বিছাড়ে হস্তি অবশেষ ছিল ॥ স্তব করে গজরাজ ত্রাহি ত্রাহি ডাকে । বলে পশু আমি মাগো কে ছিনে তো

মাকে ।। দয়াময়ী দয়া করি রাখিলা জীবন । প্রাণ লইয়া ঐরাবত পলায় তখন ।। শৈল রাজা সশঙ্কিত শরীর কম্পিত । হরের ঘরণী হরিদ্বারে উপনিত ।। হরির আনন্দ ধাম যেই খানে হবে । ভবিষ্যত কথা গঙ্গা কন নৃপে তবে ।। দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়ে মন্দাকিনী । রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ।। ॥ ১০০ ॥ ॥

ত্রিপদী । গঙ্গা কন ভগীরথ আমি নাহি চিনি পথ আগে চল শংখ বাজাইয়া । যথা তব পূর্ব কুল হয় পাছে স্থান ভুল চল বাছা আপনি বুঝিয়া ।। আজ্ঞা শুনি ভগীরথ চলে দেখাইয়া পথ পাছে গঙ্গা করিলা গমন । যেমন প্রলয় ঝড়ে বেগে কুম্ম ভয়ে নড়ে আড়ে এক যোজন প্রমাণ ।। জলের ধমকে ধরা ফাটে যেন কাঁচা সরা উঠে জল উরুমি ধরিয়া । যেন কুমারের চাক ঘুরিছে জলের ডাক শুনি লোক উঠে সিহরিয়া ।। বেগেতে হারয়ে তীর তর তর চলে নীর তৃণ বেগে হয় শত খান । পড়িয়া অজান গাছ ডেউতে করয়ে নাচ ভাসি চলে ধমকে পাশান ।। মরি কি তরঙ্গ রঙ্গ মরিয়া কিট পতঙ্গ অনায়াসে হয় নারায়ণ । বৈকুণ্ঠে চলিয়া যায় কোন বাধা নাহি তায় পুষ্পরথে করি আরোহণ ।। ভগীরথ পাছে চায় দেখে কত বিষ্ণু কায় ভাবে ভক্ত কান্দিয়া অস্থির । প্রণতি করিয়া মায় গড়াইয়া গঙ্গা পায় প্রসাদের প্রেমে ঝরে নীর ।। ॥ ১০১ ॥ ॥

পয়ার । হরিদ্বার হইতে মাতা কাস্মীরে আইলা । জানু

কুর জলামুখি বামেতে রাখিলা ।। ভগীরথ জিজ্ঞাসা করেন গঙ্গামায়ে । এই কোন স্থান মাতা কহিবা আমারে ।। গঙ্গা কন শুন মম নাম ছিল সতী । শিব নিন্দা করিয়া ছিলেন প্রজাপতি ।। পতি নিন্দা শুনি আমি ছাড়িলাম কায় । শিব আসি সে শরীর করিলা মাথায় ।। করিলা একান্ন খণ্ড চক্রে চক্রপাণি । পড়িল যেখানে অঙ্গ [illegible]হ সে বাণি ।। মহাপিঠ মাহাত্ম্য অভক্তে বলানয় । ভক্ত তুমি এই জান্য কহি গুণময় ।। ব্রহ্মরন্ধ্র প্রথম পড়িল হিঙ্গুলায় । ভীমাক্ষ ভৈরব ভক্ত রক্ষক তথায় ।। দেবী তাহে কট্টরিয়া ত্রিগুণ ধারিণী । দিগম্বরী চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদায়িনী ।। সকরায় নেত্র দেবী মহিষ মর্দ্দিনী । ক্রোধেশ ভৈরব কিন্তু দয়াময় তিনি ।। সুগন্ধ্যায় নাশা মম ত্র্যম্বক সেবিত । সুনন্দা দেবীর দয়া জগতে বিদিত ।। কাশ্মীরেতে কণ্ঠ হে বরদা ভগবতী । জ্ঞান দাতা ত্রিসন্ধ্যা ভৈরব শান্ত অতি ।। পড়িল রসনা বাছা জ্বালামুখি স্থানে । উন্মত্ত ভৈরব দেব অম্বিকা সেস্থানে ।। জানুকুরে শুন দেবী ত্রিপুরা মালিনী । ভৈরব ভিষণ বটে সিদ্ধ দাতা তিনি ।। মানস সরোবরে দক্ষিণ হস্ত হে আমার । দেবী দাক্ষায়নী হর ভৈরব তাঁহার ।। বহুলায় বাম বাহু বহুলা দেবতা । ভিরুক ভৈরব বড় ভয়ানক তথা ।। চাটিগ্রামে দক্ষ বাহু দেবতা বরদা । ভৈরব চন্দ্রশেখর জাগ্রত সর্ব্বদা ।। আর শম্ভুনাথ শিব মহিমা অপার । জলে বহ্নি এক স্থানে অগ্ন চমৎকার ।। সূর্য্য

দণ্ড দধি দণ্ড লক্ষ সহস্র ধার। জ্যোতিম্ময় কুমারি দণ্ড ম হিমা অপার॥ এই সব মহাতীর্থ ঐ পিট স্থানে। বিস্তর মা হাত্ম্য আছে শাস্ত্রের প্রমাণে॥ উজানিতে কুর্পর হে কাঁপিল ভৈরব। মঙ্গল চণ্ডিকা তথা নিত্য মহৎসব॥ গণ্ডকীতে গ ণ্ড চণ্ডী মহিমা অপার। চক্রপাণি ভৈরব বাছা সেবক তাঁ হার॥ বৃন্দাবনে কেশ পীঠ গুপ্ত চমৎকার। কৃষ্ণরূপে আমি তথা করিব বেহার॥ প্রভূকে করিব রাধা চরাইব ধেনু। ভু লাইব ব্রজঙ্গনা বাজাইয়া বেনু॥ মথুরায় জন্ম লয়ে দেবকী জঠরে। বাল্য লীলা হবে নন্দ যশোদার ঘরে॥ অন্ন ভিক্ষা করিব ধরিব গোবর্দ্ধন। কালী দহে হবে দুষ্ট কালীয় দমন॥ স্তনপানে প্রাণ আমি লব পুতনার। মুষ্টিক চানূর কংশ করি ব সংহার॥ বসুদেব দেবকীর ঘুচাব বন্ধন। পাণ্ডব করিব জ য়ী বধি দুর্য্যোধন॥ পথে এই প্রসঙ্গ হে কব কি বিস্তার। দ্বা রিকায় বহু লীলা হইবে প্রচার॥ গঙ্গা কন শুন অন্য পীঠ উপাখ্যান। শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে শুন সর্ব্বজন॥ ১০২॥

ত্রিপদী। বাম জঙ্ঘা জয়ন্তায় জয়ন্তি দেবতা তায় প্রেয়া পেতে হস্তের অঙ্গুলি। বামস্কন্ধ মিথিলায় উমা নামে দেবী তায় কাঞ্চিদেশে পড়িল কঙ্কালি॥ রত্নাবলি নাম স্থানে দ ক্ষস্কন্ধ সেই থানে শিব তথা সর্ব্বদা সদয়। পৃষ্ঠ পড়ে কান পাঁয় সর্ব্বাণী দেবতা তায় ভৈরব নিমিষ দয়াময়॥ চিবুকে ভ্রমরা দেবী সিদ্ধ হয় যারে সেবী বিরাজ করেন জল স্থলে। দণ্ডপাণি সেবা যায় করে হে চক্রের ঘায় গণ্ড পড়ে গোদাব

রি জলে ॥ কিরিট কোনায় সার পড়িল কিরিট তার বিম
ল ভৈরব শক্তি ধাম। শ্রীশৈল পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দে
বী শিবা ভৈরব সম্বরানন্দ নাম ॥ প্রভাসে অধর তার দেবী
চন্দ্রভাগা যার বক্র দন্ত ভকতি বিতারে। বারাহি রুদ্রের
সঙ্গে অধ দন্ত রক্ষা রঙ্গে করে পঞ্চ সাগর ভিতরে ॥ নিতম্ব
কালমাধবে সিতাঙ্গ ভৈরব সেবে দেবী কালী মোক্ষ প্রদা
য়িনী। বামের নিতম্ব আর নর্ম্মদায় চমৎকার চণ্ড ভক্ত দেব
তা শিবানী ॥ দক্ষগুল্ফ শ্রীপর্ব্বতে সুন্দরী যে তন্ত্র মতে ভৈ
রব সুন্দরানন্দ তথা। করতোয়া তটে বাম গুল্ফ হে রামেশ
নাম ভৈরব অপর্ণা দেবী তথা ॥ কুরুক্ষেত্রে গুল্ফ দেবী সা
বিত্রী যাহারে সেবি মুক্ত জীব হয় অনায়াসে। বামস্কন্ধ আ
ছে যথা কপালিনী দেবি তথা ছায়া যেন আছেন বিভাসে
॥ কানের কুণ্ডল খসি পৈল যথা বারানশি দেবি শিবা লক্ষি
নাম তাঁর। কালান্তক মহাকাল ভৈরব অতি দয়াল হৃদ মু
নি কর্ণিকা প্রচার ॥ হৃদি পড়ে বৈদ্যনাথে জয় দুর্গা দেবী যা
তে বৈদ্যনাথ ভৈরব সেস্থানে। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে গঙ্গার
চরণ তলে অন্য পীঠ বল মা যেখানে ॥ ১০৩ ॥

পয়ার ॥ নেপালেতে তালু তথা দেবী মহামায়া। কপা
লি আছেন রক্ষা হেতু যেন ছায়া ॥ ত্রিপুরা দেবতা দক্ষপা
নি ত্রিপুরায়। ভ্রমরা দেবতা বামপানি হে তথায় ॥ দেবি ভূ
তধাত্রী বাম স্তন ক্ষীরগ্রামে। ভৈরব আছেন তথা ক্ষীরখণ্ড
নামে ॥ মনি বন্ধে মনিতুষ্ট ভৈরব পর্ব্বতে। শতেক যোজন

করতোয়া পীঠমতে ॥ উৎকলে বিরজা দেবী অমর ভৈরব। নাভি সেইখানে জগন্নাথের উৎসব ॥ সংক্ষেপেতে কহি অ ষ্ট মহাপীঠ আর। শুনিলে আপদ খণ্ডে স্থান চমৎকার॥ মায়াপুর মহেন্দ্র গোকর্ণ ছত্রময়। ভস্মাচল রামগিরি বাকি নী মলয় ॥ এই আট স্থানেতে অষ্টাঙ্গ গোপিত। সাক্ষাত দেবতা অষ্ট ভৈরব সেবিত ॥ কামখ্যা দেবতা মহামুদ্রা কা মাখ্যায়। মাধব ভৈরব দয়ানন্দ সেবে যায় ॥ গুণাতীত মু দ্রুবক্ত্র পাষাণ রূপিণী। দর্শনে স্পর্শনে মোক্ষ পদ দেনতিনি ॥ কৈলাস সমান বাছা প্রিয় সেই স্থান। যে বর যে চাহে আ মি করি তারে দান ॥ সর্ব্বত্র বিরলে থাকী ছায়া যেন ফিরে। কাম রূপে আপনি বেড়াই ঘরে ঘরে ॥ কালীঘাটে পড়ে দ ক্ষ পদাঙ্গুলী মূল। নকুলেশ্বর ভৈরব সেখানে সানুকূল ॥ ভু বনেশী দেবী তার মহিমা অপার। মানসে মানস সিদ্ধি হ য়েত তাহার ॥ একান্ন পিঠের কথা সাঙ্গ বাছা এই। রহিল পশ্চাতে দেখ কাশ্মীরাদী ঐ ॥ এই কথা ভগীরথে কহিতে কহিতে। দ্বিজ বলে মহা বেগে আইলা পঞ্চলেতে ॥ দ্রাবিড় দ্রাবিড় দেশ দক্ষিণে রাখিয়া। প্রভাস তীর্থেতে পরে মিলি ল আসিয়া ॥ প্রভাস করিয়া ধন্য কৌষিকীর সঙ্গে ॥ মি লিয়া চলিলা গঙ্গা অতি মনরঙ্গে। গোদাবরি কাবেরী রহি ল বাম ভাগে। জহ্নু মুনির আশ্রমে আইলা মহা বেগে ॥ বসিয়াছে যোগে মুনি কোশা কুশী নিয়া। হেনকালে গঙ্গা জলে চলিল ভাসিয়া ॥ মুদিয়া নয়ন মুনি ভাবে মার পদ।

ভক্তি ভাবে আছে মুনি ভাবে গদ গদ ।। মহা কলরব মুনি শুনিয়া তখন । ধ্যান ভঙ্গ হয় শেষে মেলিল নয়ন ।। আঁচ মন করিতে না কোশা কুশী পায় । ক্রোধে কাঁপে কলেবর ক্রোধ করে চায় ।। বলে দুর্গা দুরিত হারিণী মা তারিণী । আমার অবস্থা দেখ শিব সীমন্তিনী ।। আমার সম্বল কোশা-কুশী কুশাসন । জলেতে ভাসিয়া যায় এত বিড়ম্বন ।। এত বলি ক্রোধ করি করে মুনি ধ্যান । গণ্ডুষ করিয়া মুনি করে জলপান ।। গঙ্গা জল পান করি সমাধিতে আছে । ভগীরথ চাহিয়া দেখেন আগে পাছে ।। কোথাবা তরঙ্গ রঙ্গ কোথাবা সে জল । চমৎকার ক্ষিপ্ত জেন হইল চঞ্চল ।। কাঁন্দিয়া রাজন বলে না পুরিল আশ । কোনজন করিল আমার সর্ব্বনাশ ।। দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়ে মন্দাকিনী । রচিলা পুস্তক গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিণী ।। ১০৪ ।।

ত্রিপদী ।। করে রাজা শিরে ঘাত বলে একি অকস্মাত বিড়ম্বন হইল আমার । দুঃখেতে পরাণ ফাটে ভরা ডুবি হলো ঘাটে এত মনেছিল মা তোমার ।। কারে না করিবো রোষ সকলি কর্ম্মের দোষ কর্ম্ম ভোগ ভুগিয়া বেড়াই । তুমি গো কুহকী মত কাচ জান নানা মত এই আছ এই দেখা নাই ।। কান্দে রাজা খেদ করে হেন কালে মুনি বরে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে তাঁয় । বলে প্রভূ নিবেদন আমি দীন অকিঞ্চন প্রণাম করিয়া রাজা পায় ।। বিনয় করিয়া কয় দিয়া নিজ পরিচয় মহা মুনি নাহি শুনে বাণী । মুনি যে সুখেতে আছে কি ক

ষ তাহার কাছে হৃদয়েতে ভাবেন ভবানী ।। ডাকে না উত্ত
র পায় ভাবে রাজা একি দায় স্তব করে দাণ্ডায়্যা সম্মুখে।
বলে প্রভু ঋষি রাজ বালকের রাখ লাজ প্রাণ যায় দেখ ম
নো দুঃখে। ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু তুমি তাহে কল্পতরু সেবি
লোক চতুর্বর্গ পায় । খেদে এই রাজা বলে আসে কল্পতরু
তলে ফল দূরে বঞ্চিত ছায়ায় ।। কোপেতে যেমন হয় জানি
শুন মহাশয় সেই দায় ঘুরিয়া বেড়াই। যারে প্রভু কর ভয়
তাই যেন আগে হয় বুঝিলাম অন্যগতি নাই ।। এইমত স্তব
করে হাজার বৎসর পরে দয়া উপজিল তপস্বীর ।। নৃপবরে
ঋষি কয় কেন কুণ্ঠ এতভয় কেন এত কাতর সুধীর ।। ভগী
রথ তদন্তর কহে যত পূর্ব্বাপর শুনি মুনি বলে সে কেমন।
ত্রিলোক জননী যিনি সুরধুনী তরঙ্গিনী তাঁর কেন হবে আগ
মন ।। রাজা বলে মিছা নয় শুন প্রভু দয়াময় কেন তুমি প্র
তার আমারে। শুনি মুনি ধ্যান করে ত্রিভুবন যোগ ভরে
কোন খানে নাহি দেখি মারে ।। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে গঙ্গার
চরণ তলে দয়া কর সুর শৈবলিনী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন
মা নুতন গান নাম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ।। ১০৫ ।।

পয়ার ।। পুনর্ধ্যান করি মুনি দেখেন অন্তরে । দেখে গঙ্গা
আপনার উদর ভিতরে ।। মুনি বলে ধন্য আমি তপস্যা
ফল। উদরস্থ আমার হয়েছে গঙ্গা জল ।। ভগীরথে কোল
দিয়া বলেন তখন। তোমা হইতে হইল বাছা সফল জীবন
।। না দেখি উপায় আগে করিয়াছি পান । কোন পথে হবে

বল গঙ্গার পয়ান ।। নব দ্বার পথে যদি দিই গঙ্গা মাকে । আপনি মজিব বাছা শেষে কুম্ভীপাকে ।। ভগীরথ বলে আমি কি কব তোমারে । কোন মতে রক্ষা প্রভু করহ আমারে ।। শুনিয়া রাজার খেদ মহা তপোধন । কুশ হস্তে ভাবে মুনি করিব কেমন ।। দক্ষিণ জানুতে মুনি কুশা ঘাত করে । সেই পথে গঙ্গার গমন হইল পরে ।। মুনিবর প্রণাম করিয়া গঙ্গা পায় । বলে মাগো নিজ মূর্ত্তি দেখাও আমায় ।। দেখাইলা নিজ মূর্ত্তি মুনিকে তখন । অনিমিষে ঋষিরাজ দেখে সে চরণ ।। মুনি বলে আর মা বলিব কি তোমায় । স্থান দিও মৃত্যু কালে এই রাঙ্গাপায় ।। গঙ্গা কন শুন পিতা ঋষি গুণধাম । অদ্যাবধি হইল জাহ্নবী মোর নাম ।। এত বলি সুরধুনী করিলা গমন । প্রয়াগেতে আসি মাতা দিলা দরশন ।। সরস্বতী যমুনার ছিল মন্দাগতি । তিন ধারা মিসাইয়া হইল বেগ বতী ।। আনন্দ অপার সরস্বতী জমুনার । ভগীরথ বলে মাগো এই স্থান কার ।। দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদে ভাবিয়ে মন্দাকিনী । রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ।। ১০৬ ।।

লঘু ত্রিপদী ।। জাহ্নবী তখন ভগীরথে কন শুন বাছা গুণধাম । মুনি ভরদ্বাজ এখানে বিরাজ করেন প্রয়াগ নাম । অঙ্গুলি সতীর বলিয়াছি ধীর এইস্থানে অনুভব । মহা পীঠ ইনি দেবতা তারিণী প্রথম নামে ভৈরব ।। পরশে এস্থান পায়ে পরিত্রাণ তাপ পাপ দূরে যায় । এই স্থানে দান করে যেই জন তারমুক্তি পদহয় ।। পাতকী যখন করে আগমন পাপভাবে

একি দায়। কোথা পলাইব ভাবে কি করিব ভয়েতে উঠে শিখায়॥ এহেতু করণ আছে নিরূপণ ভাগ্যে যার থাকে করে। সুশুনেতে মুক্তি এই শিব উক্তি নর যথা তথা মরে॥ কামনা করিলে এখানে মরিলে বাঞ্ছা সিদ্ধি হয় তার। নি লে নিতে পারে যদি মনে করে ইন্দ্রাদি দেব অধিকার॥ যা হার সন্তান এখানেতে স্নান করে ফল শুন তার। জন্ম তার আর নহে পুনর্ব্বার হয় ত্রিকুল উদ্ধার॥ করিবে তর্পণ বুঝি লে এমন পিতৃলোক নিত্য করে। চাতক যেমন দেখে নবঘ ন কবে মেঘে জল ঝরে॥ এতেক বলিয়া উত্তরিল গিয়া সি ন্ধু পর্ব্বতে তারিণী। গুহকের স্থান পরশিয়া যান আনন্দে মোক্ষ দায়িনী॥ গঙ্গার মহিমা যার নাহি শীমা শুণে অশেষ পুণ্য। তীর্থ সুরচন শুনে যেই জন প্রসাদ বলে সে ধন্য॥ ১০৭॥

ধুয়া। ভব জলধি জলে তারিতে তরণি। তব চরণ দুখানি এবার তার তারিণী॥

পয়ার। কল কল শব্দে জল চলিল গঙ্গার। কাশীর নিক টে কিছু শুন সমাচার॥ বামে রাখি বারানশী করিতে গমন। দেখি পুরি শম্ভুনাথ হইল স্মরণ॥ সমশূত্রে প্রদক্ষিণ করিলা তারিণী। হইলেন সুরধনি উত্তর বাহিনী॥ পড়িল আসিয়া মনি কর্ণিকাতে জল। যেখানে পড়িয়া ছিল পূর্ব্বেতে কুণ্ডল। কাশীনাথ পুরি কাশী কাঞ্চনে নির্ম্মান। ভাঙ্গে পাছে ভয়ে গঙ্গা সাবধানে যান॥ হেনকালে বিশ্বনাথ দেখি

ঙ্গা তরঙ্গ। নাচিতে লাগিলা হর করি রঙ্গ ভঙ্গ॥ ডিম ডিম ডিমকি ডম্বুরে বাজে তাল। বোম বোম বোম বাদ্য বাজা ইয়া গাল॥ এক তন্ত্রী পিনাকে গভীর ঘোর নাদ। গঙ্গার গুণানুবাদে পরম আহ্লাদ॥ বলিছেন বামদেব ধন্য আজি কাশী। আনন্দে হরের মুখে নাহি ধরে হাসি॥ করিলা আপনি স্নান যত দেবগণ। সকলেতে বলে আজি সফল জীবন॥ কেহ বলে এমন সময় কেবা পায়। এতবলে ঢালে জল শিবের মাথায়॥ পরম আনন্দে আজি আনন্দ কাননে। ভগীরথ দেখিয়া ভাবিছে মনে২॥ রাজা বলে নিবেদন করি গঙ্গা পায়। এই কোন স্থান মাগো বলহ আমায়॥ কৃপাময়ী কৃপা করি বলেন তখন। শম্ভুর ভবন এই শুনহ রাজন॥ অসি বরুণার মধ্যে বারানশি ধাম। আনন্দ কানন আর কাশি ইহার নাম॥ এস্থান পৃথিবী ছাড়া ত্রিশূল উপরি। ভূমিকম্প হইল নানড়ে কাশীপুরি॥ অন্নপূর্ণা নামে আমার এই খানে বাস। আমার দয়াতে এথা নাহি উপবাস॥ দুঃখি লোক মাটে ঘাটে যে থাকে যেখানে। দয়া করি অন্ন তারে দেই সেইখানে॥ কানা খোঁড়া কুঁজা অন্ধ আতুর বধির। ক্ষুধায় হইয়া ব্যস্ত ডাকে যে গভীর॥ শিবের সেবায় থাকি হেনকালে ডাকে। থাকে সেবা আগে অন্নদিতে হয় তাকে॥ জলে কিম্বা স্থলে হেতা মৃত্যু হয় যার। তার আর জন্মবাছা নহে পুনর্ব্বার॥ মলে জীব হয় শিব শিবের বচন। পঞ্চম পাতকি পাপে হয় বিমোচন॥ ইন্দ্রের অমরাবতী বিষ্ণুর গোলক।

কাশী তুল্য পুণ্য ক্ষেত্র নহে সপ্তলোক ॥ মরিতে না পারে
জীব পাতি ডানি কান । মরে যদি মহেশ করেন পরিত্রান ॥
তারিতে তারিণী পতি তারা তত্ত্ব মসি । মরিলে কর্ণেতে দে
ন শিওরেতে বসি ॥ মহাতীর্থ মাহাত্ম্য কহন মুখে তার ।
ভগীরথ বলে মাগো কিছু বল তার ॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভা
বিয়া মন্দাকিনী । রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী । ১০৮

ত্রিপদী । জাহ্নবি বলেন শুন দিবদাস উপাক্ষন পুণ্যশী
ল ভক্ত ছিল অতি । তুলনা কি দিব তার তার তুল্য নাহি
আর বিশ্বামিত্র আদি যত যতি ॥ ব্রহ্মার তপস্যা করে বর
দিতে আইলে তারে পরেতে শুনহ সমাচার । করুণা করিয়া
কন কোন বর চাহ ধন দিব আমি বাঞ্ছা যা তোমার ॥ দিব
দাস বলে স্বামি যদি বর দিবে তুমি তবে আগে করহ স্বীকা
র । আমি হব রাজা যার আর কারো অধিকার সে দেশে না
থাকে যেন আর ॥ বিধাতা করুণাময় বলে বড় কথানয় স্ব
স্তি বলে দিল তারে বর । বলে তারে দিবদাস শুন এই অভি
লাস কাশী পতি কর গুণাকর ॥ কথা নহে তীর যেন বিধা
তার কানে হেন লাগিল বলেন সর্ব্বনাশ । কাশী ভিন্ন চাহ
আর বাসনা থাকে তোমার ক্ষেমা কর শুন দিবদাস ॥ কে
করিবে কাশী দান কাশী যে শিবের প্রাণ একথা ভাবিতে
কম্প হয় । দেবতা দানব নর যম কিম্বা পুরন্দর চাও যার
পাদ মনে লয় ॥ দিবদাস বলে সেকি বর দিলে বল একি অ
ন্য বরে কিকায় আমার । কথা তব মিথ্যা হবে কায নাই

আর তবে হবেখাট মহিমা তোমার ॥ ব্রহ্মার হইল দায় ভা বি তনু মৃত্যু প্রায় বর মিথ্যা হবে না আমার। যাইত শি বের কাছে কব যা ঘটুক পাছে আশুতোষ নাম বটে তাঁর ॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়া কর সুর তৈর লিনী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নূতন গান নাম গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ১০৯ ॥

পয়ার ॥ ব্রহ্মা শেষে মন্ত্রণা করিয়া মনে মনে। চলিলা কাশীতে যত দেবগণ সনে ॥ উপনিত কাশিতে বন্দিলা শি ব পদ। স্তব করে শিবের ভাবেতে গদ গদ ॥ বলে প্রভু শুন আশুতোষ দয়ামায়। অনন্ত মহিমা তব বেদে হেন কয় ॥ অগতির গতি তুমি গুণের অতীত। চতুর্ব্বর্গ দাতা চারি মু খে কব কত ॥ অভিলাস কর পুর্ণ এক ভিক্ষা চাই। ভয় হয় মনে বড় কহিতে ডরাই ॥ কৃপানাথ কৃপা করি কহেন ব্রহ্মারে। আমার অদেয় নাই বিধাতা তোমারে ॥ বিধি ব লে তবে প্রভু নিবেদন করি। কাশী ছাড় কিছু কাল শুন ত্রি পুরারি ॥ দিবদাসে দিয়া বর হয়েছি অধিন। অপরাধ কর ক্ষমা আমি দিন হীন ॥ শুনিয়া ব্রহ্মার কথা কাশীর ঈশ্বর। ক্রোধ আর ভয়েতে কাঁপিছে কলেবর ॥ দেখিয়া শিবের ভা ব বলে দেবগণ। সকলে ভাবেন আজি হইল মরণ ॥ দেব গণ পুন স্তব করে কব কত। ভক্ত জন্যে বিশ্বনাথ হইলা সম্ম ত ॥ কি রূপে ছাড়িব কাশী ভাবেন তখন। কাশীর মায়া তে শিব করেন রোদন ॥ দয়া নাই ওহে বিধি ধিক হে তো

ময় । অভদ্র কালেতে বল যাব হে কোথায় ।। কাশী ধন কাশী প্রাণ কাশি জাতি কুল । কাশি বিনা আমার কড়ায় নাহি মূল ।। বলিয়াছি আগেতে এখন চারা নাই । মিছা কথা হবে না হে বল কোথা যাই ।। বিনয় করিয়া ব্রহ্মা বলেন তখন । মন্দর পর্ব্বতে প্রভু করহ গমন ।। শিব কন শুন বিধি কহি কিছু তবে । যাব বটে বল ফিরে কাশি পাব কবে ।। চরণ ধরিয়া বিধি বলে প্রভু কই । ত্বরায় পাইবা কাশি এত মুট নই ।। এই কথা শুনে শিব কাশি ছাড়ি যান । পথে গিয়া কাশী পানে ফিরে ফিরে চান ।। ফণি যেন মণি হারা ঘুরিয়া বেড়ায় । হইলা তেমতি শিব পাগলের প্রায় ।। উপস্থিত মন্দর পর্ব্বতে দয়াময় । দিবদাস ভকত কাশীর রাজা হয় ।। পুণ্য বন্ত সুশিল ধার্ম্মিক রাজা অতি । অধর্ম্মের লেস নাই ছিল বেদে মতি ।। অপর বৃত্তান্ত বাছা ভগিরথ শুন । মন্ত্রণা করিলা শেষে যত দেবগণ ।। দিবদাসে কাশি ছাড়াইতে দেবগণ । দ্বিজ বলে শুন সবে করিলা যেমন ।। ১১০ ।।

পয়ার । দিবদাসে কাশী দিয়া বিধি দেবগণ । উপনিত যথা ছিলা বৃসব বাহন ।। দেখে শিব শব যেন কাশীর বিচ্ছেদে । ধুলায় ধুসর অঙ্গ কথা নাহি খেদে ।। সিংহ ভয়ে হস্তি যেন হেন দেবগণ । স্তব করে বলে প্রভু শুন ত্রিলোচন ।। কাশী পাবে সংপ্রতি কৈলাশ প্রভু চল । পায় ধরে কহিছে কি আজ্ঞা হয় বল ।। এই কথা শুনি শিব বলেন ব্রহ্মারে । উপহাস কর বুঝি সকলে আমারে ।। স্তবনয় শেল যেন বাজিছে

হে গায় । গোড়া কাটে ঢাল জল গাছের আগায় ॥ যদ্যপি মঙ্গল চাহ শুন বলি সার ॥ কাশী না পাইলে হবে সকলে সংহার ॥ শান্তহও শান্ত হও বলে দেবগণ ॥ ত্বরায় পাইবা কাশী শুন ত্রিলোচন ॥ বৃহ্মাদি দেবতা তারা ক্রমেতে ভথন । ভুলাইতে দিব দাসে করিলা গমন ॥ কাশীতে আসিয়া ফিরে যায় সাধ্যকার । দিবদাস পুণ্যবন্ত কি করিবে তার ॥ একেএকে শিব লিঙ্গ স্থাপন করিয়া । রহিলেন পুর্ব্ব কথা বিস্মৃত হইয়া ॥ পাঁজি পুথী সঙ্গে করি গণকের বেশ । ভুলাইতে দিবদাসে চলিলা গনেশ ॥ শুভাশুভ গণিয়াবেড়ান ঘরে ঘরে । লোকেতে পুত্যয় অতি সমাদর করে ॥ পরস্পার স্ত্রী লোকের হয় চমৎকার । কেহ গিয়া রাণীরে কহিছে সমাচার ॥ আসিয়াছে একজন বৃাহ্মণ বালক । দেখি নাই চক্ষে আর এমন গণক ॥ ভূত ভবিষ্যত কথা অগোচর নাই । যারে যে বলে গো তার সিদ্ধি হয় তাই ॥ ভয় হয় মাগো মনে কথা শুনি তাঁর । যারে বলে মরিবে গো রক্ষা নাই তার । যত্ত কথা কহি এই জ্ঞান মনে হয় । একথা আগেতে যেন তাঁরে কেহ কয় ॥ রাজ্যের অশুভ হবে বলিয়াছেন তিনি । এই হেতু কহিলাম শুন রাজ রাণী ॥ শুনিয়া একথা রাণী রাজাকে কহিলা । রাজা শুনি সাক্ষাতে গণকে ডাকাইলা ॥ দ্বিজ দুর্গা পুসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী । রচিলা পুস্তক গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ১১ ॥

পয়ার ॥ গণকেরে রাজা পরিচয় জিজ্ঞাসিলা । শুন পুভু

কি হেতু এ কাশীতে আইলা ॥ গণক বলেন পরিচয়ে কার্য্য
নাই। ভিক্ষুকের পুত্র ভিক্ষা করিয়া বেড়াই ॥ শান্ত দান্ত রা
জা তুমি পুণ্যশীল অতি। রাজ্যের অশুভ কিছু দেখি নর
পতি ॥ এই জন্যে বলি শুন শাক্ষি দেখ তার। এইক্ষণে র
ক্তপাত হইবে তোমার ॥ দশ হস্তি শত ঘোড়া অদ্যই মরি
বে। দক্ষিণ পাড়ায় ঘোর অগ্নিদাহ হবে ॥ কাশী না ছাড়ি
লে তুমি নিতান্ত মরিবে। বিবেচনা কর রাজা যদ্যপি বাঁচিবে
॥ বলিতে শুনিতে রাজা দেখে অকস্মাত। আপনার অঙ্গে
তে হইল রক্তপাত ॥ হাতি ঘোড়া মরিল পাইল সমাচার।
অগ্নি ভয়ে কাঁন্দে লোক দক্ষিণ পাড়ার ॥ রাজা বলে গণক
সামান্য লোক নয়। প্রত্যক্ষ দেখিয়া বড় হইল প্রত্যয় ॥
আরবার ভাবে কাক ভালিকার প্রায়। কাশী ছাড়া হবনা
যদ্যপি প্রাণ যায় ॥ গণকেরে দিবদাস বলিছে তখন। কপা
লে যে আছে প্রভু কে করে খণ্ডন ॥ মরণ মঙ্গল হেতা যে
ন দিন হবে। কাশী পাব কৃপা করি বল প্রভু কবে ॥ গণক
ভাবেন মিছা করি আকিঞ্চন। ছাড়িবে না কাশী রাজা বুঝি
য়া তখন ॥ বলেন শুনহ রাজা কায কি হেতায়। হিত উপ
দেশ কিছু কহি যে তোমায় ॥ আঠার দিনের পরে পুণ্যকী
র্ত্তি নামে। জনেক ব্রাহ্মণ আসিবেন তবধামে ॥ তিনি যা ক
হেন তাহা তখনি করিবে। না শুনিলে তাঁর কথা বিপদ ঘ
টিবে ॥ এতবলি হেরম্ব হরির কাছে যান। কহিলেন কাশী প্র
ভু করহ প্রস্থান ॥ কাশী দিয়া কাশীনাথে করহ নিস্তার। কা

শীর বিরহ শিবে নাহি সহে আর ॥ এই কথা শুনি বিষ্ণু উদ্যোগ করিল। দ্বিজ বলে শুনসবে যেরূপ হইল ॥ ১১২ ॥

রাগ মূলতানি তাল মধ্যমান ॥

ধুয়া ॥ পার কর হে কৃষ্ণ দেবকী নন্দন ॥

পয়ার। অতি বৃদ্ধ ব্রহ্মচারি হাতে আসা ছড়ি। অনাহারে চর্ম্ম যেন হইয়াছে দড়ি ॥ পদ্ম যিনি পদতল তেজে আলো করে। পরেন গেরুয়া বস্ত্র কমণ্ডুল করে ॥ অনন্তের মহিমা অপার নাহি অন্ত। শোন যেন পাকা কেশ বায়ে নড়ে দন্ত ॥ লুকাইল রূপ কিছু ছিল অবশেষ। ভৃগুপদ চিহ্নটি রহিল অবশেষ ॥ কুশ মুষ্টি কুশাঙ্গুলি হস্তে আর কাঁধে। অঙ্গের সৌরভে অলি উড়ে ঝাঁকে২ ॥ নারায়ণ এইরূপে বৃদ্ধ বেশ ধরি। দিবদাস নিকটে আইলা মায়া করি ॥ দিবদাস বলে একি রূপ চমৎকার। পাদ্য অর্ঘ দিয়া রাজা করেন নমস্কার ॥ হবিষ্যের কি হবে জিজ্ঞাসা রাজা করে। কিবা হেতু আসিয়াছ অধমের ঘরে ॥ কি নাম কোথায় ঘর অতি বৃদ্ধ জন্ম। কিরূপে আইলা বল ছাড়িয়া আশ্রম ॥ ব্রহ্মচারী বলেন শুনহ সমাচার। বাড়ি নাই পুণ্যকির্ত্তি নাম হে আমার ॥ ভিক্ষা কি করিব বাছা বাঞ্ছা কিছু আছে। দেও যদি তবে বলি মনেতে যা আছে ॥ নাম শুনি রাজার গণক পড়ে মনে। ভাবে মনে অদেয় নাহিক এ ব্রহ্মাণ্ডে ॥ রাজা বলে শুন প্রভু করি নিবেদন। চাও যা করিব দান করিলাম পন ॥ ব্রহ্মচারী বলেন শুনহ দিবদাস। কাশী ভিক্ষা দেহ বাছা এই আ

ভিলাস ॥ রাজা বলে তথাস্তু শুনহ দয়াময়। প্রবঞ্চনা করিলে যে এই খেদ হয় ॥ কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে রাজা বলে অতঃপর। কোথা যাব কি করিব শুন গুণাকর ॥ ব্রহ্মচারী কন তবে শুনহ রাজন। শিবলিঙ্গ কাশীতে তুমি করহ স্থাপন॥ তবে আমি পারন করিব বাছা ধন। শুনে শিবলিঙ্গ রাজা করিল স্থাপন ॥ দরশন দিল দিবদাসে দয়া করি। লিঙ্গ হইতে বিশ্বনাথ নিজ মূর্ত্তি ধরি ॥ কহিছেন দিবদাসে শীঘ্র বর চাও। রথ এই শিবলোকে শশরীরে যাও ॥ দিবদাস প্রণাম করিয়া রাঙ্গা পায়। বলে প্রভু বহু দুঃখ দিয়াছি তোমায় ॥ অপরাধ কর ক্ষমা শুন আশুতোষ। আমি অভাজন প্রভু ছাড় এই রোষ ॥ পুণ্যকীর্ত্তি নিজমূর্ত্তি হইলা তখন। হর হরি দুই জনে হইল মিলন ॥ উভয়ত শুসংবাদ আনন্দিত মন। কাশীতে বসিলা শিব দেখে দেবগণ ॥ পুষ্প বৃষ্টি করে কেহ কেহ নাচে গায়। দিবদাস শিবলোকে প্রেমানন্দে যায় ॥ এই কথা ভগীরথে কহিয়া চলিলা। দ্বিজ বলে শুন গঙ্গা যেখানে আইলা ॥ ❁ ॥ ১১৩ ॥ ❁ ॥

॥ ত্রিপদী ॥ কাশী ছাড়ি ভগবতী করিলা দক্ষিণে গতি নানা দেশ রাখিয়া আইলা। ভোজপুর বামে করি পাটনায় মাহেশ্বরি দয়া করি দর্শন দিলা ॥ যার ভয়ে যদুপতি সমুদ্রে করিলা গতি অদ্যাবধি আছে সাক্ষি ধাম। তরঙ্গিণী তরান্বিত সেই স্থানে উপনিত মুঙ্গের এখন যার নাম ॥ মহাবেগে গঙ্গা যান এড়াইয়া নানা স্থান যান গঙ্গা কল কল র

বে। বিন্ধ্যাচল ভয়ে নড়ে খানিক ভাঙ্গিয়া পড়ে সকরিতে উপনিত ভবে ॥ বামেতে বসন্ত পুর ভাগল পুর কিছু দূর কহলগাঁ পশ্চাত রাখিলা। তীরবেগে চলে নীর উপনিত পাঁইতীর রাজমহলেতে দেখা দিলা ॥ উধুয়া দক্ষিণে করি চলিলা পরমেশ্বরী গউড দেশেতে উপনিত। আসিতে সূতির কাছে ভগীরথ পড়ে আছে শঙ্খাসুর করিল মোহিত ॥ আগে শঙ্খ বাজাইয়া চলিল গঙ্গারে নিয়া মায়া করি যায় শঙ্খাসুর। যাইতে কথোক পথ গঙ্গা কন ভগীরথ বাছা আর আছে কত দূর ॥ অসুরের মায়া যত কথায় কহিবকত ভগীরথ মত কথা কয়। বলে শুন সুরেশ্বরী আইস আমারপুরি যাবে দুঃখ বড় দূর নয় ॥ গঙ্গার হইল ভয় ভাবেন কি কথা কয় ব্যঙ্গ শুনে হইল স্থকিত। ভগীরথ কেন্দে বলে কোন পথে মা চলিলে মায়ের নিকটে উপনিত ॥ দেখে ভগীরথ মুখ গঙ্গার হইল দুঃখ বলেন যেমন সন্তানেরে। কাঁন্দনা কাঁন্দনা আর বল বাছা সমাচার ফেলাইল কেবা এতফেরে ॥ রাজা বলে নিবেদন আছে দিগ নিরূপণ যাইতে যে হবে মা দক্ষিণে। এ যে পূর্ব বহু দূর ভুলাইল শঙ্খাসুর ফিরে চল দয়া করি দিনে ॥ হাসিয়া বলেন সতী শুন তবে পদ্মাবতী তুমি কর এপথে গমন। চল দেখাইয়া পথ আগে বাছা ভগীরথ বিলম্বে নাহিক পয়োজন ॥ শ্রী দুর্গা পসাদ বলে গঙ্গার চরণতলে দয়া কর সুর শৈবলিনী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মাভন গান নাম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী ॥ ১১৪ ॥

পয়ার। কিবা দয়া ঈশ্বরীর মহিমা অপার। কিবা পুণ্যবান রাজা দিলীপ কুমার॥ সুতীর নিকটে গঙ্গা আইলা ফিরিয়া। চলিলা কিরিট কোনা দক্ষিণে রাখিয়া॥ মহাপীট সতীর কিরিট সেই স্থানে। ভগীরথে দেখাইলা ভৈরব যেথানে॥ যখন আইলা গঙ্গা দক্ষিণ সমাজ। কোথা ছিল চুনাখালি কোথা সয়দা বাজ॥ পালাসী রহিল বামে কাঁটোয়া দক্ষিণে। বার হাট ইন্দ্রাণী আইল সেই দিনে॥ পূর্ব্বধারে পাটিয়ারি রাখিয়া আইলা। দয়া করি অগ্রদ্বীপে দরশন দিলা॥ এখনো সেখানে আছে অপূর্ব্ব মন্দির। গোপীনাথ বিরাজ করেন সদা স্থির॥ কিবা মূর্ত্তি কিবা সেবা কি অপূর্ব লীলা। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ কত পুণ্য করে ছিলা॥ ঘোষের সমান পুণ্যবন্ত কেবা আর। গোপিনাথ আপনি করিলা শ্রাদ্ধ বার॥ এক বার নন্দ যশোদারে করে ধন্য। অপর প্রকাশ এই ভকতের পুণ্য॥ প্রভুর দয়ার অন্ত জানে কোন জন। কোন ভাবে কারে কবে করেন তারণ॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে শুন নারায়ণ। দয়া করি মুক্ত কর এভব বন্ধন॥ ১১৫॥

ত্রিপদী। পাটুলি দক্ষিণে করি প্রেমানন্দে সুরেশ্বরী নবদ্বীপ সমীপে আইলা। গঙ্গাকে সারদা কন মম ভক্ত বিবরণ আছে হেতা বলিয়া চলিলা॥ অম্বিকা পশ্চিম পারে শান্তিপুর পূর্ব্ব ধারে রাখিলা দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া। উল্লাসে উলায় গতি বড় মূলে ভগবতী চণ্ডিকা নহেন যথা ছাড়া॥

বৈশাখেতে যাত্রা হয় লক্ষ লোক কমলয় পূর্ণিমা তিথিতে পুণ্যচয়। নিত্য গীত নানা নাট দ্বিজ করে চণ্ডী পাট মনে যে মানস সিদ্ধি হয়॥ কুলীন সমাজ নাম কিবা লোক কি বা গ্রাম কাশী তুল্য হেন ব্যবহার। দয়া ধর্ম্ম বর্ত্তে যথা কি কব লোকের কথা মুনি যেন হেন জলাচার॥ এড়াইলা ঐ স্থান শুন গঙ্গা কোথা যান উপনীত চাকদহ পরে। পুলি ন্দ পরম স্থান আসে লোক স্নান দান মহা মহা বারুণীতে করে॥ কহিব কৌতুক কিছু বঙ্গদেশী লোক নিছু দেশ ভা ষা কন কতগুলি। যখন বলেন শুন শুনিতে শুনায় হুন বা লকের নাম পোলা পুলি॥ তুম্বা অঁচলা ঝোলা ঝুলি পো লা পুলি কতোগুলি লইয়া আইসেন সেইস্থানে। গুড়াকু তা মাকু কোটা কার সঙ্গে ডাবা দুটা গল্পকত হয় টানে টানে॥ কার আছে এই ভার ডেড় বুড়ির তালুকদার ইহাতে কে টেকে তার ধুমে। মাদুলিতে ভরা হাথ নাম রাম জগন্নাথ বাদশার নানা যেন ধুমে॥ দেখেন সুধারা যার কাঁদেতে উঠে ন তার তার আর নাহিক নিস্তার। পড়িলে শক্তের ঠাঁই আ জ্ঞাকারী তার ভাই কত কব আর অনাচার॥ সঙ্গে কুলবধূ যত কতরূপ কব কত পোষাক দেখিলে হরে বুদ্ধি। দুবেড়া কাপড় পরা কনুইতক শঙ্খ ভরা কথাশুনে উড়ে ভূতশুদ্ধি॥ উর্ব্বশী সমান যারা পরিচ্ছেদ বিনা তারা জ্ঞান হয় সর্ব্বদা অশুচি। যা মুখা গুড়াক দিল কোবায়কে নিল নিল কথা যেন কপির কিচমীচি॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ ত

সে হয়্যা কয় সুর শৈবলিনী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মানু
ষগন পান নাম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ১১৬ ॥
পয়ার ॥ চাকদহ হইতে গঙ্গা গমন করিলা। তিন জন ম
ন্দ মন্দ গতিতে চলিলা ॥ সরস্বতি যমুনায় মনে করেন খে
দ। হইবে গঙ্গার সঙ্গে গমন বিচ্ছেদ ॥ ঈশ্বরীকে নিবেদন ক
রেন দুজনে। কাতর হইয়া কন ধরিয়া চরণে ॥ অথম তারি
ণী গঙ্গা অপার মহিমা। শম্ভু না জানেন গুন কিপর্য্যন্ত শী
মা ॥ এতকাল হইয়াছে নাম বটে জল। তোমার পরশ হই
তে জনম সফল ॥ লোকেতে মানিবে তীর্থ বলিবে এখন।
বিদায় হইব বলে করেন রোদন ॥ ভগীরথ বলে হায় কেম
ন কপাল। দুঃখের উপরে দুঃখ ঘটিল জঞ্জাল ॥ কাঁন্দিয়া অ
স্থির রাজা গড়াগড়ি যায়। সরস্বতী যমুনায় শান্ত করেন
তায় ॥ কেন খেদ কর বাছা শুনহ কারণ। হবেযে বিচ্ছেদ আ
ছে মুনির বচন ॥ ভরদ্বাজ মুনি যাবে একাম্র কানন। এখানে
করিয়া স্নান করিবে গমন ॥ এইহেতু বিচ্ছেদ হইবে তিন ধা
রা। কি করিব এই জন্যে যাইব আমরা ॥ একথা কহিয়া
যমুনা পূর্ব্ব দিগে যান। সরস্বতী পশ্চিমেতে করিল পয়ান ॥
দক্ষিণে চলিলা গঙ্গা কিছু নিরানন্দ। বিচ্ছেদ বেদনা জন্যে
কিছু গতিমন্দ ॥ গঙ্গা কন মুক্ত বেনি হৈল এই স্থান। স্না
ন দানে হবে মুক্ত বেনির সমান ॥ গঙ্গা আজ্ঞা কার সাধ্য কে
করে লঙ্ঘন। মুক্ত হয় জীব কেশ করিল মুণ্ডন ॥ উড়িস্যার
লোক জানে করে শাস্ত্রমত। জানিয়া না জানে অন্য দেশী

লোম যত ।। যুক্ত বেনি মুক্ত বেনি উভয় সমান । তুল্য ফল
করিল মুণ্ডন স্নান দান ।। দ্বিজ বলে অতঃপর শুন সর্ব্বজন ।
সুরধনি আর যথা করিলা গমন ।। ১১৭ ।।

ত্রিপদী । কুমার হট্ট বামে করি দক্ষিণে রাণী নগরি ভা
ট পাড়ায় গঙ্গা উপনিত । পশ্চিমে গোঁদল পাড়া পূর্ব্ব দিগে
মূলা জোড়া ভদ্রেশ্বরে আইলা তুরিত ।। দীঘাঙ্গ দক্ষিণে রহে
উপনিত খড়দহে পুণ্য ভুমি বৈকুণ্ঠ সমান । সেইখানে দ্বি
জবর জন্মে ছিলা যোগেশ্বর ভরদ্বাজ মুনির সন্তান ।। চলিলা
দক্ষিণ দেশ বালী ছাড়া অবশেষ উপনীত যথা কালীঘাট ।
দেখেন অপূর্ব্ব স্থান পুজা হোম বলিদান দ্বিজগণ করে চণ্ডী
পাট ।। হাসেন ঈশ্বরী মনে দেখিয়া দেবতা গণে কার২ মনু
ষ্য আকার । ভগীরথ বলে একি চমৎকার স্থান দেখি বল
মাগো এই স্থান কার ।। গঙ্গা কন পূর্ব্বে আমি কহিয়াছি জা
ন তুমি সতীর অঙ্গুলি এই স্থানে । দেবের দুর্লভ স্থান অঙ্গু
লি দিয়া দেখান নকুলেশ ভৈরব যেখানে ।। নানা দেশ ছা
ড়াইয়া পশ্চিম বাহিনী হৈয়া দক্ষিণ বামেতে দুর্গা দেখি ।
গমনেতে মনোযোগ অম্বুলিঙ্গ স্রোত্র ভোগ এড়াইলা মনে
অতি সুখি ।। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়া ক
র সুর শৈবলিনী । কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নূতন গান না
ম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ।। ১১৮ ।।

পয়ার । নিস্তারিণী বলেন শুনহ ভগীরথ । কোথা তব
পূর্ব্বকুল আছে কত পথ ।। ভগীরথ বলে মাগো কর কি বি

শেষ। শুনিয়াছি দেখি নাই কেমন সে দেশ ॥ বলেন আনন্দ ময়ী সে আর কেমন। দুগ্ধ পোষ্য বালকেতে না কহে মন ॥ তবে কেন তপস্যা করিলে এতকাল। আগে জানাইলে না হইত এ জঞ্জাল ॥ অতঃপর আমার গমনে শক্তি নাই। কোথা যাব কি করিব ভাবিয়া না পাই ॥ ভগীরথ কাঁন্দিয়া পড়িল মার পায়। তব পাদ পদ্ম বিনা নাহিক উপায় ॥ পতিত তারিনী মাতা আমি অভাজন। আমার এ দেহ মাঙ্গা পদে সমার্পণ ॥ ভক্তের কারণে মার উপজিল দয়া। ভয় নাই ভগীরথে বলেন অভয়া ॥ কোলে লয়্যা ভগীরথে ভাবেন তখন। কোথা যাব কি রূপেতে করিব গমন ॥ করিয়া কৌতুক মা করিলা এক লীলা। সহজে স্বজন নন বাপ যার শিলা ॥ ভক্তের নিকট কতক্ষন থাকে মায়া। ভকত বৎসলা নাম আশুতোষ জায়া ॥ শত মুখি হইয়া চলিলা ভগবতী। ভগীরথে কৃপা করি হৈলা বেগবতি ॥ সগর সন্তান যত ভস্ম হৈয়াছিল। সেইখানে বেগে জল আসিয়া পড়িল ॥ পরশে পরম জল শুন সমাচার। ভাবিয়া উঠিল রথে বিষ্ণু বাটি হাজার ॥ কিকব রথের তেজ সূর্য্যের সমান। এক চূড়া রথচক্র শোভে আটখান ॥ হিরার স্তম্ভেতে শোভে নিলকান্ত মণি। স্বর্ণলতা শোভে যেন মেঘে সৌদামিনি ॥ চারি দিগে চন্দ্র কান্ত মনিতে খচিত। কোনখানে সূর্য্য কান্ত মনিতে মণ্ডিত ॥ সোণার নির্ম্মিত রথ ছটা দেখা যায়। মুক্তার ঝালরে কিবা রথ শোভা পায় ॥ পদ্মরাগ মনির মধ্যে

তে পদ্মাসন। নিরূপণ সেইখানে কর্ত্তার আসন॥ কোনখা
নে পুষ্প মাল্য সুগন্ধি চন্দন। সুশীতল জল ফল নিয়া ম
থিগণ॥ চারি দিগে দেবগণ করে স্তুতি পাট। রথ নয় এক
খানি আনন্দের হাট॥ রক্ষা হেতু সুদর্শন নিজে কর্ত্তা রথী।
অশ্বের যোগান এথা গরুড় সারথী॥ ষড়যুত রথে ষড়যুত
নারায়ণ। ষড়যুত লক্ষ্মী ষড়যুত সুদর্শন॥ বিনতার সুত বড়
যুত বলবান। পিতৃ জনে পরিবার প্রভুর সমান॥ দ্বিজ
দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গা ভক্তি
তরঙ্গিণী॥ * ॥ ১১৭ ॥ *

ত্রিপদী॥ সগর সন্তান রথে উঠিয়া ভগীরথে বলেন ক
রি আশির্ব্বাদ। তুমি যে উপকারী তুলনা দিতে নারী কিকব
দিলে যে আহ্লাদ॥ শুনরে গঙ্গার দাস পুরাইলে অভিলাস এ
মন কে করে হে উদ্ধার। তুমি অতি পুণ্যবান কোলেতে আ
ইস প্রাণ জুড়াও বাছা একবার॥ কোলেতে নিয়া সুখে চুম
দিয়া চাঁদ মুখে কহেন চিবুক ধরিয়া। আহা মরি একি ক্ষীণ
হইয়াছ যেন দিন পিতৃ লোকের লাগিয়া॥ কামনা করি
আর তর্পণ কর একবার সবাকার এই গঙ্গা জলে। কৃতার্থ
হব জাতে লইব হাতে হাতে দেখুক দেবাদি সকলে॥ শু
নিয়া রাজা ধীর লইয়া গঙ্গানীর তর্পণ করিতে লাগিল। দে
বাদি বলে ধন্য একি সামান্য পুণ্য সন্তান ক্ষণে জন্মে ছিল
॥ সন্তোষে পিতৃগণ পুলকে সবে কন সাধুরে সাধু বংশধর।
অবশ্য সিদ্ধি হবে মনেতে যা করিবে হইবে ক্ষিতীর ঈশ্বর

॥ যাও হে অযোধ্যায় ভূপতি হও তায় সন্তান জন্মাতে ক হিল। এতেক বলি তবে বৈকুণ্ঠে গেল সবে রাজন নাচিতে লাগিল ॥ ভাবেতে গদ গদ ধরিয়া গঙ্গা পদ ভগীরথ বলে কিছু মারে। শ্রীদুর্গাপ্রসাদেরে ফেলো না আর ফেরে তার মা ঘোর সংসারে ॥ ❁ ॥ ১২০ ॥ ❁ ॥

পয়ার ॥ ভগীরথ গঙ্গা মাকে করে নিবেদন। তোমার মহিমা মাগো জানে কোন জন ॥ নিরঞ্জন নিরাকার অক্ষর রূপিণী। উপাসনা হেতু হও সাকার আপনি ॥ প্রকৃতি পু রুষ তুমি সূক্ষ্ম অতিস্থূল। মূল নাই তোমার অথচ তুমি মূ লা ॥ বেদ তুমি বেদাতীত গুণ তব বটে। পরমাত্মা স্বরূপি ণী আছ সর্ব্ব ঘটে ॥ শ্রদ্ধা ধর্ম্ম দয়া ভক্তি নির্ম্মল বিজ্ঞান। কৃপা করি পামরে মা কিছু কর দান ॥ জাহ্নবী সাকালী কৃষ্ণ তুল্য শিবরাম। অভেদ জ্ঞানদা হৃদে কর মা বিশ্রাম ॥ সৃ ষ্টি স্থিতি হয় লয় তোমার ইচ্ছায়। অবতার হও যেন জল বিম্ব প্রায় ॥ তব নাম বারেক নিঃসরে মুখে যার। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ হয় তার ॥ জ্ঞানের অপেক্ষা নাই দেখি স্নান ফলে। বিষ্ণু হয় অস্থি যদি পড়ে তব জলে ॥ স্থান দে ও চরণে মা করি নিবেদন। গঙ্গা কন শুন বাছা আমার বচন ॥ তুমিতো জীবন মুক্ত ভাবনা কি আর। তোমা হইতে হ ইবেক পাপির নিস্তার ॥ সাগর সঙ্গম এই তব কীর্ত্তি অতি। রহিল তোমার নামে নাম ভাগিরথী ॥ ভাগিরথী বলে যে বা ডাকিবে আমারে। চতুর্ব্বর্গ ফল আমি দিবহে তাহারে ॥

আর কিছু কহিবে না মধুর বচন। হেনকালে কপিল করিল আগমন॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়ে মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী॥ ১২১॥

ত্রিপদী। তপস্যা সফল গনি গঙ্গার চরণে মুনি প্রণতি করেন পুনঃ পুনঃ। আজি যাগ যজ্ঞ ধন্য ধন্য মা হইল পুণ্য পরশিল জীবনে জীবন॥ ভগীরথে মুনিবর আশির্ব্বাদ তদন্তর করিয়া কহেন পরিচয়। কপিল আমার নাম শুন বাছা গুণধাম কৃতার্থ করিলা গুণময়॥ আমার জন্যেতে এত পাইয়াছ দুঃখ যত ক্ষমহ সে দোষ নিজগুণে। কহিতে যে ত্রাস পুর্ণ কর অভিলাস কোলে করি বাঞ্ছা এইমনে। শুনি মুনির বাণী ভগীরথ মহাজ্ঞানি দণ্ডাকার পড়ে মুনি পায়। বলে প্রভু গুণাকর হইয়াছে শাঁপে বর ধন্য আমি তোমার দয়ায়॥ তুষ্ট হয়ে তপধন প্রেমে দিয়া আলিঙ্গন ভগীরথে কন কিছু তবে। ইহ পরকাল জয়ী হইয়াছ শুন কই ধরা দারা পুত্র লাভ হবে॥ যাও শীঘ্র অযোধ্যায় রাজা হও গিয়া তায় পৃথিবীর করহ পালন। রাজা বলে কায নাই আশির্ব্বাদ এই চাই গঙ্গা পদে থাকে যেন মন॥ উভয়ের তুষ্ট মন চরিতার্থ তপধন গঙ্গা কন ভগীরথে আর। কহিব কি শুন আর শুনহ অপুর্ব্ব সমাচার॥ শ্রীক্ষিৎ তাই হরি হরি বল ভাই শুনহ অপুর্ব্ব সমাচার॥ শ্রী দুর্গা প্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়া কর সুর শৈবলিনী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নূতন গান নাম গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিণী॥ ❁ ॥ ১২২ ॥ ❁ ॥

পয়ার ॥ জলনিধি জানিয়া গঙ্গার আগমন। সত্বরে আসিয়া করে দেবী সম্ভাসন ॥ অনেক সঞ্চিত পুণ্য ছিল যে আমার। সেই ফলে দর্শন হইল তোমার ॥ দয়াময়ী দয়া করি আইস মম বাস। পবিত্র করহ দাসে এই অভিলাস ॥ সাগরের অনুরাগ দেখিয়া তখন। সিন্ধুরে বাড়াইতে দেবির হইল মিলন ॥ ॥ কাম্য তীর্থ সাগর সঙ্গম সেই স্থান। স্নান দান মরনেতে বিষ্ণু পদ দেন ॥ জলে স্থলে অন্তরিক্ষে হয় মৃত্যু যার। চতুর্ভুজ হয় সেই জন্ম নাহি আর ॥ গঙ্গা কভগিরথ আর কিবা চাও। পিতৃলোক উদ্ধার হইল ঘরে যাও ॥ রাজ্য রক্ষা কর বাছা যাহ মার কাছে। তোমার জননী পথ নিরখিয়া আছে ॥ সে কিন্তু সামান্য নহে চিহ্নিতা আমার। মনোবাঞ্ছা পরিপুর্ণ করো গিয়া তাঁর ॥ পুত্র বত দেখিবে হে যত প্রজাগণ। দুষ্টের করিবা দণ্ড শিষ্টের পালন ॥ জ্ঞানবান তুমি অতি কহিব কি আর। অগোচর ত্রিভুবনে কি আছে তোমার ॥ আমার পূজার বাছা করিবে প্রচার। যখন ডাকিবে দেখা পাইবে আমার ॥ ভগীরথ বলে পাদ পদ্মে দেহ স্থান ॥ সুধা তেজি করিতে বল মা বিষ পান ॥ গঙ্গা কন শুন ইহা হয়েছে আমার। অহিক সম্পদ ভোগ কর একবার ॥ যাওন একান্ত মত মায়ের বুঝিলা। দুই চক্ষে জল ঝরে প্রণাম করিলা ॥ বিদায় হইয়া রাজা করিলা গমন। মোক্ষদা দিলেন সঙ্গে নানা রত্নধন ॥ আরোহণ রথে অশ্ব বায়ু বেগে যায়। উপনিত ভগীরথ হৈল অযোধ্যায় ॥

নন্দ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভ
ক্তি তরঙ্গিনী ॥ ১২৩ ॥

ত্রিপদী। নগরের লোক যত প্রেমানন্দে উনমত রাণী
রে কহিছে সমাচার। কি কর গো দেখশিয়া পিতৃলোক উ
দ্ধারিয়া ভগীরথ আইল তোমার ॥ রাণী কহে কি কহিলা
মৃতদেহে প্রাণ দিলা কই কই বাছারে আমার। বৎসহারা
গাভী যেন ধাইয়া চলিল হেন দেখে দ্বারে আইল কুমার
ভগীরথ দেখি মায় দণ্ডাকার পড়ে পায় সর্ব্ব অঙ্গ ধূলা
লোটায়। চক্ষু পায় অন্ধ যেন রাণীর হইল হেন কোলে
য়া পরান জুড়ায় ॥ হুলু দিয়া নিল ঘরে মঙ্গল আচার ক
নানা ধন করে বিতরন। রাণী বলে বাছা আর মঙ্গল ক
তার যার জন্যে এত পর্য্যটন ॥ ভগীরথ বলে মারে তব আ
শির্ব্বাদ ফলে আগমন হয়েছে গঙ্গার। তোমার অধিক তাঁর
দয়া কি কহিব আর পিতৃলোক করিলা উদ্ধার ॥ শুনি পু
লকিত রাণী আপনারে ধন্য মানি প্রেমধারা বহে দুনয়নে।
বলে কত ছিল পুণ্য আমি ধন্য লোক ধন্য পুত্র জন্মে ছিল
শুভক্ষণে ॥ ভগীরথে পুন রাণী বলেন মধুর বানি খাও কি
ছু বাছারে আমার। কব কি তোমারে আর জীবন জুড়াক
মার চিরকাল আছ অনাহার ॥ ভোজন করিলা ধীর বাঞ্ছা
পূর্ণ জননীর ভগীরথ রাজা হইল পরে। শ্রীদুর্গা প্রসাদ কয়
গঙ্গা গুণ সুধাময় শুনিলে অশেষ পাপ হরে ॥ ১২৪ ॥

পয়ার ॥ ভগীরথ বসিলা বাহিরে বার দিয়া। পাত্র মিত্র

প্রজা গণ আইল শুনিয়া ॥ আইলা বশিষ্ঠ গুরু যত তপধন। আনন্দেতে আশীর্ব্বাদ করে দ্বিজগণ ॥ স্তাবক ধাবক আর ব ন্দিগণ যত। আইল অসংখ্যা সেনা কহিব তাকত ॥ যে যেমন তারে রাজা মর্য্যাদা রাখিলা। বশিষ্ঠ গুরুর পদে প্রণাম করিলা ॥ পুলকে পূর্জ্জিত অঙ্গ বশিষ্ঠ মুনির। কো লে নিল ভগীরথে লোমাঞ্চ শরীর ॥ ধন্য তুমি পাপী লো ক নিস্তার করিলা। ব্রহ্মময়ী যিনি তাঁরে ভুতলে আনিলা ॥ ভগীরথ বলে সে কি যোগ্যতা আমার। যা করি সকলি প্র ভু কৃপায় তোমার ॥ মুনি বলে রাজ্য অভিষেক করি তবে। ভগীরথ বলে তব ইচ্ছা থাকে হবে ॥ শুভ দিন ক্ষণ মুনি দে খিয়া তখন। দ্রব্য আদি সকলি করিল আয়োজন ॥ অপূর্ব্ব বেদির পরে সোণার মন্দির। তারপর সিংহাসন অমূল্য ম ণির ॥ মুকুতার ঝালরে পতকা উড়ে বায়। ঘেরিল মন্দির নব আম্র শাখায় ॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদদ্বিজ ভাবিমন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ✻ ॥ ১২৫ ॥ ✻ ॥

পয়ার ॥ সিন্ধু আদি তীর্থ গঙ্গা সলিল আনিয়া। লক্ষ ২ স্বর্ণ কুম্ভ রাখিল পুরিয়া ॥ এক লক্ষ হেম ছত্র হস্তির উপ রে। দুইটি চামর প্রতি গজে শোভা করে ॥ শত কোটি হস্তি আর ঘোড়া অগনিত। সুসজ্জ করিয়া সব রাখে চারি ভিত ॥ রথ রথি পদাতিক গনে শক্তিকার। বালী গনা যায় তবু সংখ্যা নাহি তার ॥ রাজা ঋষি গণ যত যে যেখানে ছিলা। সংবাদ করিয়া মুনি সকলে আনিলা ॥ সমুদ্রের কাল্লোল যেন

বাদ্য কলরব। নৃত্য গীত নানা নাট মহা মহোৎসব ॥ ভগী
রথ বসিলা রতন সিংহাসনে । বিধানত অভিষেক করে মু
নি গণে ॥ শসাগরা পৃথিবীর যতো রাজা ছিলা। কর দিয়া
কপালেতে রাজটিকা দিলা ॥ কল্প তরু সমান করেন ধন দা
ন। অদেয় নাহিক কিছু যিনি যাহা চান ॥ সদ্বিচার সদালা
প মুনি গণ সঙ্গে । আনন্দেতে যায় কাল গঙ্গার প্রসঙ্গে ॥
বিবাহ করিলা রাজা ঘটা কব কত । কহিতে বাহুল্য হয়
সুরপতি মত ॥ শচীর সমান রাণী রূপে গুণে সার । নানা
কাব্যরসে রাজাকরেন বেহার ॥ গঙ্গা পূজা স্নানদান স্মরণ মন
ন। প্রকাশ করিলা পূজা শুন সেকথন ॥ দ্বিজদুর্গা প্রসাদ ভা
বিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ॥ ১২৬

ত্রিপদী। মকরের পৃষ্ঠ পরে সোণার প্রতিমা করে চতু
র্ভুজ রূপ সবিশেষ। ভূষনে ভূষিত কায় বিচিত্র বসন তায়
তেজে আলো করে সর্ব্বদেশ ॥ শিত পক্ষে গুরুবার বৈশাখি
তৃতীয়া সার অক্ষয়াতে করিলা স্থাপন। পূজা হোম বলিদা
ন ভোগ রাগ নৃত্য গান নিত্য নিত্য করেন রাজন ॥ গঙ্গা
পূজা ঘরে ঘরে ভক্তি ভাবে সবে করে নিত্য কাম্য পূজার
প্রচার। ধাতু কিম্বা মৃত্তিকার প্রতিমা গঠিয়া যার পূজা দি
বা যথা শক্তি যার ॥ যদি হয় ধন হীন আবশ্যক তিন দিন
ঘটে পটে কিম্বা জল স্থলে। পূজা দিলে হয় এই জীবনেতে মু
ক্ত সেই চতুর্ব্বর্গ তার কর তলে ॥ কত কব শুন এই শাবিশে
ষে কব সেই স্নান দান আদি কিছু ফল। জাহ্নবীর গুণ যত

কার সাধ্য কবে কত বিধাতা না জানেন সকল ॥ ভগীরথ পুন কন বল গুরু সে কেমন পূর্ব্বে রাজা কে কেমন ছিল। বশিষ্ঠ বলেন শুন কহি রাজ উপাখ্যান এত বলি কহিতে লাগিল ॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়া কর সুর শৈবলিনী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নূতন গান নাম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ❁ ॥ ১২৭ ॥ ❁ ॥

বিহাগ রাগিনী। তাল তেওট ॥

ধুয়া ॥ ভজরে মন অদিতীর নন্দন বামন চরণে ॥

য়ার। মুনি কন ভগীরথ শুন দিয়া মন। জন্মে ছিলে শিবভক্ত বলি এক জন ॥ দেবরাজ হবে এই ভাবিয়া অন্তরে। ন ক্রমে শত অশ্বমেধ রাজা করে ॥ ইন্দ্র ভাবে বলি যদি শত ক্রতু হয়। রাজ্য যাবে বিঘ্ন কিছু না করিলে নয় ॥ মন্ত্রণা করিয়া ইন্দ্র দেবগণ নিয়া। শিবের স্মরনাগত হইল আসিয়া ॥ করিলা অনেক স্তব ঈশ্বান ভাবিয়া। কি যাচিঞা কর ইন্দ্র বলেন হাসিয়া ॥ ইন্দ্র কন শুন প্রভু করি নিবেদন। বলে লয় ছলে প্রভু এতিন ভুবন ॥ বলির কিঞ্চিৎ খাটো কর একবার। মহেশ বলেন বলো কি দোষ তাহার ॥ বলির কি আছে দোষ কহিবা কি আর। পুনঃ স্তব করে ইন্দ্র ভাবিয়া অসার ॥ স্তবে তুষ্ট হইয়া বলেন পঞ্চানন। বিষ্ণুর নিকটে যাও কহিলা তখন ॥ তুষ্ট হয়ে দেবরাজ দেবগণ সঙ্গে। বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত মনোরঙ্গে ॥ কহিলেন পূর্ব্ব কথা বিষ্ণুর চরণে। নারায়ণ শুনিয়া হাসেন মনে মনে ॥ ইন্দ্রকে

আশ্বাস দিয়া বিদায় করিলা। কিরূপে ছলিব বলি ভাবিতে লাগিলা ॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ১২৮ ॥

ত্রিপদী। ভাবনা কি ভাবি আর বিনা পূর্ণ্ণ অবতার বলিরে ছলনা করা ভার। অদিতির পয়োব্রত সাঙ্গ হইল বিধানত গর্ব্ভে জন্ম লইব তাহার ॥ ভিক্ষা ছলে ছলি বলি কশ্যপেরে পিতা বলি হইব বামন অবতার। লোকে যেন বলে ধন্য প্রকাশ করিব পুণ্য ভক্তাধিন নাম এই বার ॥ হোতা অদিতির ব্রত সাঙ্গ হৈল শাস্ত্রমত কশ্যপেরে সঙ্কেত কহিলা। কশ্যপ অদিতি সঙ্গে অঙ্গ সঙ্গ করে রঙ্গে পুর্ব্বাপর সকল করিলা ॥ গর্ব্ভ হইল অদিতির শাক্তি হইল শুনে ক্ষীর দশ মাস যায় কুতুহলে। প্রসব হইল পরে বামন জন্মিল ঘরে সূর্য্য যেন পড়িল ভুতলে ॥ শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘন হুলু দিয়া নারীগণ জাত কর্ম্ম করে সবে সুখে। ষষ্ঠী পূজা আদি যত সাঙ্গ হইল কব কত ছয় মাসে অন্ন দিলা মুখে ॥ বয়েশ হইল নয় অদিতি মুনিকে কয় চূড়া যজ্ঞ সুত্র দিবা কবে। এই বই কর্ম্ম নাই ঘটা করে দেও তাই মুনি বলে কিরূপেতে হবে ॥ নিজে ভিক্ষা করে খাই ঘটায় যে ধন চাই বৃদ্ধকালে যাব কার কাছে। ঘৃত দিয়া গোটা কত পূর্ণ্ণাহুতি শাস্ত্র মত দিব এইমনে মাত্র আছে ॥ দিতি কদ্রবিন তার প্রধানা আপনি যার এও হবে এই চারি জন। ভাল করে খাব সবে নিমন্ত্রণ করি তবে আমি আছি আপ

নি ব্রাহ্মণ ।। শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়া ক
র সুর শৈবলিনী । কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নূতন গান এ
ম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ।। ১২৯ ।।

ধুয়া । হে নারায়ণ কর দয়া নরাধম জনে ।।

পয়ার । মুনি মুখে এই কথা অদিতি শুনিলে । ক্রোধ জ
লে অগ্নিতে যেমন ঘৃত দিলে ।। কোলে করি বামনেরে কুপি
ল অদিতি । থর থর কাঁপে ওষ্ঠ আকৃতি বিকৃতি ।। আলুইল
শ পাশ চক্ষু ভরা জল । রাঙ্গা চক্ষু ভাসে জলে যেমন ক
।। কদম্ব কুসুমাকার তনু শিহরিল । রাগ রাহু আসি
। অদিতি গিলীল ।। কত কথা কবে সতী মনে নাহি হয়
ক্রোধের সময় কথা সকলি ব্যত্যয় ।। অদিতি বলেন প্র
ভু কি বলিব আমি । ভাগ্য ক্রমে ভাগ্য বন্ত পেয়ে ছিলাম
স্বামী ।। এক রসে পণ্ডিত জানেন কত মত । দিতি কদ্রু বিন
তা সেই রসে রত ।। আমার ভাগেতে প্রায় সর্ব্ব দিনে যা
য় । যদি হয় রোগী যেন তীত মুখে খায় ।। আইও মাত্র দে
খি যে আচার বিধবার । বৃক্ষ ছাল পরি করি ফলেতে আহা
র ।। এইমত অদিতি উন্মাতে কত কয় । শুনিয়া মুনির ম
নে হইল মহা ভয় ।। বামন মায়ের বঞ্ছা পুরাবার তরে । ম
নে মনে স্মরণ করিল নারদেরে ।। নারদ কশ্যপালয় আন
ন্দে আইলা । কশ্যপ দেখিয়া তাঁরে পাদ্য অর্ঘ্য দিলা ।।
কশ্যপেরে কহেন নারদ তপোধন । আপনি কেমন আছ কে
মন নন্দন ।। কশ্যপ বলেন আর সকলি মঙ্গল । হয়েছে অ

দিতি সঙ্গে কিছু অকৌশল ॥ মুনি বলে ভাল হবে সে ভা র আমার। অদিতির কাছে আগে জানি সমাচার ॥ কশ্য প ভাবেন মনে সকলি প্রতুল। অতঃপর বুঝিলাম হইবেক ভুল ॥ দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ❀ ॥ ১৩০ ॥ ❀ ॥

প্রভু হে তোমার মায়া জানে কোন জন ॥ ধুয়া ॥
ভুভার হরণ জন্য অদিতিরে করে ধন্য অব
তার হইলে বামন ॥ পর ধুয়া ॥

পয়ার। হাসিয়া নারদ মুনি বিনা বাজাইয়া। অদিতি বা মন পদ বন্দিলেন গিয়া ॥ আশির্ব্বাদ করিয়া অদিতি কি ছু কন। একি ভাগ্য আমার তোমার আগোমন ॥ শুনি ব লে কেন গো মলিন মুখখানি। অদিতি বলেন তবে শুন সে কাহিনী ॥ বামনের চূড়োপনয়ন কল্য হবে। কহিলাম মুনি কিছু ঘটা কর তবে ॥ এই কথা শুনি তিনি যে কথা কহিলা। সে কথা না কওয়া যায় যত গালি দিলা ॥ নারদ বলেন আমি শুনেছি সকল। বুড়া হলে বুদ্ধি যায় হয়ত পাগল ॥ অনুযোগ যথোচিত করিয়াছি তাঁরে। ঘটা হবে অবশ্য গো কে খণ্ডাতে পারে ॥ আমি আছি মধ্যবর্ত্তি না ভাবিহ আ র। কালি কোথা থাকিবে মুনির ভূরভার ॥ আনিব সকল দেবে সকলি করিব। বামনের যজ্ঞসূত্র আমি কি ছাড়িব ॥ সাবধান একথা প্রকাশ করা নয়। নষ্ট হবে সকলি প্রকাস য দি হয় ॥ অদিতি হাসিয়া কহে আনন্দে বিভোর। হবে কি

এমন দিন ভাগ্যে আছে মোর ॥ নারদ বলেন আমি এক্ষণে বিদায় । এতবলি কশ্যপ নিকটে মুনি যায় ॥ কশ্যপ বলেন মুনি কহ সমাচার । নারদ বলেন মুনি না ভাবিহ আর ॥ পুনঃ নারদেরে বলে আজি থাক তবে । নিমন্ত্রণ তোমারে আপনি হোতা হবে ॥ নারদ বলেন প্রভু অনুগ্রহ তব । কালী আমি কার্য্যকালে উপস্থিত হব ॥ এতবলি বিদায় হইয়া মুনি যায় । সুরপুরে উপনীত দ্বিজ কবি গায় ॥ ১৩১ ॥

ত্রিপদী ॥ নারদ আনন্দ মনে দেব ঋষি মুনি গণে নিমন্ত্রণ করে সর্ব জনে । কশ্যপ আলয় সবে সকালে যাইতে হবে বামনের চূড়াপনয়নে ॥ বীনায় তুলিয়া তান শিব শিবাগুণ গান উপনিত কৈলাশ শিখরে । শঙ্কর শঙ্করি পায় প্রণাম করিয়া কয় নিমন্ত্রণ করিলা সাদরে ॥ মুনি বলে নিবেদন করিতে হবে গমন বাঞ্ছা পূর্ণ হেতু অদিতির । হাসিয়া দুজনে কন যাব যাও তপোধন জানিলাম সকলি সুধীর ॥ নারদ আসিয়া পরে কশ্যপেরে ত্বরা করে কর কর্ম্ম সংক্ষেপ করিয়া । প্রেমে দিয়া আলিঙ্গন বসিলেন দুই জন কোশা কুশী আদি নিয়া ॥ শ্রীফল বংশের দণ্ড মেখলা কৌপীন দণ্ড কমণ্ডুল রাখে সন্নিধানে । মৃত্তিকার আর্য্য স্থালী ফল ফুল কত গুলি কলা খোলা যতনেতে আনে ॥ বালীকাষ্ঠ বিল্লদল উদুখল ও মুষল শূপ শূচ হবিষ্যান্ন দান । কিবা ভাগ্যবন্ত মুনি যোগির অগম্য যিনি তাঁরে মুনি কৌপিন পরান ॥ বামন হাসেন মনে বাঞ্ছা আছি ভক্তি গুণে ভক্ত বিনে কে

পারে এমন। ভক্তের মন যেমন করিতে পারে তেমন তক্ত নাম কিবল জীবন ॥ নারদ মুনিরে কয় কাল ক্ষেপ করা নয় শুভ কর্ম্ম আরম্ভ করিলা। স্বস্তিক সংকল্প করি অধিবাসে গে লা হরি হোতৃ কর্ম্মে নারদ বসিলা ॥ আবাহন পূজা যত বে দের বিধান মত ক্রমে ক্রমে করিতে লাগিল। একেতো নার দ মুনি সদা করে বেদ ধ্বনি সুরাসুর সকলে আইলা ॥ শ্রী দুর্গা প্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়া কর সুর শৈবলি নী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নূতন গান নাম গঙ্গাভ ক্তি তরঙ্গিণী ॥ ❁ ॥ ১৩২ ॥ ❁ ॥

পয়ার। ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য আদি গণপতি। আইলা অ নন্ত দেব আনন্দেতে অতি ॥ বসু যক্ষ দিকপাল নবগ্রহ গ ন। গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাগ বরুণ পবন ॥ আইল কুবের যম বস ন্তের পতি। শিখি যানে কার্ত্তিক আইলা শীঘ্র গতি ॥ শি ব শিবা নিজ গণ সঙ্গেতে করিয়া। আইলেন ভাগ্য হেতু প্র সন্ন হইয়া ॥ দেবতা তেত্রিষ কোটি মুনি বর্গ যত। আইল অসুর তার সংখ্যা কব কত ॥ কশ্যপ দেখিয়া ভাবে একি চমৎকার। ব্যস্ত হৈয়া উদ্‌যোগ করিলা পলাবার ॥ নারদ আশয় বুঝি ধরিলা বসন। কশ্যপ ভাবেন মনে এ আর কেমন ॥ সমারম্ভ যেদেখি উপায় নাহি আর। বুঝিলাম অপমৃত্যু হইবে আমার ॥ কশ্যপ নারদে বলে ছাড়হ আ মারে। অদিতিরে ডাক মুনি বলে বারে বারে ॥ কশ্যপ ব লেন একি আপদ হইল। এ আপদ কেবল নারদ ঘটাইল ॥

মুনি নয় নারদ কেবল ভণ্ডোত্তম। সংসার করিবে বুঝি ছাড়িয়া আশ্রম ॥ অদিতির সঙ্গে কালি কি কথা কহিয়া। রাখিয়াছ ভুলাইয়া কানে মন্ত্র দিয়া॥ তদবধি অদিতিরে দেখি অন্যমনা। কিরূপে বুঝিব আমি দুষ্টের মন্ত্রণা ॥ দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়ে মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ※ ॥ ১৩৩ ॥ ※ ॥

ত্রিপদী। কশ্যপ মন্ত্রণা করি নারদের হাতে ধরি বলে ক্ষমা কর তপোধন। জানা গেল ইচ্ছা তব আমি বৃদ্ধ কি করিব লও তুমি অদিতি বামন॥ জীব দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন তিনি কেন মরি কিশের কারণ। পিতার কাতর মন ইশারায় নারায়ণ নারদেরে করিলা বারণ॥ নারদ বুঝে তখন কশ্যপ মুনিরে কন ক্ষেম দোষ কৌতুক আমার। যোগে সৃষ্টি কর তুম অদিতির বাঞ্ছা পুর্ন কর প্রভু ভাব কেন আর॥ শুনি মুনি পায় প্রাণ মহাবিষ্ণু করে ধ্যান স্বর্গ মর্ত্ত দেখে যোগ ভরে। বৈকুণ্ঠ দেখিয়া শূন্য শেষে দেখে নিজ পুণ্য প্রকাশ বামন রূপে ঘরে॥ বলে প্রভু আমি ধন্য ভুভার হরন জন্য অদিতির গর্ব্ভে জন্মনিলা॥ লজ্জা রাখ এইবার নিবেদন কিবা আর এত বলি কাঁদিতে লাগিলা॥ বামন শঙ্কেতে কন শুন পিতা তপোধন যোগে সৃষ্টি কর অতঃপর। শুনি মুনি যোগ করে আপন যোগ্যতা ভরে নানা সৃষ্টি করে তদন্তর॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে গঙ্গার

চরণ তলে দয়া সুর শৈবলিনী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নূতন গান নাম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ১৩৪ ॥

পয়ার। প্রথমে করিল সৃষ্টি অট্টালিকা যত। নানা রঙ্গ বিচিত্র সে শোভা কব কত ॥ দুগ্ধ দধি ছেনা ক্ষীর ঘৃত মধু ননী। নানা জাতী সন্দেষ অমৃত রস জিনি ॥ বিদ্য সরোবর তাহে নানা জাতী ফুল। দুর্লভ অপূর্ব্ব ফল মধু তুল্য মূল ॥ দাস দাসী অশ্ব গজ বিচিত্র বিমান। যাহার যেমন বাঞ্ছা তে মতি বিধান ॥ শয়ন জন্যেতে শয্যা দুগ্ধ ফেনা যিনি। ক্রী ড়া জন্যে সৃষ্টি করে নারী সুরূপিনী ॥ পুষ্প মাল্য বসন ভূ ষণ নানা রঙ্গ। নৃত্য গীত স্থানে স্থানে বাদ্যের তরঙ্গ ॥ দেব ঋষ মুনি গণে করি পরিতোষ। সকলের হৃষ্ট মন পরম স ন্তোষ ॥ শিবা শিব পূজা করি বর মুনি চায়। লর্জ্জা নিবারি নী লজ্জা রাখ এই দায় ॥ শিব শিবা আজ্ঞা লইয়া যজ্ঞ আ রম্ভিল। বিধি বাক্যে বামনের যজ্ঞসূত্র দিল ॥ গান করে কি ন্নরে অপ্সরী নৃত্য করে। বেদ পড়ে মুনি গণ বেদ বিধি মতে ॥ বামনের নারদ করিল নিবেদন। গায়ত্রী মন্ত্র কর্ণ্বে দিবে কোন জন ॥ যার মন্ত্র জপে লোক মুক্তি পদ পায়। তার ক র্ণ্বে মন্ত্র দিব কি হবে উপায় ॥ বামন বলেন মুনি ভাব কে ন আর। দিয়া কর্ণ্বে মহা মন্ত্র করহ নিস্তার ॥ শরীর ধরি লে এই আছে ব্যবহার। ইহাতে অধর্ম্ম মুনি কি হবে তো মার ॥ বেদমাতা গায়ত্রী চিন্ময় রূপিণী। যার মন্ত্র জপি ধ ন্য ধন্য আমি মুনি ॥ জগন্মাতা এখানে পরম ভাগ্য জন্য

। জন্মে জন্মে আমার আছিল কত পুণ্য ॥ তিন গুণে তিন জনে ইহার সৃজন। এক গুণে শুন মুনি আমি একজন ॥ নাম নিলে চারি ফল কিবা নাম মার। শক্তি বিনা মুক্তি নাই ক হিলাম সার ॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়ে মন্দাকিনী। রচি লা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ১৩৫ ॥

পয়ার। নারদ বলেন প্রভু কি করিব বল। বামন বলেন কর জনম সফল ॥ শুনি মহা মন্ত্র মুনি দিলা বামনেরে। বা মন পাইয়া মন্ত্র ভাবেন অন্তরে ॥ ইচ্ছা জগদম্বা ভিক্ষা দেন যদি আগে। এই কথা ভাবিয়া আছেন মনোযোগে ॥ ভিক্ষা দিতে দেব মুনি সকলে আইলা। অদিতি আনিলা মুনি ক ন্যা যত ছিলা ॥ কৃপা করি কৃপানাথ কৃপাময়ী সঙ্গে। ভি ক্ষা দিতে বামনে আইলা মহারঙ্গে ॥ কশ্যপ বলেন ভি ক্ষা আগে কেবা দিবে। বিচার করেন সবে বল কি হইবে ॥ নানা মত মনে মুনি ভাবেন তখন। বামন বলেন পিতা ভা ব কি কারণ ॥ ব্রহ্মণ্য দেবের মাতা দণ্ডায়ে সাক্ষাতে। জ গন্মাতা সাক্ষাতে কি কর মতামতে ॥ সাবিত্রী গায়ত্রী ধাত্রী কর্ত্রী সবাকার। পিতৃ পিতামহ মাতা জননী আমার ॥ পদ্ম ধ্বজ প্রসাদে আমারে কেনা জানে। মম ভক্ত যেজন সেজন শক্তি মানে ॥ উপাসনা আমার করয়ে যেই জন। মোক্ষ দি ই জানে যদি শক্তির ভজন ॥ এককালে সকলেতে সায় দি য়া উঠে। মুনি বলে এ ভাগ্য কি থাট ভাগ্যে ঘটে ॥ দ্বিজ

দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়ে মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ১৩৬ ॥

ত্রিপদী। বেদমাতা বামনেরে ভিক্ষা দিতে ধীরে ধীরে গজেন্দ্রিনি গমনে চলিলা। আশিয়া অন্নদা মায়া বামনেরে করি দয়া বামন সাক্ষাতে মাতা গেলা ॥ বামন জননী বল্যা দণ্ড হাতে ঝুলি খুল্যা ভবতি ভিক্ষাং দেহি বলে। অন্নপূর্ণ: অন্ন দিলা বামন হস্তেতে নীলা জয় জয় বলহ সকলে ॥ দীর্ঘ দণ্ড নমস্কার চরণে পড়িয়া মার স্তুতি পাট করেন বামন। স্নেহে মাতা হস্তে ধরি লইলেন কোলে করি আশির্ব্বাদ সন্তানে যেমন ॥ তুমি মম গজানন জান সে আমার মন আর কে জানিবে তব তত্ত্ব। শুন ওহে দিন বন্ধু তুমিতো করুণা সিন্ধু ভকত বৎসল তুমি সত্য ॥ তুমি ব্রহ্ম সনাতন যে জন করে ভজন সেই ধর্ম্ম কর্ম্ম অধিকারী। পূজা আগে তোমার যে করে সে জানে সার আমি তারে আগে রক্ষা করি ॥ বামন আহ্লাদে কন শুন মাতা নিবেদন বিশ্বমাতা জানতা সকলি। কৃপাবকোন দৃষ্টি হইলে বাঁচে মা সৃষ্টি ছলে বলে থাট হয় বলি ॥ প্রসন্ন জননী কালী হবে থাটো বাছা বলি সে কিন্তু সামান্য লোক নয়। মহেশের প্রিয় ভক্ত জান সে যে মন শক্ত ভক্তি ভাবে যদি থাটো হয় ॥ এই রূপে বামনেরে ভিক্ষা দিয়া স্থানান্তরে উপবিষ্ট দোহে সিংহাসনে। তদন্তর যে যেমন ভিক্ষা দিতে আগমন করে সবে মহা হৃষ্ট মনে ॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়া কর সুর শৈবে

লিনী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নূতন গান নব গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ * ॥ ১৩৭ ॥ * ॥

পয়ার ॥ অদিতি আসিয়া দিল দুখানি কৌপিনী। বস্ত্র নয় বৃক্ষ ছাল হেতু অভিমানি ॥ বামন কৌপিন দুটি করিয়া মাথায়। ভক্তি ভাবে প্রণাম করিল মার পায় ॥ অদিতি কোলেতে নিয়া খেদে কিছু কয়। বৃক্ষ ছাল বাছা তব উপযুক্ত নয় ॥ নানা রত্ন দেয় লোক ভাগ্য থাকে যার। এমনে খেদ বাছা জাবেনা আমার ॥ তোমার জনক যিনি তিনি কিবল মুনি। বিমাতা তোমার যারা তারাতো বাঘিনী ॥ অসুরের ভয়ে ভিতু আমার সন্তান। দেখিয়া তোমার মুখ আছে বাছা প্রাণ ॥ দুখের সাগরে ভাসি নাহি পারাবার। ভরসা কিবল তুমি কত কব আর ॥ শুনিয়া মায়ের খেদ কহেন বামন। সান্ত্বনা করেণ মার ধরিয়া চরণ ॥ ভাব কেন আর মাগো শুন তবে কহি। ক্ষুদ্র মূর্ত্তি বটি কিন্তু কাজে ক্ষুদ্র নহি ॥ শুন গো জননী আমি আর কি বলিব। ভুবন করিয়া জয় দুঃখ ঘুচাইব ॥ বুঝাইয়া জননীরে কহিলা বামন। ভিক্ষা দিতে আর সবে আইলা তখন ॥ দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী। ১৩৮

ত্রিপদী। ভিক্ষা পাত্র তদন্তর ভিক্ষা দিলা স্মর হর আশীর্ব্বাদ করিলা তখন। বামন বন্দিলা পদ মহাবেদ গদ গদ কোল দিয়া মিলিলা দুজন ॥ কৃষ্ণাজিন অতি ধন কশ্যপ দিলা তখন কমণ্ডলু ব্রহ্মা আসি দিলা। যজ্ঞসূত্র বৃহস্পতি

বের আহ্লাদে অতি দিব্য বস্ত্র প্রদান করিলা ।। ভৃগু জহ্নু ভরদ্বাজ শাতাতপ ঋষি রাজ বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ বাল্মীক। পু লস্ত্য পৌলস্ত্য গর্গ দুর্ব্বাসা সন্তান ভার্গ্য বামদেব দধিচী অস্তিক ।। যামদগ্নি পরাসর ব্যাস অত্রিক মুনিবর গৌতম না রদ তপোধন। ভার্গব জৈমনি সুত মার্কণ্ডেয় গুণ যুত অঙ্গি রা বিশ্বা দ্বৈপায়ন ।। পৌলস্ত জ্ঞানের জ্ঞানী মরিচি সৌ ভাগ্য জানি লোমসাদি সকলে আইলা। ফল মুল কুশাসন ভিক্ষা দিয়া মুনিগণ আশীর্ব্বাদ সকলে করিলা ।। মুনি কন্যা যত জন সম্ভব যার যেমন ফল মুল দিল সুমধুর। যগস্তের ক র্ত্তা যিনি বুত ভিক্ষা দিলা তিনি ফল মুলে হইল প্রচুর ।। ভিক্ষা দিয়া মুনি গণ বিদায় হইয়া যান বলি যজ্ঞে করিলা গমন। বামন দেখিয়া কন অন্য চিত্ত কি কারণ কোথা যা ও কহ বিবরণ ।। মুনি গণ কন তবে বলি যজ্ঞে যাই সবে নিমন্ত্রণ তথাকার আছে। বামন হাসিয়া কন জানিলাম সে যেমন যাও সবে আমি যাই পাছে ।। শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়া কর সুর শৈবলিনী। কণ্ঠে করি অধি ষ্ঠান শুন মা নুতন গান নাম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ।। ১৩৭ ।।

ধুয়া। প্রভু হে তোমার মায়া জানে কোন জন। ভুভার হরণ জন্য অদিতিকে করে ধন্য অবতার হইলে বামন ।।

পয়ার। অদিতিরে কন কিছু বামন তখন। ব্রাহ্মণ জন্মে তে জন্ম ভিক্ষা সে জীবন ।। শুনিলাম বলি যজ্ঞ করে বারে বারে। বলিসম দাতা নাই এতিন সংসারে ।। আজ্ঞা কর মা

গো আমি যাব বলি কাছে। আনিব প্রচুর ধন যত মনে আ ছে ॥ অদিতি বলেন তবে শুন বাছা ধন। এমন ধনেতে কি ছু নাহি প্রয়োজন ॥ বলি যে দেবের শত্রু সকলি নিয়াছে। কি জানি দেবের ভাগ্যে আর কত আছে ॥ অতিশিশু তুমি বাছা নবীন বয়েশ। তাতে খর্ব্ব কলেবর না চীন সে দেশ ॥ অন্য জন যায় যদি দশ দিন হয়। তোমার চলনে হবে মাস পাঁচ ছয় ॥ ধন লোভে বাছা আমি তোমা হারা হব। ক্রো ষী পক্ষিনীর ন্যায় পথ চায়ে রব ॥ তোমা না দেখিয়া শো কে তেজীব জীবন। মাতৃ হত্যা হবে বাছা শুনরে বামন ॥ এমন নাহিক কাছে মা কথাটি বলে। অন্ধের যেমন যষ্টি তু মি মাত্র কোলে ॥ কোলে করি তোমা ধন একাল কাটাব। যোত্র না থাকিলে আমি ভিক্ষা করে খাব ॥ বামন মায়ের কথা শুনিয়া চিন্তিত। ভাবেন মনেতে ভাল দায় উপস্থিত ॥ কিঞ্চিৎ কালের পর কহেন বামন। কিরূপে ভুলাব মারে করিব কেমন ॥ শুন গো জননী তুমি না ভাবিহ আর। য খন ডাকিবে দেখা পাইবা আমার ॥ অদিতী বলেন বাছা সে আর কেমন। তোমার সমান দেখা পাব এক জন ॥ এ মন কথায় আমি প্রত্যয় না যাই। তবে হয় বারেক দেখি তে যদি পাই ॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচি লা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ১৪০ ॥

পয়ার। বামন বলেন মাতা স্থানান্তরে যাও। ভাবিলে এমন রূপ যদি দেখা পাও ॥ তবেতো বিদায় মাতা করিবে

আমারে। অদিতি বলেন ইহা হইলে হইতে পারে ॥ এত বলি অদিতি গেলেন স্থানান্তরে। চক্ষুমুদী বামনেরে দেখেন অন্তরে ॥ অন্তরে দেখিয়া রূপ চক্ষু মেলি চায়। দেখেন কোলের কাছে বামন খেলায় ॥ চমৎকার চঞ্চলাক্ষী দেখিয়া তখন। ভাবে বুঝি ভোজ বিদ্যা জানেন বামন ॥ এতভাবী অদিতী বামনে পুনকয়। প্রকৃত বামন জ্ঞান মনে নাহি লয় ॥ বামন বলেন তবে ভাব আর বার। সত্য মিথ্যা এবার জানিবে মাগো সার ॥ বামনের কথা শুনি ভাবেন অদিতী। দেখে হৃদি পদ্ম মধ্যে গোলকের পতী ॥ অদিতী ভাবেন মনে এ জনম ধন্য। চৈতন্য রূপেতে চিত্ত জন্মিল চৈতন্য ॥ সংসার হইল তুচ্ছ তুচ্ছ মায়া জাল। ভক্তি ফল পরিপূর্ণ পুণ্য কপাল ॥ অদিতী বলেন ধন্য ধ্যান করি যারে। মা বলিয়া চরীতার্থ করিলা আমারে ॥ উদয় হইল যদি আমার অন্তরে। বলে তবে খেল বাছা মানস সাগরে ॥ মুদীয়াছি চক্ষু আমি না মেলিব আর। পাইয়া পরম নিধি ছাড়া অতি ভার ॥ অদিতী ধ্যানেতে আছে ডাকেন বামন। শুনিয়া … মন্ত্রেণ। নাপায় কিছু যোগে আছে মন ॥ বামন দেখিয়া … … হলা ॥ ধ্যান ভঙ্গ করিলা। অদিতীর হৃদে হৈতে বাহির … … অদিতীর পুন জ্ঞান হয়। … নেরে অদিতী খেদেতে কিছু কয় ॥ কেন বাছা বিড়ম্বনা করিলা আমারে। তব মায়া কার সাধ্য কে বুঝিতে পারে ॥ বুঝিলাম যাবে বাছা বলির ভবন। সাবধান হবে বাছা শুনরে বামন ॥ নিজ মায়া নারায়ণ

প্রকাশ করিলা। প্রণাম করিয়া মায় বিদায় হইলা॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিল পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী॥ ॥ ১৪১ ॥ ॥

ত্রিপদী॥ বামন চলিল রঙ্গে পথে ভিক্ষুকের সঙ্গে নানা কাব্য করিয়া বিচার। দুঃখী দিন দ্বিজ গণ চলিয়াছে অগন ন অনুরাগ করিয়া রাজার॥ বামনেরে দেখি তবে হরি হরি বলে সবে ঈশ্বরের কি অপুর্ব্ব লীলা। কিবা রূপ সুধা হেন কথা শুনি কন যেন প্রাণ মন হরিয়া লইলা॥ কেহ চায় পরিচয় কেহ বলে দয়া হয় কেহ বলে ইচ্ছা কোলে করি। কেহ বলে হায় হায় কেমন করিয়া মায় ছাড়িয়া দিয়াছে আহা মরি॥ বামন তখন কন শুন প্রভু দ্বিজ গণ বেলা যায় চলহ এখন। এ কথা শুনিয়া সবে মহা আনন্দিত তবে উপনিত বলির ভবন॥ বলি মহা দাতা সান্ত দক্ষিণাতে দক্ষিণান্ত শত যজ্ঞ করি সমাপন। বসি আছে দিয়া বার হেন কালে কাছে তাঁর ফিরে ফিরে আইল বামন॥ সূর্য্য কিরণ যেন বামনের রূপ হেন দেখি রাজা শীঘ্র উঠে অ তি। ভ[illegible] ভাবে গদ গদ বন্দিয়া বামন পদ বলে এ কি রূ প শান্ত অতি॥ [illegible] যদি ভিক্ষা চান করিয়ে আগাক দান হেন ভাগ্য হইবে কথন। [illegible]লে প্রভু নিবেদন কিবা হেতু আগমন পরিচয় জিজ্ঞাসে রাজন॥ শ্রী দুর্গা প্রসাদ বলে গ ঙ্গার চরণ তলে দয়া কর সুর শৈবলিনী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠা ন শুন মা নূতন গান নাম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী॥ ১৪২॥

জয়জয়ন্তী রাগিণী। তাল মধ্যমমান ॥

ধুয়া। প্রভু কিঞ্চিৎ করুণা কর নরাধম জনে ॥

পয়ার। পরিচয় বামনেরে বলি জিজ্ঞাসীলা। কিনাম কো
থায় ঘর কি জন্যে আইলা ॥ কেমনে জীবন ধরি ছাড়ে দিল
মায়। মায় কি এমন পারে যদি প্রাণ যায় ॥ বামন কহেন
কি কহিব পরিচয়। ভিক্ষুকের পরিচয় কে করে প্রত্যয় ॥
ভিক্ষুকের পুত্র আমি মাতা তপস্বিনী। আমার জননী যি
নি ত্রিগুণ ধারিণী ॥ নিজে গুণ হীন আমি ভিক্ষা করে খাই
। সংসার পসার পাট নাহিক বালাই ॥ শুনিয়া তোমার না
ম কর্ণ জুড়াইল। চক্ষের আছিল খেদ ঘুচাতে আইল ॥
আমা সম সুদুঃখিত নাহি ত্রিভুবনে। তুমি যদি দূর কর ই
ঙ্গিত নয়নে ॥ বামনের কথা শুনি রাজা ভাবে তবে। হবে
কি এমন ভাগ্য তুমি ভিক্ষা লবে ॥ বলি বলে বামনেরে চা
হ কোন ধন। তোমাকে অদেয় কিছু না আছে বামন ॥ বা
মন বলেন ভিক্ষা চাহিব কি আমি। চাহি যদি নাহি দেও
হবে অধোগামী ॥ তবে হয় প্রত্যয় প্রতিজ্ঞা যদি কর। ত
বে চাই ভিক্ষা আমি শুন নৃপবর ॥ বলি বলে বামনের হই
য়াছে ভয়। প্রতিজ্ঞা না করি যদি না হবে প্রত্যয় ॥ দ্বিজ
দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি
তরঙ্গিণী ॥ ❁ ॥ ১৪৩ ॥ ❁ ॥

মুলতান রাগিণী। তাল ঝাপতাল। কৃষ্ণ ভরসা কিবল ক
রুণাময় নাম তোমার। দয়া করসা কর প্রভু ভবনিধি পার॥

পয়ার। বলি বলে শুন প্রভু ভয় কি তোমার। যাহা চা
হ দিব আমি কহিলাম সার ॥ এত বলি প্রতিজ্ঞা করিলা
তিনবার। সত্য সত্য পুন সত্য প্রতিজ্ঞা আমার ॥ স্বস্তি
বলি ধর্ম্ম শাক্ষী করিয়া বামন। তিনপদ ভূমি ভিক্ষা চাহি
লা তখন॥ রাজা বলে বুঝি নাহি বল আর বার। বুঝিয়া
বামন কহিলেন সমাচার॥ বালক জ্ঞানেতে বলি বামনেরে
কয়। ত্রিপদ ভূমিতো প্রভু উপযুক্ত নয় ॥ আগে যে কহি
য়া প্রভু তুষ্ট করে ছিলে। এ কথায় কেবল মনেতে দুঃখ দি
লে॥ গ্রাম রাজ্য সোণা চুনি মুক্তা কিম্বা মনি। চাহ যে বা
সনা প্রভু দিব ততক্ষনি॥ লইয়া ত্রিপদ ভূমি বল কি করি
বে। হবে তব কি সুসার লোক হাসাইবে॥ হেরি রূপ তো
মার সংসার তুচ্ছ হয়। তোমারে অদেয় কিছু নাহি দয়াম
য় ॥ বামনেরে বলি রাজা বালক জানিয়া। বুঝাইয়া কহে
তাঁরে অনেক ভাবিয়া॥ প্রকৃত ভিক্ষুক নহে হবে কিসমত
। তবে হৈতে সমত প্রকৃত যদি হত॥ চক্রীর চরিত্র চিন্তা বু
ঝা কিছু ভার। বলি কি বুঝিবে চক্র বুঝে সাধ্য কার॥ বা
মন বলিয়া বলি বলিল অনেক। তোমার সমান দাতা না
দেখি জনেক॥ শুনিয়া তোমার কথা যে আহ্লাদ হৈল। কব
কি মনের কথা মনেতে রহিল॥ ধনে জনে কি কার্য্য লইলে
কিবা হবে। স্থায়ী নহে মিথ্যা ধন কতকাল রবে॥ সংসারী
যে নহি আমি ধন কি করিব। লইয়া বালাই ধন সংসারী হ
ইব ॥ প্রতিজ্ঞা করিয়া কিন্তু গৌন অনুচিত। ধর্ম্ম কর্ম্ম

মৌন করা নহে ভাল রীত ॥ বলি বলে ভাল জন্যে ছিল আকিঞ্চন। ভাল কথা না শুনিলে বালক বামন ॥ খেদে বামনেরে বলি বলিছে তখন। কহ সে কেমন মত করিব কেমন ॥ কুশ বারি নিয়া রাজা বসিল তখন। ভার্গবে বলেন প্রভু পড়াও বচন ॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়ে মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ১৪৪ ॥

ত্রিপদী। শুক্র বলে নৃপবর কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর বলি আগে শুন শিব দাস। যদ্যপি ত্রিপদ ভূমি বামনেরে দিবে তুমি দেখি আমি সকলি আকাশ ॥ তথাপি ত্রিপদ ভূমি বামনেরে দিবে তুমি ভাবে বুঝি বিপদ ঘটিবে। রাজা বলে নিবেদন প্রতিজ্ঞা হবে খণ্ডন এই কর্ম্মে মানা না করিবে ॥ কুমন্ত্রণা দিয়া নানা শুক্রাচার্য্য করে মানা রাজা বলে যদি যায় প্রাণ। তথাপি আমার বাণী খণ্ডিবে না মনে জানি বামনেরে দিব আমি দান ॥ আচার্য্য বলেন রাগে ধ্যান করে দেখি আগে এতবলি করে মুনি ধ্যান। যোগেতে দেখিল সর্ব্ব বলে রাজা তব গর্ব্ব খর্ব্ব হবে ইনি ভগবান ॥ রাজা বলে আমি ধন্য ধন্য যাগ ধন্য পুণ্য তবে আর মৌন অনুচিত। মুনি বলে একি দায় বুঝিলাম শিষ্য যায় কি করিব হইল ভাবিত ॥ শুক্রাচার্য্য বলে তবে সস্ত্রীক হইতে হবে দান কর রাণীরে কহিয়ে। একথা রাজারে বলি যায় যথা বিন্ধ্যাবলি মানা করে আগে তাঁরে কয়ে ॥ রাণী কাছে রাজা গিয়া কহিলেন বিশেষিয়া বিন্ধ্যাবলি শুনি পুলকিত। ভাগ্য কি ই

হার পর শীঘ্র চল নৃপবর এতবলি চলিল ত্বরিত ।। মানাক রে তপোধন না শুনিয়া দুই জন উপস্থিত বামনের কাছে । বিন্ধাবলি রূপ হেরি বলে আই মরি মরি ইহারে অদেয় কি ছু আছে ।। শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়া কর সুর শৈবলিনী । কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নূতন গান নাম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ।। ❁ ।। ১৪৫ ।। ❁ ।।

ত্রিপদী ।। কিবা রূপ লাবন্য ইহার জননী ধন্য ধন্য ধ ন্য ইহার জনক । নিন্দী পদ্ম রাগ মনি পদ তলে শোভা গ নি মনিতে কি জড়িত কনক ।। খর্ব্ব সুকোমল কায় কেম নে ছাড়িল মায় প্রণাম করিয়া রাণী বলে । নাভি বক্ষ কক্ষ তল প্রকাশ যেন কমল ওষ্ঠাধর জিনি বিম্ব ফলে ।। মুক্তা যে ন দন্ত পাতি শশি যেন হাস্য ভাতি খগ চঞ্চু তুল্য কিবা নাসা । ইন্দীবর চক্ষু যেন দেখি নাই চক্ষে হেন অমৃত সমা ন যেন ভাষা ।। শ্রুতির গভরে যেন শশী তনু নিকেতন শূন্য ভয় হ্যাছে পলাইয়া । শূন্য ভয়ে গুপ্ত আছে লোকে তারে দেখে পাছে সেই বুঝি দেখে উকি দিয়া ।। কিম্বা কাল ভুজ ঙ্গিনী গন্ডেতে যে রাখি মনি গন্ডবতী তৃষ্ণায় অস্থির । চক্ষু দেখি টল টল মনেতে ভাবিয়া জল ভুরু ছলে হয়েছে বাহি র ।। সুনবীন ব্রহ্মচারী কৌপিন করঙ্গ ধারী কিবা শোভা ধু লা গুলি পায় । হিরার কণিকা হেন সোণার জড়িত যেন কিম্বা জীব পরমানু প্রায় ।। রাজারে ভৎসনা করি বামনেরে পায় ধরি বিন্ধাবলি আদরে খোয়ায় । এমত কপাল কা

পদ ধৌত করে যার যার পদ বিধাতা ধেয়ায় ॥ শ্রী দুর্গা প্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়া কর সুর শৈবলিনী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নুতন গান নাম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী ॥ ❁ ॥ ১৪৬ ॥ ❁ ॥

মুলতান রাগিণী। তাল মধ্যমান ॥

পার কর ওহে হরি অতিদির কুল ॥ ধুয়া ॥

আমি ভজন বিহীন শুনহে নারায়ণঃ দিন দেখে দিন জনে কর হে তারণ ॥ পর ধুয়া ॥

পয়ার। বিন্ধাবলি অনুযোগ রাজারে করিয়া। সিংহাসনে বামন যতনে বসাইয়া ॥ পদ ধৌত করে রাণী মুছায় অঞ্চলে। চমৎকার চিহ্ন রাণী দেখে পদতলে ॥ কমল কম্বু সার্দ্ধ চন্দ্র জম্বুদ্ধ রেখা। চাঁপা চক্র চিহ্ন জবা অধ বিন্দু রেখা ॥ গোস্পদ ত্রিকোণ ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পরে। দেখিয়া রাণীর চক্ষে প্রেম ধারা ঝরে ॥ পরশ পরশে যেন লোহা হয় সোণা। অচেতন ছিল রাণী হইল চেতনা ॥ স্তব করে বিন্ধাবলি বলে দয়াময়। প্রবঞ্চণা এত করা উপযুক্ত নয় ॥ দাসী আমি দাস বলি চিহ্নিত তোমার। মনো বাঞ্ছা পরিপুর্ণ কর এই বার ॥ বিন্ধাবলির ভক্তি দেখি ভাবেন বামন। আপনি যেমন রাজরাণী যে তেমন ॥ রাজারে ডাকিয়া রাণী বলে কর দান। ভাগ্য কি ইহার পর ইনি ভগবান ॥ পুন রাণী বলে প্রভু শুন নিবেদন। বলি তব নিজ দাস দেখাও চরণ ॥ রাণীর ভকতি দেখি সদয় হইলা। পুনর্ব্বার পাদুটি রাণীর হাতে

দিলা ॥ রাণী বলে মহারাজা জনম সফল। স্থির হয়ে দেখ দেখি চরণ কমল ॥ শুনিয়া রাণীর বাণী দেখে সে চরণ। হেরে সে চরণ মধ্যে এতিন ভুবন ॥ শক্তি বিনা মুক্তি জ্ঞান দেয় শক্তি কার। সামান্য শক্তিতে জ্ঞান দিলেক রাজার ॥ ভাবিয়া বুঝিলা মনে ইনি ভগবান। দিব্য জ্ঞান জন্মিল বা মনে দেয় দান ॥ দ্বিজ দুর্গা প্রসাদ ভাবিয়ে মন্দাকিনী। রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ১৪৭ ॥

পয়ার। বলি বলে শুক মন্ত্র পড়াও আমারে। শুক্রচার্য্য বলে বল দান দিবে কারে ॥ ক্রোধ করি ভৃগু সুত হয় অদর্শন। কি করিব বামনেরে বলেন রাজন ॥ বামন বলেন রাজা ভাব কি কারণ। কুশ বারি লও আমি পড়াব বচন ॥ ত্রিপত্র লইয়া রাজা লাগিল ভাবিতে। জল পাত্রে জল নাই দেখে আচম্বিতে ॥ শুকর নিষেধ বাণী পূর্ব্বে না শুনিয়া। সেই ক্রোধে জল পাত্র মধ্যে গিয়াছিলা ॥ বামন চক্রির চূড়া জানেন সকল। রাজারে বলেন কুশাঘাতে লও জল ॥ শুনি রাজা জল পাত্রে কুশাঘাত করে। কুশাঘাতে কানা হইয়া মুনি জান ঘরে ॥ আনন্দেতে রাজা জল ত্রিপাত্রে লইলা। মন্ত্র পড়ি বামনের হস্তে জল দিলা ॥ রাণী গেল ঘরে পরে বন্দিয়া চরণ। স্বস্তি বলে বামন হইল অবামন ॥ হইল বিরাট মূর্ত্তি প্রকাণ্ড শরীর। দেখিয়া রাজার কম্প কম্প পৃথিবীর ॥ বাম পদে পৃথিবী যে লইল তখন। স্বর্গেতে উঠিল গিয়া দক্ষিণ চরণ ॥ ব্রহ্মা দিল পাদ্য অর্ঘ জাহ্নবীর জলে। যারে বা

ছা ভগীরথ আনিলে ভূতলে ॥ বলিয়ে বামন আজ্ঞা করে ন তখন। আর এক পদ ভূমী দেও হে রাজন ॥ না দিলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে তোমার। হইবে নরক গামী শুন সমা চার॥ কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে রাজা করে নিবেদন। কোথা পাব ভূমী আর লও হে জীবন ॥ ক্রোধ প্রাপ্ত গরুড়েরে স্মরণ করিলা। জানিয়া গরুড় তথা তখনি আইলা ॥ শ্রীদু র্গা প্রসাদ দিন জ্ঞান কিছু নাই। দয়া কর দয়াময়ী এই ভিক্ষা চাই ॥ ⁂ ॥ ১৪৮ ॥ ⁂ ॥

ত্রিপদী। পক্ষিরাজ প্রণমিয়া বলে প্রভু কি লাগিয়া নিজ দাসে করিলা স্মরণ। দেখি নাই মুর্ত্তি হেন স্বরূপ বিরূপ কেন কার বুঝি লইলা জীবন ॥ ভৃত্য আমি আজ্ঞা কারী আজ্ঞা হইলে কি না পারি সমুদ্র শোষনে শক্ত হই। নখে তে পৃথিবী ধরি উড়ি যদি মনে করি কেবল ওপদ বলে জ য়ী ॥ আজ্ঞা যদি কর তুমি চঞ্চুতে ধরিয়া আমি সুমেরু করি যে উৎপাটন। নহে দেব ঋষি গণ নাগ আদি যত জন সর্ব্ব শুদ্ধা করিব ভোজন ॥ পক্ষি রাজ দম্ভে কয় রাজার হইল ভয় ভাবে রাজা প্রাণ বুঝি যায় ॥ শুনিয়াছি বেদে ক য় যতো ধর্ম্ম স্ততো জয় দান দিয়া একি হইল দায় ॥ পর ক্লে য প্রবঞ্চনা শিষ্ট দণ্ড কুমন্ত্রণা করি নাহি জানি মহা পাপ। মিথ্যা কভু কহি নাই কি অধর্ম্মে মারা জাই কোন জন দিল অভিশাঁপ ॥ রাজা যত খেদ করে প্রভু না শুনিয়া পরে গরু ড়েরে বলিলা বামন। মিথ্যা বাদী রাজা অতি কর কিছু শী

ঘ্র গতি কর নৃপে নিগুঢ় বন্ধন ॥ পক্ষি রাজ আজ্ঞা পায়া রাজারে ধরিল গিয়া রাহু যেন ভানু গরাসিল। খেদে রাজা ম্রিয়মান ভয়ে সুখাইল প্রাণ বুক মুখ কাঁপিতে লাগিল। খগেন্দ্রেরে রাজা কয় শুন পক্ষি মহাশয় বান্ধ কেন কি ঘাটি আমার। অবিচারে মান যায় দণ্ডী হই মিছা দায় কোথা ভূমি পাব বল আর ॥ খগেন্দ্র না শুনে পরে নিগুঢ় বন্ধন করে বামন কহেন ইশারায়। দেখবীর সাবধান বলি যে আমার প্রাণ ভক্ত যেন বেদনা না পায় ॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে গঙ্গার চরণ তলে দয়া কর সুরশৈবলিনী। কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান শুন মা নুতন গান নাম গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী ॥ ১৪৯ ॥

পয়ার। বলিরে বন্ধন করি বলেন বামন। বাকী এক পদ ভূমি দেও হে রাজন ॥ নতুবা উচিত ফল হইবে তোমার। কাঁন্দি রাজা বলে প্রভু কোথা পাব আর ॥ রাজ সেনাপতি যত বন্ধন দেখিয়া। অবিচার দেখি সবে উঠিল কুপিয়া ॥ বলে বুঝি ধর্ম্ম নাই একি বিড়ম্বন। সর্ব্বস্ব করিল দান তথাপি বন্ধন ॥ খাইয়াছ লবণ সাথক কর তার। প্রাণ যায় সেহ ভাল দেখি মুখ কার ॥ দেখাত না যায় ভাই প্রভুর বন্ধন। মহাবীর শিবদাস করিছে রোদন ॥ ক্রোধ করি যুদ্ধ হেতু সাজে সেনা যত। ক্রমে ক্রমে যড় হৈল পঙ্গপাল মত ॥ খড়্গী চর্ম্মী ধানুকী কেহবা অশ্ব পরে। লক্ষ লক্ষ মহারথী বীর দপ করে ॥ রাজারে ঘেরিয়া সবে করে নিবেদন। আজ্ঞা কর মহারাজ। করিব কেমন ॥ ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য কিম্বা বরুণ পবন।

আজ্ঞা কর করি নষ্ট তুচ্ছ কি বামন ॥ রাজা বলে সেনাগণে আজ্ঞা দিব কারে। বামনে দিয়াছি দান তোমা সবাকারে ॥ রাজ্য ধন জন আমি করিয়াছি দান। বাকি মাত্র আছে বাছা আমার পরান ॥ ভাবে বুঝি অতি শীঘ্র যাইব ও পদে। তোমরা আমারে কেন ফেল অপরাধে ॥ শান্ত হইয়া সকলে ফিরিয়া ঘরে যাও। আর কেন তোমরা আমার মুখ চাও ॥ শুনিয়া রাজার বাণি যত সেনা গণ। শান্ত হৈল রাজা সাধু বলেন বামন ॥ অসার ভাবিয়া শেষে স্মরয়ে হরেরে। দ্বিজ বলে শুনহ যে রূপে স্তব করে ॥ ১৫০ ॥

ধুয়া। ওহে মোরে ত্রাণ কর শঙ্কর শম্ভু শঙ্কটে ॥

ভঙ্গ ত্রিপদী। করুণা কর হর শঙ্কর শশিধর সুরেশ যোগেশ মহেশ। ত্র্যম্বক ত্রিপুরারি ত্রিশূল জটাধারি ত্রিতাপ হর ভব ক্লেশ ॥ কি কব কাশি পতি বিশ্বের তুমি গতি আমি যে চিহ্নিত তোমার। বামনে দিয়া দান হইল অপমান দেখ না ঘাটি কি আমার ॥ কাতর রাজা অতি জানিয়া যোগ পতি সত্বরে করিলা গমন। ঝটিতে উত্তরিলা বামন যথা ছিলা কহিতে লাগিলা তখন ॥ আনন্দ উভয়ত সে ভাব স্তব কত হরিকে কহেন ঈশান। শুন হে দয়াময় এতব যোগ্য নয় বলির করহ সম্মান ॥ পরম বুদ্ধ সার তোমার অবতার ভুভার হরণের ছল। কে জানে তব মায়া রাজারে পদ ছায়া দেহ হে ভকত বৎসল ॥ বামন শুনি কন শুনহ ত্রিলোচন আমি বান্ধিয়াছি রাজারে। বলি যে ভক্তি গুণে বান্ধি

না দেখ মনে আমারে চিরকাল দ্বারে ॥ আনন্দে হরিহর বিদায় পরস্পর মহেশ কন দৈব বাণী। ভাব কি বলি আর শুন হে সমাচার যাহো যথা আছে রাণী ॥ মিছা কি কারণ ভজ নারায়ণ ভজ প্রভুর চরণে। শ্রীদুর্গা প্রসাদেরে ফেলো না আর ফেরে যোগেশ হের নয়নে ॥ ❁ ॥ ১৫১ ॥ ❁ ॥

ভৈরব রাগ ॥ ধুয়া ॥

দয়া কর দিন দয়াময় অদিতি নন্দন বামন এইবার।

প্রবন্ধ ॥ বলি বামনেরে বলিয়া তখন। রাজা রাণী নিকট করে গমন ॥ উপনীত হৈলা যথা বিন্ধাবলি। হস্তে বন্ধন রোদন করে বলি ॥ দেখে বিন্ধাবলি কহে নৃপবরে। কেন হে দেখি বন্ধন যুগ্ম করে ॥ কেন কেন কেন জল চক্ষে ঝরে। সহেনা সহেনা সহেনা শরীরে। এত অপমান কে করে তোমারে। অভিশাঁপ আমি করিবো তাহারে ॥ সতী সাধ্বি কোপে চাহে শাঁপদিতে। ভয়ে ভগবান ভাবিছেন চিত্তে ॥ পতিব্রতা সতী যদি কোপ করে। পারে যা মনে করে কটাক্ষ ভরে ॥ বামন তখন ভাবেন অন্তরে। রাজা বিন্ধাবলিরে বারণ করে ॥ রাজা রাণীরে বলে বলো কি তুমি। বান্ধিয়াছে বামন না পায়ে ভূমি ॥ সে বামন মূর্ত্তি নাহিক এখন। দুই পায়ে নিল এতিন ভুবন ॥ বাকি এক পদ ভূমি কোথা পাবো। কিরূপে দিয়া প্রিয়া ধর্ম্ম বাঁচাবো ॥ শুনিরাণী পরে কহিছে রাজারে। চল আমি যাব ভূমি দিব তাঁরে ॥ এতেক বলিয়া চলিল দুজনে। গিয়া প্রণমিয়া প্রভুর চ

রূণে ॥ করিযোড় করে কহে গদ গদে । প্রভু মুক্ত কর শ্রী দুর্গা প্রসাদে ॥ ☀ ॥ ১৫২ ॥ ☀ ॥

ধুয়া । পার কর হে কৃষ্ণ অদিতী নন্দন ॥

পয়ার ॥ বিন্ধাবলি বলে প্রভু শুন ভগবান । চিহ্নীত দাসেরে প্রভু এত অপমান ॥ গুণ ভীত গুণ তব দয়াময় নাম । করুণা করহ প্রভু এত কেন বাম ॥ বান্ধিবে যদ্যপি প্রভু বাঞ্ছা মনে থাকে । রাজার বদলে প্রভু বান্ধহ আমাকে ॥ আমি দিব ভুমি মুক্ত করহ রাজারে । আর এক পদ কোথা দেখাও আমারে ॥ দেখিয়া রাণীর ভক্তি ভাবেন বামন । কিবা ভক্তি তুল্য দিতে না দেখি এমন ॥ বাঞ্ছা পুর্ণ্ণ হেতু প্রভু রাজার রাণীর । নাভি পদ্ম হৈতে পদ হইল বাহির ॥ দেখিয়া চরণ শোভা হইল চমৎকার । রাজা রাণী ভাবে ভুমি কোথা পাবো আর ॥ ছিন্ন তরু সম দোঁহে পড়ে পদ তলে । রাখ পদ রাজার মাথায় রাণী বলে ॥ সদয় তখন তারে হৈলা ভগবান । রাজারে রাণীরে প্রভু করিলা সম্মান ॥ দুই বৈই স্থান নাই শুন ভগবান । করিলাম চরণে জীবন মনো দান ॥ ভক্ত জন্য জগ নাথ প্রসন্ন হইলা । রাজা রাণীর মাথাতে পাদ পদ্ম দিলা ॥ কোলে লয়্যা রাজারে বলেন নারায়ণ । যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল বর চাহহে রাজন ॥ রাজা বলে আর অন্য বরে কায নাই । জন্মে জন্মে তোমার চরণ যেন পাই ॥ দয়া করি কিছু তবে বলেন বামন । দ্বিজ বলে মন দিয়া শুন সর্ব্ব জন ॥ ১৫৩ ॥

ধুয়া ॥ প্রভু দয়া কর মোরে দিন হীন কাতরে। তুমি নিস্তার আমরে ॥

চামর ছন্দ ॥ হইল সম্পূর্ন্ত যজ্ঞ বলি কেন ভাব আর। কলিতে হইবে ইন্দ্র শুন বাছা সমাচার ॥ বলি বলে নিবেদন করি প্রভু রাঙ্গা পায়। সম্প্রতি থাকিব কোথা বল প্রভু সে উপায় ॥ বামন বলেন বলি পাতালেতে গমন কর। দ্বারি হয়্যা রক্ষা আমি করিব হে গুনাকর ॥ এত বলি দয়াময় বলিরে সঙ্কেতে করি। পাতালপুরেতে গিয়া রহিলা আনন্দে হরি ॥ বসিষ্ঠ কহেন ভগিরথ কি কহিব আর। বলির যেমন ভাগ্য হেন ভাগ্য হবে কার ॥ ত্রিপুরা সুরের কথা শুন বাছা অতঃপর। যার ভয়ে ইন্দ্র আদি কম্পিত যে কলেবর ॥ নিজ বলে হৈয়্যা ছিল এতিন ভুবন পতি। যার যুদ্ধে পরাজয় হয়ে ছিলঃ লঙ্কাপতি ॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ বলে কৃপা কর নারায়ণ। মৃত্যু কালে তব পাদ পদ্মে যেন থাকে মন ॥ ❋ ॥ ১৫৪ ॥ ❁ ॥

পয়ার ॥ ভগীরথ রাজ্য ভোগ চিরকাল করে। শ্রুতি নামে এক পুত্র জন্মিল অপরে ॥ রাজ পুত্র তাহে নানা বিদ্যায় পণ্ডিত। হীরে যেন হাটকেতে হইল জড়িত ॥ রাজ ঋষি মুনি আর তুষ্ট প্রজাগণ ॥ ভগীরথ তুষ্ট হৈয়্যা ভাবেন তখন ॥ আর কেন ঐহিক সম্পদে কাজ নাই। গঙ্গার চরণে গিয়া জীবন জুড়াই ॥ এতবলি পুত্রকে রাজ্যের ভার দিয়া। গঙ্গাতীরে বসিলেন সমাধি করিয়া ॥ গঙ্গা পূজা স্নান

দান স্মরণ মনন। বিষ্ণুলোকে স্বশরীরে করিলা গমন॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে গঙ্গার প্রসঙ্গ। হরিহরি বলে ভাই পুস্তক হইল সাঙ্গ॥ ❁ ॥—✳—॥ ❁ ॥ ১৫৫ ॥ ❁ ॥—✳—॥ ❁ ॥

অথাষ্ট মঙ্গলা॥

পয়ার॥ শুন মা সুখদা গঙ্গা বরদা ভবানী। কত্তারে কল্যাণ মাগো করিবা আপনি॥ গানি বাণী দোঁহার সম্পদা যত জন। কল্যাণে রাখিবা গঙ্গা এই নিবেদন॥ আসরে আসিয়া যেযে তব গুণ শুনে। কল্যাণে রাখিবা গঙ্গা আপনার গুণে॥ যার মা যেমন ভাব লাভ দিবা তাই। অগোচর তোমার ব্রহ্মাণ্ডে কিছু নাই॥ দুষ্টের দমন করো শিষ্টের পালন। আর এক কথা মাগো করি নিবেদন॥ শিব প্রসাদ অনুজ সুশীল সুজন। নিজ দাস দাসে মাগো করিবে গণন॥ পায় ধরে বলি কিছু আমি অভাজন। এক পুত্র নাম সর্ব্বদেবতা চরণ॥ দীর্ঘজীবি করিবে মা সঁপিলাম পায়। ধন পুত্রে সুখি মা রাখিবা সর্ব্বদায়॥ কবি কহে দারা ধন্যা স্বপ্নে দেখা দিলা। আমি কি অধম এত বঞ্চনা করিলা॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে এই করো শেষে। মলেযেন এতনু মা তব জলে ভাসে॥ সমাপ্ত হইল এই গঙ্গা গুণ গান। অথাষ্ট মঙ্গলা গীত অমৃত সমান॥ ✳ ॥ ❁ ॥ ✳ ॥

॥ ✳ ॥ সমাপ্তোঽয়ং ॥ ✳ ॥

॥ ❁ ॥ সন ১২৩৬ শাল ॥ ❁ ॥